মহাকবি 'কালিদাস-বিরচিত' অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক নাটক সর্ব্ব-দেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি উহা একবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার চমৎকারিতা, মনোহারিতা, এবং ভাবব্যক্ততা প্রভৃতি নানা গুণপরম্পরা অনুভব করিয়াছেন। এমন কি, ইউরোপের কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই নাটক পাঠ করিয়া এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, যে, তিনি নিজ গ্রন্থে অভিজ্ঞানশকুন্তলকে ভূমণ্ডলের যাবতীয় রমণীয় বস্তুর অপেক্ষাও মনোহর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সংস্কৃতাভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের অন্য ভাষায় অনুবাদ পাঠ করিয়া তাদৃশ প্রীতি-লাভ করিতে পারেন না। বাস্তবিক, এক ভাষার গ্রন্থ অপর ভাষায় অনুবাদ করিতে গেলে পূর্ব্বভাষার চমৎকারিতা-গুণের অনেক লাঘব হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে কিছুই থাকে না বলিলেও বলা যায়। আবার, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিতে গেলে সংস্কৃতের কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তিত, কোন কোনটা বা পরিত্যক্ত, আর কোনটী বা পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে; যতদূর সংস্কৃতের ভাব প্রকাশ হয় সেই পরিমাণেই চেষ্টা করা প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে সংস্কৃতের সমুদায় ভাব ও তাৎপর্য্য রাখিয়া অনুবাদ করিতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যদি আমাদের ভ্রমপ্রমাদ-জনিত কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ নিজগুণে তাহা মার্জ্জন করিবেন ইতি।

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

মহাকবি কালিদাসকৃত শকুন্তলা নাটক টীকা ও অনুবাদ সহিত প্রচারিত করিলাম। এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সময় জারমান ইংলণ্ডীয়, কাশীর এবং এতদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিত ৺প্রেমচাঁদ তর্ক-বাগীশ মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তক এই কএকখানি পুস্তক দেখিয়া ও পাঠ মিলাইয়া প্রথম চারি অঙ্ক শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দেন; পরে আদর্শ অভাবে কিয়দ্দিন ইহার অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গেরা সাতিশয় চঞ্চলচিত্ত হইয়া শকুন্তলার সমাপনার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তন্নিবন্ধন আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলাতে তখন তিনি কাপি দিতে স্বীকার করিলেন, অতএব আদর্শ-প্রত্যাশায় রহিলাম, যখন কোনমতেই কাপি পাইবার আশা রহিল না তখন ও আমি তাঁহারই অনুমতানুসারে কলিকাতা ডভেটন কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ তর্করত্ন মহাশয়কে অবশিষ্ট অঙ্কগুলির সংস্কৃত টীকা করণার্থ ভার অর্পণ করি, তিনি সংস্কৃত টীকার ভার লইয়া মুদ্রিত করিয়া দেন আর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় অবশিষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া পুস্তক খানি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও যে যে পাঠ উত্তম বলিয়া বোধ হইয়াছে তর্করত্ন মহাশয় তাহা নিবেশিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি এই এই মহাশয়েরা এত যত্ন স্বীকার না করিলে আমি কখনই এই পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়দের নিকট উৎসাহ পাইলেই আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

রামাপুকুর লেন
সংবৎ ১৯২৬। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

যে মূর্ত্তি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম সৃষ্টি অর্থাৎ জলময়ী মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তি বিধানে আহুত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা অগ্নিময়ী মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তি হোত্রী অর্থাৎ যজমানরূপা মূর্ত্তি, যে দুই মূর্ত্তি দিবারাত্রিরূপ সময় বিভাগ করিতেছে, অর্থাৎ চন্দ্ররূপা ও সূর্য্যরূপা মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তি শব্দগুণবিশিষ্টা ও বিশ্বব্যাপিনী, অর্থাৎ আকাশময়ী মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তি ধান্য প্রভৃতি সর্ব্ববীজের উৎপাদিকা, অর্থাৎ ক্ষিতিময়ী মূর্ত্তি; যে মূর্ত্তি দ্বারা জীবগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ বায়ু মূর্ত্তি; প্রত্যক্ষ এই অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

নান্দীপাঠের পর সূত্রধার। অতিবিস্তারে আবশ্যক নাই (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া) আর্য্যে যদি বেশ বিন্যাস সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা হলে এইখানে এস।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য! এই এসেচি, কোন্ আজ্ঞা পালন কর্‌তে হবে, অনুমতি করুন।

সূত্র। আর্য্যে! এই সভা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক মণ্ডিত হয়েচে। এখানে কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক অভিনব নাটক অভিনয় কর্‌ব; অতএব এ বিষয়ে প্রত্যেক পাত্রকেই যত্নবান্ হতে হবে।

নটী। আর্য্য! আপনি সকলকেই নাটক প্রয়োগ বিষয়ে সুশিক্ষিত করেচেন অতএব নৃত্য গীত প্রভৃতি কোন বিষয়েই কাহারো ত্রুটী হবে না।

সূত্র। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্যে! তোমাকে প্রকৃত কথা বলি

যে পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের পরিতোষ না হয়, সে পর্য্যন্ত মনে করতে পারি না যে, নাটক প্রয়োগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে, কারণ যে ব্যক্তি উত্তম সুশিক্ষিত, সে ব্যক্তিও মনে মনে আপনারে প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে থাকে।

নটী। (বিনয় পূর্ব্বক) সত্য বটে; এক্ষণে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

সূত্র। এই সভায় শ্রবণসুখকর সঙ্গীত ব্যতিরেকে আর কি করা হতে পারে।

নটী। কোন্ ঋতু অবলম্বন করে গাব?

সূত্র। আর্য্যে! এই সম্প্রতি উপস্থিত উপভোগযোগ্য গ্রীষ্ম সময় অবলম্বন করেই গীত গাও। দেখ, এক্ষণে দিবসে জলাবগাহন করলে তৃপ্তি হয়; অরণ্যের বায়ু, গোলাপ ফুলের সংসর্গে সুগন্ধি হয়ে বহন করতেচে; উত্তম ছায়ায় শয়ন করলে অনায়াসে গাঢ় নিদ্রা হয় এবং এক্ষণকার অপরাহ্ণ অতীব রমণীয়।

নটী। (গান করিতেছে) ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক এক একবার চুম্বিত, সুকোমল কেশর ও শিখা বিশিষ্ট শিরীষ কুসুম লইয়া কামিনীগণ সদয় ভাবে কর্ণভূষণ করিতেছে।

সূত্র। আর্য্যে! রমণীয় গান করলে। আহা! রঙ্গস্থলস্থ সমুদায় লোকই তোমার সঙ্গীত রাগ দ্বারা হৃতচেতা হয়ে চতুর্দ্দিকে চিত্রিতের ন্যায় শোভা পাচ্চে। অতএব এক্ষণে কোন্ বিষয় অবলম্বন করে এই সভার মনোরঞ্জন করি।

নটী। কেন তুমি এই মাত্র বলেচ যে অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক অপূর্ব্ব নাটক অভিনয় করতে হবে?

সূত্র। আর্য্যে! ভাল মনে করে দেচ। আমি এক্ষণে ঐ কথাটী একেবারে ভুলেগিছলাম কারণ, অতিবেগশীল হরিণ কর্ত্তৃক এই রাজা দুষ্মন্ত যেমন হৃত হচ্চেন, তার ন্যায় আমি মনোহর তোমার গীত রাগ দ্বারা হৃতচিত্ত হয়েচি।

উভয়ের প্রস্থান। প্রস্তাবনা।

(অনন্তর ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগানুসারী রথারূঢ় রাজা ও সারথির প্রবেশ)।

সারথি। (রাজা ও মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আয়ুষ্মন্! তুমি অধিজ্যকার্ম্মুক হওয়াতে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোধ হচ্চে যে, মৃগানুসারী সাক্ষাৎ ভূতনাথকেই যেন অবলোকন কর্‌চি।

রাজা। সারথে! এই মৃগ আমাদিগকে অনেক দূর এনে ফেলেচে। এই মৃগ এক্ষণে এক এক বার ঘাড় ফিরায়ে রথের প্রতি দৃষ্টি পাত কর্‌তেচে; এক এক বার শরপতন ভয়ে পশ্চার্দ্ধ নত করিয়া সম্মুখ দিকে প্রবিষ্ট কর্‌চে, শ্রম দ্বারা মুখ বিবৃত হওয়াতে অর্দ্ধ ভুক্ত নব তৃণ দ্বারা পথ ব্যাপ্ত হচ্চে, এবং অতিশয় লম্ফ প্রদান প্রযুক্ত আকাশ পথে অধিক ও ভূমি পথে অল্পমাত্র গমন কর্‌চে। (বিস্ময় পূর্ব্বক) কি! আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হচ্চি, তথাপি এই মৃগ এত দূর গে পড়েচে যে, ভাল রূপ দেখ্‌তে পাচ্চি না!

সারথি। এই স্থান অত্যন্ত বন্ধুর বলে রশ্মি আকর্ষণ করাতে রথের বেগ মন্দ হয়েচে, তজ্জন্য এই মৃগ দূরবর্ত্তী হয়েছিল। এক্ষণে আপনি সমভূমিতে উপস্থিত হলেন; সুতরাং এ মৃগ দুষ্প্রাপ্য হবে না।

রাজা। তবে অশ্বরশ্মি শ্লথ করে ধর।

সারথি। যেরূপ আজ্ঞা হয় (পুনর্ব্বার রথবেগ বৃদ্ধি করিয়া) আয়ুষ্মন্! দেখ দেখ; রশ্মি শ্লথ করিবামাত্র অশ্বগণ শরীরের পূর্ব্বভাগ আয়ত করে এরূপ ধাবমান হচ্চে যে, স্বীয় চরণোত্থিত ধূলিও অগ্রগামী হতে পার্‌তেচে না, কর্ণ স্থির ও সরল এবং চামর শিখা নিষ্কম্প হয়েচে; সুতরাং বোধ হচ্চে যে, পশু সকল রথের বেগ সহ্য করিতে না পেরেই যেন ধাবমান হচ্চে।

রাজা। (হর্ষ পূর্ব্বক) এক্ষণে অশ্বগণ বেগ বিষয়ে হরিণকে অতিক্রম করেচে কারণ দূরতাপ্রযুক্ত যাহা প্রথম সূক্ষ্ম বোধ হচ্চে তাহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি পথে স্থূল হয়ে উঠ্‌চে। অগ্রে যে স্থান মধ্যে বিচ্ছিন্ন বোধ হচ্চে, তাহা তৎক্ষণাৎ সংমিলিতের ন্যায় হয়ে যাচ্চে। যে বস্তু স্বাভাবিক বক্র, তাহা দৃষ্টিতে সমরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হচ্চে এবং রথবেগ হেতু কোন বস্তুই আমার দূরে বা পার্শ্বে স্থায়ী

হচ্ছে না। সারথে! এই দেখ এই মৃগ বধ করি। (শর সন্ধান)

(নেপথ্যে) মহারাজ! এটী আশ্রম মৃগ: বধ করবেন না, বধ করবেন না।

সারথি (শুনিয়া ও দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ! দুই জন তপস্বী তোমার বাণপথবর্ত্তী এই মৃগ বধের বিঘ্নকারী হচ্চেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) অশ্বের রশ্মি সংযত কর।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ! (এই বলিয়া সেইরূপ করিল)।

(সশিষ্য বৈখানস প্রবেশ করিলেন)।

বৈখানস। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) মহারাজ! এটী আশ্রম মৃগ: বিনাশ করবেন না, বিনাশ করবেন না। তূলারাশিতে অগ্নি নিক্ষেপের ন্যায় এই সুকোমল মৃগশরীরে বাণ নিক্ষেপ করা উচিত নয়, দেখুন, হরিণদিগের চঞ্চল জীবন ও আপনকার বজ্র সার শরের তীক্ষ্ণপাত, এ উভয়ের কত অন্তর। অতএব এক্ষণে যে শর সন্ধান করেচেন, তা প্রতিসংহার করুন কারণ আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্যই আপনাদের অস্ত্রধারণ করা, নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রহার করবার নিমিত্ত নয়।

রাজা। (নমস্কার করিয়া) এই প্রতিসংহার করিলাম। (এই বলিয়া বাণ শরাসন হইতে মুক্ত করিলেন)।

বৈখানস। (হর্ষ পূর্ব্বক) আপনি পুরুবংশসম্ভূত ও রাজকুল-প্রদীপ, আপনকার ইহা উচিত কর্ম্মই হয়েচে। যখন আপনার পুরু-বংশে জন্ম, তখন আপনার ইহা উচিত কর্ম্মই হয়েচে, অতএব আপনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র লাভ করুন।

দ্বিতীয় তাপস। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) আপনি একটী চক্র-বর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম।

বৈখা। মহারাজ! আমরা যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত যাচ্চি। এই মালিনী নদী তীরে আমাদের গুরু কুলপতি কণ্বের আশ্রম দৃষ্ট

হচ্চে। সেখানে শকুন্তলা তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় আছেন। যদি কোনং কার্য্যহানি না হয়, ত হলে এই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করুন। আরও তপোধনগণের ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বিঘ্ন দেখে জান্‌তে পার্‌বেন যে ধনুর্গুণাঙ্কিত আপনকার ভুজ কিরূপ রক্ষা করচে।

রাজা। কুলপতি কি আশ্রমে আছেন?

বৈখা। তিনি এইমাত্র স্বীয় কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার অর্পণ করে তাঁর কোন দুর্দ্দৈব শান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে গমন করেছেন।

রাজা। ভাল, শকুন্তলাকেই দর্শন কর্‌বো। তিনি আমাদের ভক্তি দেখিয়া মহর্ষির নিকট নিবেদন কর্‌বেন।

বৈখা। এক্ষণে চলিলাম।

(সশিষ্য বৈখানস নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

রাজা। সারথে! অশ্বচালনা কর, পুণ্যাশ্রম দেখে আত্মাকে পবিত্র করি।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার রথবেগের অভিনয় করিল।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সারথে! কেহ বলে দিচ্চে না তথাপি এই স্থান তপোবন বলে বোধ হচ্চে।

সারথি। কিরূপে?

রাজা। তুমি কি দেখ্‌তেচ না? বৃক্ষের নিম্নে কোটরস্থ শুক শাবকের মুখ হতে ভ্রষ্ট তৃণধান্য পতিত রয়েচে; কোন স্থলে চিক্কণ ইঙ্গুদী ফলভেদী উপল লক্ষিত হচ্চে; বিশ্বাস হেতু মৃগসমূহ স্বাভাবিক গতি পরিত্যাগ করতেচে না ও রথের শব্দ সহ্য করচে; জলাশয়ের পথ সকল বল্কল হতে নিপতিত জল দ্বারা অঙ্কিত রয়েচে। আরও দেখ, কৃত্রিম নদীর জল দ্বারা আশ্রম বৃক্ষের মূল ধৌত হয়েচে, সর্ব্বদা ঘৃতের ধূম দ্বারা কিসলয়সমূহের বর্ণ অন্যবিধ হয়েচে, এই সমীপস্থ স্থানে দর্ভাঙ্কুর সকল ছিন্ন দেখা যাচ্চে,

এবং এখানে হরিণশিশুগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে মন্দ মন্দ পরিভ্রমণ করছে।

সারথি। হাঁ এ সমুদায় যুক্তিসঙ্গত বটে।

রাজা। (কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) আশ্রম পীড়া না হয় এজন্য এই স্থানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হই।

সারথি। রশ্মি সংযত করেচি, মহারাজ অবতীর্ণ হউন।

রাজা। (অবতরণ পূর্ব্বক আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সারথে! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। অতএব এই আভরণ, রাজপরিচ্ছদ ও শরাসন গ্রহণ কর।

(এই বলিয়া রাজা মৃগয়া বেশ সমুদায় সারথিকে দিলেন; সারথিও গ্রহণ করিলেন)।

রাজা। আমি আশ্রম বাসীদিগকে দেখে যে পর্য্যন্ত ফিরে না আসি, সে পর্য্যন্ত অশ্বগণকে বিশ্রাম করাও।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। (কিঞ্চিৎ ভ্রমণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) এইত আশ্রম; এক্ষণে প্রবেশ করি।

(প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু স্পন্দন দ্বারা শুভ নিমিত্ত সূচনা করিয়া) এ কি! এই আশ্রম শান্তিরসের স্থান, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হচ্চে। এখানে ইহার ফল লাভের সম্ভাবনা কি? অথবা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার লক্ষণ সকল স্থান হইতেই লক্ষিত হয়ে থাকে।

নেপথ্যে। (প্রিয়সখি! এই দিকে, এই দিকে।)

রাজা। (নেপথ্যের দিকে কাণ পাতিয়া) একি! বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণে বোধ হয় যেন কে কথা কচ্চে। ভাল, ঐ স্থানেই যাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) ওঃ; ইঁহারা তপস্বিকন্যা। ইঁহারা স্বীয় পরিমাণানুরূপ সেচন কলস দ্বারা চারা সকলে জল দেবার জন্য এই দিকেই আসুচেন। (নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! ইঁহারা দেখ্‌তে কি সুন্দর! এই কামিনীগণ বনবাসী, ইঁহাদের ন্যায় রমণীর শরীর যদি

আমার অন্তঃপুরেও দুর্লভ হয়, তা হলে বনলতা স্বীয় গুণে উদ্যান লতাকে পরাভব করিল। যা হউক, এই ছায়াতে থাকিয়া প্রতীক্ষা করি। (দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।)

(উক্ত প্রকার শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

শকু। প্রিয়সখি : এই দিকে এই দিকে।

প্রথম। হাঁ লা শকুন্তলা! আমার বোধ হয়, পিতা কণ্ব এই সকল আশ্রম বৃক্ষকে তোমা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, কারণ তোমার এই শরীর নবমালিকা কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল ; তথাপি তিনি তোমাকে এই সকল বৃক্ষের আলবাল পরিপূরণে নিয়োগ করেচেন।

শকু। হাঁ লা অনসূয়া! তুমি বুঝি মনে করেচ যে কেবল পিতার আজ্ঞা? তা নয়। এই সকল গাচে আমারও সহোদর স্নেহ আচে।

দ্বিতীয়া। সখি শকুন্তলে! এই গ্রীষ্ম কালে যে সকল গাচের ফুল ফোটে, সে সকলে জল দেওয়া হলো, এখন যাদের ফুল ফোটবার সময় নয়, এস সে গুলিতেও জল দিই ; কারণ তা হলে নিঃস্বার্থ হেতু ধর্ম্ম সঞ্চয় হবে।

শকু। হাঁ লো প্রিয়ংবদে! উত্তম বলেচ।

(পুনর্ব্বার বৃক্ষসেচন।)

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) কি! ইনিই সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা! (বিস্ময় পূর্ব্বক) ভগবান্ কণ্বের কি বিবেচনা! তিনি ইঁহাকে আশ্রম ধর্ম্মে নিয়োগ করেচেন! যিনি এই সুললিত শরীর তপস্যাসহিষ্ণু কর্ত্তে চেষ্টা করেন, তিনি নীল পদ্মের সুকোমল পত্র দ্বারা শমীবৃক্ষ ছেদন করতে প্রবৃত্ত হন, সন্দেহ নাই। যা হউক, এই বৃক্ষের অন্তরালে থেকে ইঁহাদের বিশ্রম্ভালাপ শুনি।

(সেই রূপ থাকিলেন)

শকু। হাঁ লা অনসূয়ে! প্রিয়ংবদা আমাকে যে রকম কসে বল্কল

পরনে দেচে, তাতে আমার ভারি ক্লেশ হচ্চে। তুমি এ শিথিল করে দাও।

অন। (বল্কল শিথিল করিয়া দিল।)

প্রিয়ং। (হাস্য পূর্ব্বক) এ স্থলে তুমি পয়োধর-বিস্তার-কারণ স্বীয় যৌবনারম্ভকেই তিরস্কার কর, আমাকে কেন তিরস্কার কর্চো।

রাজা। ইনি ঠিক্ বলেচেন। স্কন্ধ দেশে সূক্ষ্ম গ্রন্থি থাকাতে এই বল্কল দ্বারা স্তনমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়েচে। অতএব পাণ্ডুপত্রের মধ্যে যেমন কুসুম শোভা পায়, তার ন্যায় শকুন্তলার এই নবীন শরীর বল্কল মধ্যেও সুশোভিত হচ্চে। অথবা যদিও এই বল্কল এই শরীরের উপযুক্ত নয় তথাপি কি শোভা পাচ্চে না, এমন নয় কারণ যেমন পদ্ম শৈবাল মধ্যে থাকিয়াও শোভা পায় এবং চন্দ্রের কলঙ্ক মলিন হইলেও শোভা বিস্তার করে, সেই রূপ এই মধুরাকৃতি রমণী বল্কল দ্বারাও অধিক মনোজ্ঞা হয়েচেন। যাদের আকার স্বভাবসুন্দর, তাদের কোন্ বস্তু না শোভা বৃদ্ধি করে। আহা! বিকসিত কমলের কর্কশ বৃন্তের ন্যায় এই সুলোচনার বল্কল কর্কশ হলেও মনে কিছুমাত্র বিরাগ হচ্চে না।

শকু। (সম্মুখে) দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! এই চূত বৃক্ষ বায়ুবেগে সঞ্চালিত পল্লব রূপ অঙ্গুলিদ্বারা যেন আমাকে কি বল্চে অতএব একবার ওর কাচে যাই।

(সেইরূপ করিল)

প্রিয়ং। সখি শকুন্তলা! এইখানে ক্ষণকাল দাঁড়াও।

শকু। কেন?

প্রিয়ং। তুমি নিকটে থাক্‌লে বোধ হয় যেন এই বৃক্ষ লতার সঙ্গে মিলিত হয়েচে।

শকু। এই জন্যেই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা। প্রিয়ংবদা মিথ্যা বলে নাই কারণ এই শকুন্তলার অধর নব-পল্লবের সদৃশ; বাহুদ্বয় কোমল বিটপের ন্যায় এবং সর্ব্ব শরীরে কুসু-মের ন্যায় লোভনীয় যৌবন শোভা পাচ্চে।

অন। হাঁলা শকুন্তলা! যে নবমালিকা সহকার বৃক্ষের স্বয়ম্বর বধূ

এবং তুমি যার নাম বনতোষিণী রেখেচ, তাকে কি তুমি ভুলে গেলে?

শকু। তা হলে ত আমি আপনাকেও ভুলে যেতে পারি! (বনতোষিণীর নিকটে গমন পূর্ব্বক দর্শন করিয়া) সখি! এই পাদপমিথুনের কেমন রমণীয় প্রীতিকর সময় উপস্থিত হয়েচে! যেহেতু এই নবমালিকা নব কুসুমরূপ যৌবনে বিভূষিত, এবং এই সহকারও বহু ফল প্রদানে সমর্থ হওয়াতে বিলক্ষণ উপভোগযোগ্য হয়ে উঠেচে। (ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন)।

প্রিয়ং। (সহাস্যে) অনসূয়ে! জান, শকুন্তলা কি জন্যে বনতোষিণীকে এত আদর পূর্ব্বক অবলোকন করে?

অন। না বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। তা বল দেখি।

প্রিয়ং। "যেমন বনতোষিণী অনুরূপ পাদপের সঙ্গ লাভ করেচে, এম্‌নি আমিও অনুরূপ বর লাভ কর্‌বো"।

শকু। এ তোমার নিজেরই মনোগত অভিপ্রায়।

অন। সখি শকুন্তলে! তাত কণ্ব তোমার মত এই মাধবীলতাকেও স্বহস্তে সংবর্দ্ধিত করেচেন, তা তুমি কি একে ভুলে যাচ্চ।

শকু। তা হলে ত আমি আপনাকেও ভুলে যেতে পারি (লতার নিকটে গমন করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ংবদে! তোমাকে একটী প্রিয় সমাচার দিই।

প্রিয়ং। কি আমার প্রিয় সমাচার?

শকু। এই মাধবী লতা অকালে মূল অবধি মুকুলে পরিপূর্ণ হয়েচে। উভয়ে। (সত্বরে নিকটে গমন করিয়া) সখি! সত্য সত্যই?

শকু। সত্য কি না, দেখ্‌তে পাচ্চ না?

প্রিয়ং। (সহর্ষে নিরূপণ করিয়া) সখি! আমি, তোমার সমাচারের অনুরূপ একটী প্রিয় সমাচার প্রদান করি।

শকু। কি আমার সমাচারের অনুরূপ প্রিয় সমাচার?

প্রিয়ং। তোমার বিবাহের দিন অতি নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেচে।

শকু। এ তোমার আপনার মনের মত কথা। আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই নে।

প্রিয়ং। আমি ঠাট্টা কচ্চিনে। তাত কণ্বের মুখে শুনিছি, এই শুভ নিমিত্ত তোমারই কল্যাণসূচক।

অন। প্রিয়ংবদা! এই জন্যেই বুঝি শকুন্তলা মাধবীলতার ওপর এত সস্নেহে জল সেচন করে থাকে?

শকু। মাধবীলতা যখন আমার ভগ্নী হয়, তখন কেন না ওকে স্নেহের সহিত সেচন করব?

রাজা। বোধ হয়, শকুন্তলা কুলপতির সজাতীয় ক্ষেত্রে সম্ভূর্ত হন নাই। অথবা সন্দেহের আবশ্যক কি? যখন আমার এই নির্দ্দোষ অন্তঃকরণ ইঁহার প্রতি এরূপ অভিলাষী হয়ে উঠেচে, তখন নিশ্চয়ই এই শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়োপযুক্ত। কারণ কোন বস্তুতে সন্দেহ উপ-স্থিত হলে অন্তঃকরণ বৃত্তি যে দিকে প্রবণ হয়, তাই প্রকৃত বস্তু হয়ে থাকে। তথাপি বিশেষ রূপে এঁর অনুসন্ধানটা লওয়া আবশ্যক।

শকু। ওমা? এই ভ্রমরটা যে জলসেক বেগে নবমালিকাকে ছেড়ে আমার মুখে বস্‌তে আস্‌চে। (নাট্য দ্বারা ভ্রমর বাধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

রাজা। সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন পূর্ব্বক। আহা!—ইঁহার ভ্রমরকে নিবারণ করা পর্য্যন্তও কি রমণীয়! এই মধুকর যে যে দিকে গমন কচ্চে, শকুন্তলা সেই সেই দিকে ভ্রূভঙ্গি সহকারে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইচ্ছা বিরহেও ভয় বশতই যেন দৃষ্টিবিলাস শিক্ষা কচ্চেন। (কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যা-ন্বিতের ন্যায়) মধুকর! এই আকম্পিত শরীরা শকুন্তলার চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি বারংবার স্পর্শ কর্‌চো, বিজনালাপীর ন্যায় কর্ণের নিকটবর্ত্তী হয়ে মৃদু রব কর্‌চো এবং কর বিধূনন কালে রতিসর্ব্বস্ব অধর পান কর্‌চো। আমরা কেবল তত্ত্বানুসন্ধানেই হত হলেম, কিন্তু তুমি বিলক্ষণ আপন কার্য্য সাধন করে নিলে।—" আর এই শকুন্তলা চঞ্চল দৃষ্টি ইতস্তত নিক্ষেপ কর্‌চেন, রমণীয় পয়োধর ভার ভুগ্ন ত্রিবলী সম্পন্ন কটী বিবর্ত্তিত কর্‌চেন। পল্লবসদৃশ করাগ্র কম্পিত কর্‌চেন ও উঁহার অধরবিম্বশীৎকার জন্য বিভিন্ন হচ্চে। কেবলমাত্র এক ভ্রমর লঙ্ঘন ভয়ই শকুন্তলাকে বিনা বাদ্যে নর্ত্তকীর ন্যায় করে তুলেছে।

শকু। সখি! পরিত্রাণ কর এই দুষ্ট মধুকরের হস্ত হতে পরিত্রাণ কর।

উভয়ে। (হাস্য পূর্ব্বক) আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি? এ বিষয়ে রাজা দুষ্মন্তকেই স্মরণ কর, কারণ রাজারাই তপোবন রক্ষা করে থাকেন।

রাজা। আত্মপ্রকাশের ত এই উপযুক্ত সময়। ভয় নাই— অৰ্দ্ধোচ্চারণ করিয়া স্বগত) এরূপ বল্‌লে আমার রাজভাব কখনই গোপন থাকবে না।—ভাল, এই রূপই বলা যাক।

শকু। না এই দুর্ব্বিনীত ক্ষান্ত হলো না, তা অন্য দিকে গমন করি। (দু এক পা গিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক) কি! এখানেও আমার সঙ্গ ছাড়্‌লো না? সখি! আমার রক্ষা কর।

রাজা। (সত্বর নিকট আগমন পূর্ব্বক) আঃ—দুষ্টদমনকারী পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় ভূপাল সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি মুগ্ধ তপস্বি-কন্যাদিগের প্রতি অবিনয়াচরণ করে।

(সকলে রাজাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ সন্ত্রাস্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।)

অন। না মহাশয়! এমন কিছু বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। তবে একটা দুষ্ট মধুকর আমাদের প্রিয় সখীকে আকুলিত করেচে বলে উনি এরূপ কাতর হয়েচেন। (ইহা বলিয়া শকুন্তলাকে প্রদর্শন করিলেন)।

রাজা। (শকুন্তলার সম্মুখীন হইয়া) কেমন তপস্যার বৃদ্ধি হচ্চে ত!

(শকুন্তলা লজ্জাভরে অবনতমুখী হইয়া রহিলেন)।

অন। এক্ষণে অতিথি বিশেষ লাভ দ্বারা।

প্রিয়ং। মহাশয়ের কুশল ত! ওলো শকুন্তলে! কুটীরে গমন পূর্ব্বক ফল মিশ্রিত অর্ঘ আনয়ন কর। এতেই পাদোদক হতে পার্‌বে। (ইহা বলিয়া ঘট প্রদর্শন করিলেন)।

রাজা। তোমাদের মধুর বাক্যেই আমার আতিথ্য সম্পন্ন হয়েচে।

অন। মহাশয়! ছায়াদ্বারা অত্যন্তসুশীতল এই সপ্তপর্ণ বেদিকায় ক্ষণকাল উপবেশন করে শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা তোমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েচ, অতএব তোমরাও ক্ষণকাল এই স্থলে উপবেশন কর।

প্রিয়ং। (জনান্তিকে) ওলো শকুন্তলে ! অতিথির সেবা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব এস, সকলে উপবেশন করি।

(সকলের উপবেশন)।

শকু। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দর্শন করে কি নিমিত্ত আমার তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের অবির্ভাব হচ্চে !

রাজা। (সকলকে অবলোকন পূর্ব্বক) আহা ! ইঁহাদের আকার ও বয়স একরূপ হওয়াতে পরস্পর প্রীতি কি রমণীয়ই হয়ে উটেচে।

প্রিয়ং। (জনান্তিকে) হালা অনসূয়ে ! ইনি কে ? এঁর যেরূপ চতুর ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখ্‌চি ও এঁর যেরূপ মধুর আলাপ শুন্‌চি, তাতে এঁকে বিলক্ষণ প্রভাবশালীর মত বোধ হচ্চে।

অন। সখি ! আমারো এ বিষয়ে কৌতূহল আচে, তা এঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আপনকার মধুর আলাপে আমাদের বিশ্বাস জন্মেচে বলে জিজ্ঞাসা কচ্চি। আপনি কোন্ রাজার বংশের ভূষণ ? এক্ষণে আপনি কোন্ দেশের লোককে বিরহকাতর করে এসেচেন ? কি নিমিত্তই বা আপনকার এই সুকুমার শরীর তপোবনগমনের পরিশ্রমে নিযুক্ত করেচেন ?

শকু। মন ! উতলা হইও না। তুমি যা ভাবছিলে, এই অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা কচ্চে।

রাজা। (আত্মগত) এখন ত পরিচয় দেওয়া হয় না। কি করেই বা আত্মগোপন করি। ভাল, এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) আমি বেদবেত্তা, পুরুবংশীয় মহারাজ আমাকে ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত করেচেন, এক্ষণে আমি পবিত্র আশ্রম দেখ্‌বার জন্য এই ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিচি।

অন। আজ্ ধর্ম্মচারীরা সনাথ হলেন।

শকু। (শৃঙ্গার লজ্জার অভিনয় করিতে লাগিলেন)।

সখীদ্বয়। (রাজা ও শকুন্তলার আকার দেখিয়া জনান্তিকে) সখি শকুন্তলে! যদি আজ তাত কণ্ব এখানে থাক্‌তেন।

শকু। তা হলে কি হতো?

সখীদ্বয়। তা হলে তিনি জীবিতসর্ব্বস্ব দিয়েও এই অতিথিকে কৃতার্থ কর্ত্তেন।

শকু। (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া) দূর্ হ, তোরা কি একটা মনে করে বলচিস্। আমি তোদের কথা শুন্‌বো না।

রাজা। আমি তোমাদের সখীর বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ইচ্ছা করি।

সখীদ্বয়। আপনার এই অভ্যর্থনা দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ হচ্চে।

রাজা। ভগবান্ কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। অথচ তোমাদের এই সখী তাঁর কন্যা; এ কিরূপে সঙ্গত হয়?

অন। মহাশয়! শুনুন, কৌশিক গোত্রীয় কৌশিক নামে প্রসিদ্ধ এক জন মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন।

রাজা। হাঁ আছেন, শুনিচি।

অন। তাঁ হতেই সখীর জন্ম হয়। পরে তাত কণ্ব পরিত্যক্তা সদ্যঃ-প্রসূতা সখীকে কুড়ুয়ে এনে পালন করেন, সেই জন্যে তিনিও এঁর পিতা।

রাজা। পরিত্যক্ত শব্দ শুনে আমার কুতূহল হচ্চে, অতএব আমূল সমুদায় শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

অন। মহাশয়! শুনুন। পূর্ব্বে সেই রাজর্ষি উগ্র তপস্যা কর্ত্তে আরম্ভ করেন। পরে দেবতারা ভীত হয়ে তপস্যা ভঙ্গের নিমিত্ত মেনকা নামে অপ্সরাকে পাঠান।

রাজা। হাঁ অন্য লোকের তপস্যা দেখ্‌লে দেবতাদের ভয় পাওয়া ত আছেই। তার পর? তার পর?

অন। তার পর বসন্তকালের রমণীয় সময়ে কৌশিক তাঁর নিরুপম রূপলাবণ্য দেখে—(অর্দ্ধ মাত্র বলিয়া লজ্জিতের ন্যায় ভাব প্রকাশ করিলেন।)

রাজা। হাঁ। তার পর বুঝিছি, ইনি সেই অপ্সরার কন্যা।

অন। হাঁ।

রাজা। উপপন্ন হচ্চে। এরূপ অপরূপ রূপ কি কখন মনুষ্য হতে উৎপন্ন হতে পারে? চঞ্চল প্রভা কি কখন পৃথিবী হতে উদয় হয়?

শক। (লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।)

রাজা। (মনে মনে) আমার মনোরথ এখন স্থান পাচ্চে। কিন্তু ঁর সখী পরিহাস করে যে কথা বলেছিল, তাতেই কিঞ্চিৎ সন্দেহ যাচে।

প্রিয়ং। (ঈষৎ হাস্য করিয়া শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) আমার বোধ হচ্চে, যেন আপনি পুনর্ব্বার কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কচ্চেন।

শকু। (অঙ্গুলি দ্বারা সখীকে তর্জ্জন করিলেন।)

রাজা। তুমি ঠিক্ অনুমান করেচ। আমি সচ্চরিতশ্রবণলোভে আরো কিছু জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ইচ্ছা করি।

প্রিয়ং। তার জন্য ভাবচেন কেন? তপস্বিলোককে জিজ্ঞাসা কর-র কোন প্রতিবন্ধই নাই।

রাজা। এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, ইনি যে পর্য্যন্ত কোন রাজা র্তৃক পরিণীত না হবেন, সেই পর্য্যন্ত কি সম্ভোগবিরোধী বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করবেন? অথবা কোন ঋষি কর্ত্তৃক পরিণীত হয়ে চিরকাল হরিণীদিগের সহিত বাস কর্ব্বেন?

প্রিয়ং। মহাশয়! এই সখী ধর্ম্মাচরণেও পরবশ, পরন্তু পিতার সঙ্কল্প আচে যে, অনুরূপ বরে ইহাঁকে সম্প্রদান করা হয়।

রাজা। (আহ্লাদ পূর্ব্বক মনে মনে) বোধ হয় যে আমার প্রার্থনা বিফল হবে না। মন এখন আশা কর্ত্তে পার, এক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হয়েচে, যাকে অগ্নি ভেবে সন্দেহ করেছিলে, তা সুখস্পর্শ রত্ন।

শকু। (ক্রোধ পূর্ব্বক) অনসূয়ে! আমি যাই।

অন। কেন?

শকু। এই প্রিয়ংবদা অসম্বদ্ধ কথা বলচে, গোতমী পিশীর নিকটে বলে দিই। (এই বলিয়া উঠিলেন)।

অন্ন। সখি! অভ্যাগত অতিথির সমুচিত সৎকার না করে স্বেচ্ছানুসারে চলে যাওয়া আশ্রমবাসী ব্যক্তির উচিত নয়।

শকু। (উত্তর না দিয়াই চলিলেন)

রাজা। (স্বগত) কি ইনি চল্‌লেন! (ধরিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন পুনর্ব্বার স্থির হইয়া) আহা কামী ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঠিক শারীরিক চেষ্টার অনুরূপ।

প্রিয়ং। (শকুন্তলার সমীপবর্ত্তী হইয়া) হাঁলা চণ্ডি! যাও যে? তুমি এখন কোন মতে যেতে পাবে না।

শকু। (ফিরিয়া) কেন?

প্রিয়ং। আমার দু কলসী জল ধার, আগে তা দাও, পরে যেতে পাবে।

(এই বলিয়া বল পূর্ব্বক ফিরাইল)

রাজা। আমার বোধ হচ্চে, বৃক্ষে জলসেক করে ইনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েচেন, কারণ অংসদ্বয় স্রস্ত হয়ে পড়েচে। কলস তুলিয়া করতল সাতিশয় রক্ত বর্ণ হয়েচে। স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক নিঃশ্বাস দ্বারা এখনও স্তনমণ্ডল কম্পিত হচ্চে। মুখে ঘাম হয়ে তাতে কর্ণস্থিত শিরীষ কুসুম রুদ্ধ হয়েচে। কেশবন্ধন শিথিল হয়েছিল বলে এক হাতে জড়াইয়া রাখাতে কেশ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে রয়েচে। অতএব আমি এঁকে ঋণ হতে মুক্ত করি (এই বলিয়া অঙ্গুলীয় প্রদান করিলেন।)

সখীদ্বয়। (গ্রহণ পূর্ব্বক নামাক্ষর পাঠ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। আমাকে আর কিছু ভেবো না, রাজা ইহা দান করেচেন। আমাকে রাজপুরুষ বলেই জানবে।

প্রিয়ং। তবে এ অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিচ্যুত করা উচিত হয় না। আপনার কথাতেই ইনি এক্ষণে ঋণ হতে মুক্তা হলেন।

অন। (উপহাস করিয়া) হাঁলা শকুন্তলে! এই দয়ালু মহাশয় বা রাজর্ষি তোমাকে ত ঋণ হতে মুক্ত কল্লেন, তা এখন যাও।

শকু। (স্বগত)—যদি গমনে স্বাধীনতা থাকে।

প্রিয়ং। কি এখন যাচ্চো না যে?

শকু। এখন কি আমি তোমার অধীন? যখন আমার মন যাবে, তখন যাবো।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া মনে মনে) আমার মন যেমন এঁর উপরে পড়েচে, ইনিও কি আমার উপর সেই রূপ হয়ে থাকবেন? অথবা এক্ষণে আমার মনোবৃত্তি স্থান পাচ্চে, কারণ এই শকুন্তলা যদিও আমার কথায় কথা কচ্চেন না, তথাপি আমি যখন কথা কই তখন ইনি অবহিতা হয়ে কাণ পেতে সমুদায় শোনেন। ইনি যদিও আমার সম্মুখে থাকচেন না, তথাপি এঁর দৃষ্টি আমা ব্যতীত অন্য দিকে অধিক ক্ষণ সংলগ্ন হয়ে থাকচে না।

নেপথ্যে। অহে তপস্বিগণ! আপনারা তপোবন স্থিত প্রাণী রক্ষা করবার জন্য সসজ্জ হউন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়াবিহার করতে করতে এই স্থানে এসেচেন। এই দেখুন, বৃক্ষশাখায় যে সকল জলার্দ্র বল্কল রয়েচে, তাতে অরুণবর্ণ রেণু সকল অশ্ব খুরে আহত হয়ে শলভ সমূহের ন্যায় পড়্‌চে।

রাজা। (স্বগত) হা ধিক্, সেনাগণ আমার অন্বেষণের জন্য তপোবন রোধ কচ্চে!

পুনর্নেপথ্যে। অহে তপস্বিগণ! এই হস্তী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই আকুল করে আমাদের তপোবনে আসচে। এই হস্তী সম্মুখস্থ বৃক্ষে তীব্র আঘাত করাতে একটী দন্ত ভেঙ্গে শুঁড়িতে বিদ্ধ হয়ে রয়েচে। এর পায় কতক গুলি লতা জড়্‌য়ে যাওয়াতে সে গুলি ঠিক্ বন্ধন রজ্জুর ন্যায় বোধ হচ্চে। এই হাতী রথ দেখে ভয় পেয়ে আমাদের তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের ন্যায় এই ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ কচ্চে। হরিণগণ ঐ হস্তীকে দেখে চতুর্দ্দিকে পলাচ্চে।

(সকলে শুনিয়া সসম্ভ্রমে উঠিলেন।)

রাজা। (স্বগত) হা ধিক্! তপস্বিগণের নিকট অপরাধী হলেম! যা হোক ফিরে যাই।

সখীদ্বয়। মহাশয়! এই হস্তিভয়ে আমরা ব্যাকুল হইচি, তা অনুমতি করুন, কুটীরে যাই।

অন। (শকুন্তলার প্রতি) শকুন্তলে! আর্য্যা গোতমী ব্যাকুল হবেন, তা এস শীঘ্র একত্র হই।

শকু। (গতি রোধের ভাণ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, পায় ঝিঁজি ধরেচে, যেতে পারিনে!

রাজা। তোমরা আস্তে আস্তে যাও, যাতে আশ্রম পীড়া না হয় সে বিষয়ে আমি যত্ন কর্‌বো।

সখীদ্বয়। মহারাজ! আপনি কে এখন তা বুঝ্‌তে পেরেচি। আমরা যে মধ্যবিধ লোকের ন্যায় আপনার অতিথিসৎকার করে অপরাধিনী হইচি, তা ক্ষমা করুন। আমরা পুনর্ব্বার আপনার দর্শন পাই, একথা জানাতে লজ্জিত হচ্চি, কারণ আপনার উপযুক্ত আতিথ্য কর্ত্তে পাল্লেম না।

রাজা। না না, এমনও কথা? তোমাদের দর্শনেই আমার আতিথ্য হয়েচে।

শকু। সখি অনসূয়ে! আমার পায় নূতন কুশসূচী ফুটেচে, মর! আবার কুরুবক শাখায় বল্কল খান জড়ুয়ে গেল, একটু দাঁড়াও, আমি ছাড়ুয়ে নিই। (এই বলিয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে ছল পূর্ব্বক বিলম্ব করিয়া সখীদ্বয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সকলেই গেলেন! এক্ষণে আমিও যাই। শকুন্তলাকে দেখে আমার ত আর নগর গমনে মন নাই। এখন আমি অনুচরগণকে একত্র করে তপোবনের অনতিদূরে স্থাপন করি। এক্ষণে আমি শকুন্তলাদর্শন হতে আপনাকে নিবৃত্ত কর্ত্তে পাচ্চিনে, কারণ নীয়মান পতাকার বস্ত্র যেমন প্রতিকূল বায়ু দ্বারা পশ্চাৎ দিকেই যায়, তার ন্যায় আমার শরীর সম্মুখ দিকে যাচ্চে, চঞ্চল মন পশ্চাৎ দিকে ধাবমান হচ্চে।

[সকলের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিদুষকের প্রবেশ।

বিদু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা পোড়া অদৃষ্ট! এই মৃগয়া-শীল রাজার বয়স্যভাবেই সারা হলেম। একে গ্রীষ্মকাল, তার মধ্যাহ্ন সময়, এতেও আবার ঐ মৃগ ঐ বরাহ ঐ শার্দ্দূল এই করে করে এই সামান্য মাত্র ছায়াবিশিষ্ট বৃহৎ অরণ্য মধ্যে এ বন ও বন করে ঘুরে ব্যাড়াতে হচ্চে, পাতা পড়ে পড়ে গিরিনদীর জলগুলো কষা হয়ে গেছে, স্বাদের নামমাত্র নেই, সেই গরম ও কটু জল খেতে হচ্চে, আহারের মধ্যে প্রায়ই শূল্য মাংস। আবার রেতেও হাতী ঘোঁড়ার চীৎকারে ভাল ঘুম হবার যো নেই, তার ভোর না হতেই পক্ষিলুব্ধ এই দাসীপুত্র গুলোর বন গমন কোলাহলে কাণ ঝালাপালা হয়ে ওঠে, ঘুমও ভেঙে যায়। এত ত কষ্ট, তবুও যদি এই আবার একটা গণ্ডের উপর বিষ ফোঁড়া না জন্মাত, তা হলেও এত কষ্টকে কষ্ট বোধ কত্তেম না কারণ, আমারই কপাল ভাঙা, তাই একটু পেচিয়ে পড়িছি, আর মহারাজ মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে আশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলা নামে একটী তপস্বিকন্যাকে দেকেচেন। তাকে দেখা অবধি আর নগর গমনের নামটীও করেন না! এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চকের উপর যে রাৎটী কেটে যায়। নাঃ——যে পর্য্যন্ত না প্রিয় বয়স্যকে দারপরিগ্রহ কত্তে দ্যাখা যায়, সে পর্য্যন্ত আর উপায় নেই? (ভ্রমণ করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে প্রিয় বয়স্য বনফুলের মালা পরে মনে মনে প্রিয় ব্যক্তির চিন্তা কত্তে কত্তে শরাসনপাণ হয়ে এই দিকেই আস্‌চেন। ভাল অঙ্গবিকলের ন্যায় হয়েই থাকা যাক্, এতেও যদি বিশ্রাম লাভ কত্তে পারি (ইহা বলিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া রহিলেন)।

যথানির্দ্দিষ্ট রাজার প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) প্রেয়সী শকুন্তলা ত নিতান্ত দুর্ল্লভ, কিন্তু হৃদয় তার ভাব দর্শনে বিলক্ষণ আশ্বাসযুক্ত হচ্চে। মনসিজ সকল-কাম না হলেও উভয়ের আন্তরিক প্রার্থনাই অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত করে। (ঈষৎহাস্য করিয়া) প্রার্থীরা আপনার অভিলাষানুরূপ অভিলষিত ব্যক্তির মনোবৃত্তি নিশ্চয় করে এই রূপেই প্রতারিত হয়ে থাকে। তার কারণ এই যে, সেই শকুন্তলা অন্য দিকে নয়ন অর্পণ করেও যে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, নিতম্ব ভরে মন্দ মন্দ গমন করে যে বিলা-সিতার ন্যায় প্রকাশ করেছিল ও "যেতে পাবে না" এই কথা বলে সখীগণ উহার গমনে বাধা দিলেও যে অসূয়া সহকারে সখীগণকে তিরস্কার করেছিল, তৎসমুদায়ই আমি আমার নিমিত্ত বলে স্থির করে রেখেছি। কি আশ্চর্য্য! কামী ব্যক্তিরা সমুদায়ই আত্মপর বিবেচনা করে থাকে।

বিদূ। (সেই রূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া।) মহারাজ! হাত পা ত আর নাড়্‌বার শক্তি নেই। তবে কেবল বাক্যেই জয়যুক্ত করা যাক। আপনার জয় হোক্।

রাজা। (অবলোকন পূর্ব্বক সহাস্যে।) এরূপ বিকলাজ কোথা থেকে হলে?

বিদূ। কোথা থেকে হলে আবার কি? আপুনিই চকে আঙুল দে আবার আপুনিই জিজ্ঞাসা কচ্চেন চকে জল কেন?

রাজা। কিছুই ত বুঝ্‌তে পাল্লেম না, স্পষ্ট করে বল।

বিদূ। বেত গাছ যে কুব্জের ভাব অনুকরণ করে, সে কি আপনার প্রভাবে, না নদীবেগ প্রভাবে?

রাজা। সে খানে নদীবেগই তার কারণ।

বিদূ। তেমনি আপুনিও আমার।

রাজা। কেমন করে?

বিদূ। রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে এই নির্ম্মনুষ্য ভয়ঙ্কর বনে বনচর বৃত্তি অবলম্বন করে থাকা কি আপনার উচিত? এ'তে আর আমার

বল্‌বার কি আছে? আমি জেতে ব্রাহ্মণ, তায় প্রতিনিয়ত বন্‌পশুর পেছন পেছন গিয়ে আমার শরীর বিবশ হয়ে পড়েচে, তা ক্ষান্ত হউন, একটা দিনও বিশ্রাম করুন।

রাজা। (স্বগত।) এত এই কথা বল্‌চে, আমারও কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে স্মরণ করে মৃগয়ায় যেতে আর মন সর্‌চে না, তার কারণ এই যে, একত্র সহবাস নিবন্ধন যে মৃগেরা প্রিয়াকে সেই সুন্দর দৃষ্টিপাত শিক্ষা দেচে সেই মৃগদিগের উপর এই জ্যা, ও শরসংযোজিত ধনু আকর্ষণ কর্ত্তে আমার আর উৎসাহ হচ্চে না।

বিদূ। (রাজার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক) আপনি ত মনে মনে কি চিন্তা কর্ত্তে লাগ্‌লেন, আমার এ কেবল অরণ্যে রোদনই সার হলো।

রাজা। (সহাস্যে।) সুহৃদ্বাক্যে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়, তাই ভাবছিলাম যে, থাকাই যাক্‌।

বিদূ। তবে আপনি চিরজীবী হয়ে থাকুন। (ইহা বলিয়া গমনে উদ্যত হইলেন)।

রাজা। বয়স্য! থাম থাম আমার শেষ কথাটা শোন।

বিদূ। আজ্ঞা করুন।

রাজা। বিশ্রামের পর তোমাকে আমার একটী অনায়াসসাধ্য কর্ম্মে সহায় হতে হবে।

বিদূ। কি মোদক ভক্ষণে বুঝি?

রাজা। তা নয়, যা বল্‌ব।

বিদূ। আচ্ছা অপেক্ষা করে রইলেম।

রাজা। কে এখানে আছে হ্যাঁ?

দৌবারিক (প্রবেশ পূর্ব্বক)। আজ্ঞে করুন।

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিকে ডাক ত।

দৌবা। যে আজ্ঞে। (ইহা বলিয়া গমন পূর্ব্বক সেনাপতির সহিত পুনরায় প্রবেশ করিয়া) মহাশয়! আসুন, আসুন, প্রভু কি আজ্ঞা কর্ব্বেন বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে এই দিকেই চেয়ে রয়েচেন নিকটে যাউন।

সেনা। (রাজাকে দেখিয়া স্বগত)। কি আশ্চর্য্য! মৃগয়ার দোষগুলি সব প্রত্যক্ষ দ্যাখা যাচ্চে, তথাপি প্রভুর নিকটে কেবল গুণের ন্যায় হয়ে উঠেচে। কারণ, প্রভুর দেহ নিরন্তর ধনুর্গুণ আকর্ষণ করে বিলক্ষণ কঠিন হয়েচে, শরীরে রোদের তাপ সহ্য হচ্চে, ঘামের বিরাম নাই, সুদীর্ঘ বলেই বোঝা না যাক্, কিন্তু বিলক্ষণ কৃশ হয়ে পড়েচেন, এই সকল কারণে ঠিক যেন পাহাড়ে হাতীর মত অন্তরে বলবত্তা ধারণ কচ্চেন। (নিকটে গমন করিয়া) জয় হোক মহারাজ! প্রভো! যে বনে বন্য জন্তু সকল আচে ও মৃগেরা গমনাগমন কচ্চে, তার অনুসন্ধান হয়েচে, আর কি কত্তে হবে আদেশ করুন।

রাজা। ভদ্রসেন! মাধব্য মৃগয়ার নিন্দা করে আমাকে উৎসাহশূন্য করেচে।

সেনা। (জনান্তিকে) সখে মাধব্য! প্রতিজ্ঞা বজায় রেখ, আমি এখন প্রভুর মনোবৃত্তির অনুসরণ করি। (প্রকাশে) দেব! এ এই মূর্খের প্রলাপ বইত নয়, ভাল আপনাকেই মধ্যস্থ করে মানি, বিবেচনা করুন দেখি, লোকে মৃগয়াকে মিথ্যা ব্যসন মধ্যে গণনা করে থাকে, সে কথা কি সত্য? যাতে মেদ মাংসের হানি বর্শত উদর বিলক্ষণ কৃশ হয়ে থাকে, শরীর লঘু ও কার্য্যক্ষম হয়, জন্তুদিগের ভয় ক্রোধ জনিত চিত্তবিকার অনুভূত হয়ে থাকে, এবং যাতে ধনুর্দ্ধারীদিগের এটাও একটা শ্লাঘার বিষয় হয়ে থাকে যে, চঞ্চল লক্ষ্যেও শর সন্ধান কর্ত্তে পারে, অতএব তার সমান আমোদ আর কিসে আচে?

বিদূ (সক্রোধে) অরে উৎসাহ বর্দ্ধক! এখান হতে দূর হ, দূর হ, আমি মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করেচি, তুই ব্যাটা দাসীপুত্র বনে বনে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নরনাসিকা-লোলুপ কোন একটা বুড়ো ভালুকের মুখে পড়্‌বি পড়্‌বি।

রাজা। সেনাপতে! আমরা আশ্রমের নিকটে থাকাতে তোমার বাক্যের অনুমোদন কর্ত্তে পাল্লেম না। আজ মহিষেরা শৃঙ্গতাড়িত নিপান সলিলে অবগাহন করুক, মৃগগণ বৃক্ষছায়ায় দলবদ্ধ হয়ে রোমন্থ শিক্ষা করুক, বরাহগণ বিশ্বস্ত চিত্তে পল্‌ল

মধ্যে মুস্তা খনন করুক এবং আমারও শরাসন জ্যাবন্ধ-মুক্ত হয়ে বিশ্রাম লাভ করুক্।

সেনা। প্রভুর যাহা অভিরুচি।

রাজা। তবে অগ্রবর্ত্তী ধনুর্ধারী সেনাগণকে প্রতিনিবৃত্ত করাও, যেন উহারা তপোবনের পীড়া উৎপাদন না করে এবং তপোবনের দূর-দেশে থাকে। দেখ, সূর্য্যকান্ত মণি বিলক্ষণ স্পর্শক্ষম হলেও যেমন অন্য তেজের আক্রমণ জন্য দাহন পটু হয়ে থাকে, সেইরূপ তপোবন শান্তরসপূর্ণ হলেও উহাতে দহনক্ষম জ্যোতি গূঢ়ভাবে লীন আছে।

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

বিদূ। ওরে উৎসাহবর্দ্ধক! দূর হ দূর হ।

সেনাপতির প্রস্থান।

রাজা। (পরিজনবর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তোমরা মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করগে। রৈবতক! তুমিও আপনার কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর।

রৈব। যে আজ্ঞা দেব। (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিল)

বিদূ। এক্ষণে ত আপনি মাছিটীও থাকতে দিলেন না, তবে এই পাদপচ্ছায়ারূপ চন্দ্রাতপযুক্ত শিলাতলে উপবেশন করুন। আমিও সুখে উপবেশন করি।

রাজা। অগ্রে গমন কর।

বিদূ। আপনি আসুন। (উভয়ে ভ্রমণ করিয়া উপবেশন করিলেন)।

রাজা। সখে মাধব্য! দেখ্‌বার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, তা যখন তুমি দেখনি, তখন চক্ষুর ফলই পাও নি।

বিদূ। কেন, আপনি ত আমার সম্মুখে রয়েছেন?

রাজা। সকলে আত্মীয়কেই রমণীয় দেখে থাকে। কিন্তু আমি সেই আশ্রমের ভূষণস্বরূপা শকুন্তলার উদ্দেশেই বল্‌চি।

বিদূ। (স্বগত) ভাল, এঁর প্রশ্রয় বাড়াব না। (প্রকাশে) বয়স্য! যদি সে অপ্রার্থনীয় তপস্বিকন্যা, তখন তাকে দেখে ফল কি?

রাজা। মূর্খ! লোকেরা নির্নিমেষ নয়নে ঊর্দ্ধ মুখ হয়ে নবোদিত শশিকলাকে কি ভক্তিপ্রায়ে দেখে থাকে? তথাপি পরিত্যাজ্য বস্তুতে দুষ্যন্তের মন নিবিষ্ট হয় না।

বিদূ। আচ্ছা তবে বল।

রাজা। সেই শকুন্তলা সুরসুন্দরীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে সেই অপ্সরা উঁহাকে পরিত্যাগ করে গেলে, অর্কবৃক্ষের উপরে শিথিলভাবে নিক্ষিপ্ত নবমালিকা পুষ্পের ন্যায় মহর্ষি কণ্ব প্রাপ্ত হন সুতরাং শকুন্তলা কণ্বের অপবিদ্ধ কন্যা।

বিদূ। (সহাস্যে) যেমন কোন ব্যক্তি পিণ্ডী খেজুর খেয়ে উত্ত্যক্ত হলে পর তেতুঁল খেতে সাধ করে, তেম্‌নি আপনারও অন্তঃপুরস্ত্রীরত্ন ভোগ করে করে এক্ষণে এইরূপ প্রার্থনা হচ্চে।

রাজা। সখে! তুমি একে ভালরূপ জান না এই জন্য এই সকল কথা বল্‌চো।

বিদূ। যাতে আপনারও বিস্ময় জন্মেচে, সেত রমণীয়ই হবে সন্দেহ কি।

রাজা। অধিক আর কি বল্‌ব, বোধ হয়, বিধাতা সমুদায় রূপরাশি চিত্রে অর্পণ করে প্রাণদান করেচেন, অথবা মনের দ্বারাই নির্ম্মাণ করেচেন। সেই শকুন্তলার শরীরসৌষ্ঠব ও বিধাতার বিভুতার বিষয়ে চিন্তা করে তাকে অন্যবিধ স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি বলে আমার বোধ হয়।

বিদূ। যদি এমন হয়, তা হলে ত সেই শকুন্তলা সমুদায় রূপবতীর নিরাকরণ যোগ্য।

রাজা। আমার ত এইরূপই বোধ হয় যে, শকুন্তলার নির্ম্মল রূপ অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখচ্ছেদ বিরহিত নব পল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের ন্যায়, অনাস্বাদিত নূতন মধুর ন্যায় ও পুণ্য রাশির অখণ্ড ফলের ন্যায় অবস্থিত রয়েছে, এই ভুবণ্ডলে বিধাতা কাকে যে তার ভোক্তা কর্‌বেন, তা বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

বিদূ। তবে তুমি শীঘ্র শীঘ্র যাও, যেন সে কোন ইঙ্গুদী তেলে চক্‌চকে মাথা তপস্বির হাতে না পড়ে।

রাজা। সে পরাধীন, এবং তার গুরুজনও এখন উপস্থিত নাই।

বিদূ। আচ্ছা, তোমার উপরে তার মনের অনুরাগটা কেমন?

রাজা। বয়স্য! তপস্বিরা প্রায়ই অপ্রগল্ভ স্বভাব, তথাপি উভয়ের চকোচকী হবামাত্রই চোক ফিরিয়ে নেছিল, এবং অন্য কারণ উদ্ভাবন করে হেসেও ছিল, বিনয় জন্য কামব্যাপার নিবারণ করেছিল বলেই কাম ভাব প্রকাশও করে নাই, অপ্রকাশও রাখে নাই।

বিদূ। দ্যাখ্বামাত্রেই কি আপনার কোলে এসে উঠ্বে?

রাজা। আবার যখন সে সখীদের সঙ্গে গমন করে, তখন হাব ভাবের সহিত আমার প্রতি সাতিশয় মনোভাবও ব্যক্ত করেচে, তার কারণ এই যে সেই কৃশাঙ্গী দু চার পা গমন করেই কুশাঙ্কুরে পদতল ক্ষত হয়েচে বলে বিনাকারণে দাঁড়িয়ে ছিল ও আবার বৃক্ষশাখায় বল্কল লগ্ন না হলেও বল্কল ছাড়াবার ছলে আমার দিকে বার বার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে ছিল।

বিদূ। তবে পথের সম্বল বাঁধুন আর কি! দেখ্তে পাচ্চি, আপনি তপোবন উপবন করে তুল্লেন।

রাজা। কোন কোন তপস্বিরা আমায় জান্তে পেরেচেন অতএব একটা উপায় স্থির কর দেখি, কি ছলে আবার আশ্রমে প্রবেশ করা যায়?

বিদূ। কেন? অন্য ছলের আবশ্যক কি? বলুন গে যে আমি রাজা।

রাজা। তাতে কি হবে?

বিদূ। তপস্বিগণ আমাকে নীবারের ষষ্ঠ ভাগ রাজস্ব প্রদান করুন, এই কথা গে বল্বেন।

রাজা। মূর্খ! এই সকল তপস্বীরা আমাকে অন্যপ্রকার ভাগ প্রদান করে থাকেন। যে ভাগ রত্নরাশি হতেও সমধিক প্রশংসনীয়। দেখ, রাজাদের ইতর সাধারণ বর্ণ হতে কেবল বিনশ্বর ধনই উৎপন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু অরণ্যবাসী তপস্বিরা আমাদিগকে অক্ষয় তপস্যার ষষ্ঠ ভাগ প্রদান করে থাকেন।

নেপথ্যে। আমাদের মনোরথ সফল হলো।

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) অহে! ধীর অথচ প্রশান্ত স্বরদ্বারা অনুমান হচ্চে, তপস্বীরা আগমন করেচেন।

দৌবারিক। (প্রবেশ পূর্ব্বক) জয় হউক মহারাজ! দুজন ঋষিকুমার দ্বারে উপস্থিত হয়েচেন।

রাজা। শীঘ্র উঁহাদিগকে প্রবেশ করাও।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ! (ইহা বলিয়া বহির্গত হইয়া ঋষি-কুমারদিগের সহিত পুনরায় প্রবেশ পূর্ব্বক) আপনারা এই দিকে আসুন।

উভয়ে। (রাজাকে দেখিতে লাগিলেন)।

এক। ওঃ—এমন প্রদীপ্ত আকৃতিতেও কেমন বিশ্বসনীয়তা প্রকাশ পাচ্চে! অথবা ঋষিতুল্য রাজাতে এ ত উপযুক্তই হতে পারে। কারণ, এই নরপতি সর্ব্বভোগ্য আশ্রমে বাস কচ্চেন, প্রজাপালন হেতু প্রতি-দিন এঁর তপস্যা সঞ্চয় হচ্চে, কুশীলবমিথুনেরা যে এই জিতেন্দ্রিয় রাজার পবিত্র রাজর্ষি নাম গান করে তা সুরলোক পর্য্যন্ত গমন কচ্চে।

দ্বিতীয়। সখে গৌতম! ইনিই সেই দেবরাজের সখা দুষ্মন্ত?

প্রথম। হাঁ।

দ্বিতীয়। তবে ত এ বড় আশ্চর্য্য নয় যে ইনি একাকী সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেন, কারণ এঁর বাহুদ্বয় নগর দ্বারের অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ। দেবতারা দৈত্যগণের সহিত শত্রুতা করে যুদ্ধস্থলে কেবল এঁর শরাসনে ও দেবরাজের বজ্রে জয় সম্ভাবনা করে থাকেন।

উভয়ে। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) মহারাজ! জয় হোক।

রাজা। (আসন হইতে উঠিয়া) আপনাদের নমস্কার করি।

উভয়ে। আপনার মঙ্গল হোক। (এই বলিয়া ফল প্রদান করি-লেন।)

রাজা। (নমস্কারপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া) এক্ষণে ইচ্ছা করি আপ-নারা কিছু আজ্ঞা করেন।

উভয়ে। আশ্রমবাসীরা জানতে পেরেচেন যে আপনি এখানে আচেন, অতএব তাঁরা আপনার কাচে প্রার্থনা কচ্চেন।—

রাজা। কি আজ্ঞা কচ্চেন ?

উভয়ে। কুলপতি কণ আশ্রমে উপস্থিত না থাকাতে রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন কচ্চে, অতএব আপনি সারথির সহিত কতিপয় রাত্রি এই আশ্রমে বাস করে আমাদিগকে সনাথ করুন।

রাজা। অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ। (অপবার্য্য) এই এক্ষণে আপনার অনুকূল গলহস্ত হলো।

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) রৈবতক! আমার নাম করে সারথিকে বল, ধনুর্ব্বাণ ও রথ আনে।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

নিষ্ক্রান্ত।

তাপসদ্বয়। (হর্ষ পূর্ব্বক) আপনি পূর্ব্বপুরুষের অনুরূপ কর্ম্ম করে থাকেন, সুতরাং এ আপনার উপযুক্তই হয়েচে কারণ বিপন্ন ব্যক্তির অভয় দান রূপ ব্রতে পৌরবেরাই দীক্ষিত।

রাজা। আপনারা অগ্রসর হৌন, আমি এখনি যাচ্চি।

তাপসদ্বয়। জয় হৌক।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। মাধব্য! শকুন্তলাকে দেখ্‌তে তোমার কৌতূহল আচে ?

বিদূ। কৌতূহল আচে বটে, কিন্তু আগে কোন বাধাই ছিল না, এখন রাক্ষসের কথা শুনে বিলক্ষণ বাধা দেক্‌চি।

রাজা। ভয় কি ? ভাল তুমি আমার সম্মুখেই থাক্‌বে।

বিদূ। আচ্ছা, আমি রথের চক্ররক্ষক হলেম, যদি কেউ এসে বিঘ্ন না করে।

দৌবারিক। (প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হৌক। মহারাজের রথ প্রস্তুত হয়েচে, এক্ষণে বিজয় প্রস্থান কর্‌লেই হয়। আবার এখন নগর হতে দেবীদের আজ্ঞা বহন করে করভক এসেচে।

রাজা। (আদর পূর্ব্বক) কি ? জননীরা করভককে পাঠিয়েচেন ?

দৌবারিক। আজ্ঞে হাঁ।

রাজা। তবে শীঘ্র প্রবেশ করাও।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার করভকের সহিত প্রবেশ করিল)।

করভক। (সমীপবর্ত্তী হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হোক্। দেবীরা আজ্ঞা কচ্চেন,——

রাজা। কি আজ্ঞা কচ্চেন?

করভক। 'আগামী চতুর্থ দিবসে পুত্র পিণ্ডপালন নামে উপবাস কর্‌তে হবে। সেই দিন তোমাকে অবশ্য আমাদের নিকট থাক্‌তে হবে।'

রাজা। এ দিকে তপস্বিদিগের কার্য্য, ও দিকে গুরু আজ্ঞা, দুই টীই অনতিক্রমণীয়, অতএব এ বিষয়ে এখন কি করি?

বিদূ। ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকুন।

রাজা। বাস্তবিক ভারি চিন্তাকুল হয়েচি। উভয় কার্য্য ভিন্ন দেশে, এ জন্য আমার মন, শৈল দ্বারা প্রতিহত নদীস্রোতের ন্যায় কোন দিকেই যেতে পাচ্চে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) সখে মাধব্য! মাতৃগণ তোমাকেও পুত্রের ন্যায় ভেবে থাকেন, অতএব তুমি এখান হতে ফিরে যাও এবং আমি যে তপস্বিকার্য্যে ব্যাপৃত তা মাতৃগণের নিকট জানাবে ও তাঁদের নিকট থেকে পুত্রের যা কর্ত্তব্য তা কর্‌বে।

বিদূ। আচ্ছা যাই। কিন্তু মনে কর্‌বেন না যে আমি রাক্ষসকে ভয় করি।

রাজা। (একটু হাসিয়া) ওঃ তুমি মহাব্রাহ্মণ, তোমাতে কি এরকম কথা সম্ভব হয়?

বিদূ। তবে আমার ইচ্ছা যে আমি রাজানুজের ন্যায় সমারোহ পূর্ব্বক যাই।

রাজা। তপোবনের উপরোধ না হয় এজন্য সমুদায় অনুচরগণকেই তোমার সঙ্গে পাঠাব।

বিদূ। (অহঙ্কার পূর্ব্বক) তবে ত [illegible]

রাজা। কি আজ্ঞা কচ্চেন ?

উভয়ে। কুলপতি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকাতে রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন কচ্চে, অতএব আপনি সারথির সহিত কতিপয় রাত্রি এই আশ্রমে বাস করে আমাদিগকে সনাথ করুন।

রাজা। অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ। (অপবার্য্য) এই ক্ষণে আপনার অনুকূল গলহস্ত হলো।

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) রৈবতক ! আমার নাম করে সারথিকে বল, ধনুর্ব্বাণ ও রথ আনে।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

নিষ্ক্রান্ত।

তাপসদ্বয়। (হর্ষ পূর্ব্বক) আপনি পূর্ব্বপুরুষের অনুরূপ কর্ম্ম করে থাকেন, সুতরাং এ আপনার উপযুক্তই হয়েচে কারণ বিপন্ন ব্যক্তির অভয় দান রূপ ব্রতে পৌরবেরাই দীক্ষিত।

রাজা। আপনারা অগ্রসর হোন, আমি এখনি যাচ্চি।

তাপসদ্বয়। জয় হোক।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। মাধব্য ! শকুন্তলাকে দেখ্তে তোমার কৌতূহল আচে ?

বিদূ। কৌতূহল আচে বটে, কিন্তু আগে কোন বাধাই ছিল না, এখন রাক্ষসের কথা শুনে বিলক্ষণ বাধা দেক্‌চি।

রাজা। ভয় কি ? ভাল তুমি আমার সম্মুখেই থাক্‌বে।

বিদূ। আচ্ছা, আমি রথের চক্ররক্ষক হলেম, যদি কেউ এসে বিঘ্ন না করে।

দৌবারিক। (প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হোক। মহারাজের রথ প্রস্তুত হয়েচে, এক্ষনে বিজয় প্রস্থান কর্‌লেই হয়। আবার এখন নগর হতে দেবীদের আজ্ঞা বহন করে করভক এসেচে।

রাজা। (আদর পূর্ব্বক) কি ? জননীরা করভককে পাঠিয়েচেন ?

দৌবারিক। আজ্ঞে হাঁ।

রাজা। তবে শীঘ্র প্রবেশ করাও।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার করভকের সহিত প্রবেশ করিল)।

করভক। (সমীপবর্ত্তী হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হোক্। দেবীরা আজ্ঞা কচ্চেন,——

রাজা। কি আজ্ঞা কচ্চেন?

করভক। 'আগামী চতুর্থ দিবসে পুত্র পিণ্ডপালন নামে উপবাস কর্‌তে হবে। সেই দিন তোমাকে অবশ্য আমাদের নিকট থাক্‌তে হবে।'

রাজা। এ দিকে তপস্বিদিগের কার্য্য, ও দিকে গুরু আজ্ঞা, দুইটীই অনতিক্রমণীয়, অতএব এ বিষয়ে এখন কি করি?

বিদূ। ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকুন।

রাজা। বাস্তবিক ভারি চিন্তাকুল হয়েচি। উভয় কার্য্য ভিন্ন দেশে, এ জন্য আমার মন, শৈল দ্বারা প্রতিহত নদীস্রোতের ন্যায় কোন দিকেই যেতে পাচ্চে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) সখে মাধব্য! মাতৃগণ তোমাকেও পুত্রের ন্যায় ভেবে থাকেন, অতএব তুমি এখান হতে ফিরে যাও এবং আমি যে তপস্বিকার্য্যে ব্যাপৃত তা মাতৃগণের নিকট জানাবে ও তাঁদের নিকট থেকে পুত্রের যা কর্ত্তব্য তা কর্‌বে।

বিদূ। আচ্ছা যাই। কিন্তু মনে কর্‌বেন না যে আমি রাক্ষসকে ভয় করি।

রাজা। (একটু হাসিয়া) ওঃ তুমি মহাব্রাহ্মণ, তোমাতে কি এরকম কথা সম্ভব হয়?

বিদূ। তবে আমার ইচ্ছা যে আমি রাজানুজের ন্যায় সমারোহ পূর্ব্বক যাই।

রাজা। তপোবনের উপরোধ না হয় এজন্য সমুদায় অনুচরগণকেই তোমার সঙ্গে পাঠাব।

বিদূ। (অহঙ্কার পূর্ব্বক) তবে ত আমি আজ্ যুবরাজ হলেম!

রাজা। (স্বগত) এই ব্রাহ্মণবটু অত্যন্ত চপল, এ হয় ত আমার এই চেষ্টা অন্তঃপুরে বলে দিতে পারে। যা হোক এই রকম বলি। (বিদূ-ষকের হাত ধরিয়া প্রকাশে) বয়স্য ? ঋষিদের অনুরোধে আশ্রমে যাচ্চি নতুবা সত্য সত্যই ঋষিকন্যাতে আমার অভিলাষ নাই। দেখ ——— আমরাই বা কোথায়, মৃগশাবের সহিত পরিবর্দ্ধিত পরোক্ষমন্মথ মুনিকন্যারাই বা কোথায়! অতএব সখে? পরিহাস চ্ছলে যা বলেচি, তা সত্য বলে মনে করো না।

বিদূ। হাঁ্যা বটে।

রাজা। মাধব্য! তুমি এখন আপনার কায্ কর, আমি তপোবন রক্ষার্ত্ত সেই থানেই যাই।

সকলে নিষ্ক্রান্ত॥

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। (চিন্তা করিয়া বিস্ময় পূর্ব্বক) উঃ রাজা দুষ্মন্তের কি মহা-প্রভাব! তিনি সারথির সহিত আশ্রমে প্রবেশ করাতেই আমাদের সমুদায় যাগযজ্ঞ নিরুপদ্রব হয়েচে। তাঁর বাণ সন্ধান করা দূরে থাক, তিনি শরাসনের হুঙ্কারস্বরূপ জ্যাশব্দ দ্বারাই সমুদায় বিঘ্ন দূর করেন। এই কুশগুলি বেদিতে আস্তরণ করবার জন্য ঋত্বিক্‌গণকে দিই গে। (কিঞ্চিৎ গিয়া অবলোকন পূর্ব্বক নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ংবদে! এই উশীরানুলেপন মৃণাল ও নলিনীপত্র কার জন্য নে যাচ্চো? (আকাশে কর্ণ পাতিয়া উত্তর শুনিয়াই যেন) কি বলুচো? অত্যন্ত গ্রীষ্মে শকুন্তলার শরীর সাতিশয় অসুস্থ হয়েচে? তাই তার তাপ শান্তির জন্য? প্রিয়ংবদে! যত্নপূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা কর, সে শকুন্তলা ভগবান্ কণ্বের দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ। আমিও এক্ষণে এঁর জন্য যজ্ঞীয় শান্তিজল গৌ-তমীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।

প্রস্থান।

বিষ্কম্ভক।

মদনাবস্থায়ুক্ত রাজার প্রবেশ।

রাজা। (চিন্তাপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক হরণ কর্ব্বো, তার যো নেই, কারণ তপস্যার বল আমি বিলক্ষণ

জ্ঞাত আছি। শকুন্তলা যে স্বয়ং আমার নিকট আস্‌বে তারও সম্ভাবনা নেই কারণ সে পরবশ, তাও জানি, তথাপি নিম্ন স্থান হতে জল যেমন উপর দিকে ফেরে না সেই রূপ সেই শকুন্তলা হতে আমার অন্তঃকরণ কিছুতেই ফির্‌চে না! ভগবন্‌! মন্মথ! শুনিচি তোমার ফুলের বাণ, তবে তোমার এত তীক্ষ্ণতা কোথা থেকে হলো? (স্মরণ করিয়া) হাঁ বুঝ্‌লেম। সাগরেতে যেমন বাড়বানল জ্বলে তার ন্যায় অদ্যাপি তোমাতে হরকোপানল জ্বল্‌চে। যদি তা না হবে তা হলে তুমি পুড়ে ছাই হয়ে গিচ্‌লে তথাপি কেমন করে আমাদের প্রতি এমন উষ্ণ হও। আরো তুমি ও চন্দ্র, বিশ্বস্ত হলেও তোমরা দু জনে মিলে কামিজনের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে, বসে চো কারণ তোমার ফুলের বাণ, চন্দ্রের রশ্মি শীতল, এ দুইই আমাদের মত বিরহী লোকের বিপরীত হচ্চে। চন্দ্র শীতল কিরণ দ্বারা অগ্নি বৃষ্টি করেন, তুমিও ফুলের বাণ বজ্রের মত দৃঢ় কচ্চো! অথবা যদি কন্দর্প সেই চঞ্চলনয়না শকুন্তলাকেও আমার ন্যায় প্রহার করে তা হলেও আমি সন্তুষ্ট হই, আমাকে যে এত কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞানই করি নে। ভগবন্‌ কুসুমায়ুধ! আমি তোমাকে এত তিরস্কার কর্চ্চি তথাপি কি আমার প্রতি তোমার দয়া হয় না? অনঙ্গ! আমিই নিরন্তর শত শত সঙ্কল্প দ্বারা তোমাকে এত দূর বাড়য়েচি, এখন আকর্ণ সন্ধান করে আমার প্রতিই বাণ বর্ষণ করা কি তোমার উচিত? (বিষণ্ণভাবে ভ্রমণ পূর্ব্বক) তপস্বীরা নির্ব্বিঘ্ন হয়ে এক্ষণে আমাকে বিশ্রাম কর্ত্তে অনুমতি দেচেন। এখন কোথায় গে দুঃখিত আত্মার ক্লেশ শান্তি করি। প্রিয়াদর্শন ব্যতীত ত আর বিনোদনোপায় নাই, তা প্রিয়া কোথায় আচেন অন্বেষণ করি। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই অত্যন্ত তাপের সময় শকুন্তলা প্রায়ই সখীদিগের সঙ্গে লতাগৃহযুক্ত মালিনী নদী তীরে কালযাপন করেন। যা হোক্‌ সেইখানেই যাই। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক) বোধ হয় সেই সুন্দরী এই তরুণ তরুবীথি দিয়া এই মাত্র গেচেন, কারণ, যাবার সময় তিনি যে সকল পুষ্প চয়ন করেচেন তাদের বন্ধনকোষ এখনও সম্মীলিত হয় নি; আর যে সব নবপল্লব ছেদন করেচেন তাতেও দুগ্ধের

মত স্নিগ্ধ নূতন আটা পড়চে। (স্পর্শ অনুভব করিয়া) আহা ! বনের এই স্থানটি উত্তম বায়ু সঞ্চার থাকাতে কেমন রমণীয় ! সরোরুহ সং-সর্গে সুরভি ও মালিনীতরঙ্গের কণবাহী এই পবন অনঙ্গতপ্ত আমার অঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন কর্‌বার উপযুক্ত। (কিঞ্চিৎ ভ্রমণ পূর্ব্বক দৃষ্টি-পাত করিয়া) হাঁ বোধ হয় শকুন্তলা এই সন্নিহিত বেতসলতামণ্ডপে আছেন কারণ ইহার পাণ্ডু বর্ণ বালুকাময় দ্বারে নূতন পদচিহ্ন দেখা যাচ্চে। ঐ পদ চিহ্নের সম্মুখ দিক্ উন্নত এবং নিতম্ব ভরে পশ্চাৎ দিক্ নিম্ন হয়েচে। যা হৌক, গাচের আড়াল থেকে দেখি। (সেই রূপ করিয়া হর্ষপূর্ব্বক) আহা ! চোক্ জুড়ুলো। এই আমার মানসিক প্রিয়-তমা কুসুমাস্তরণযুক্ত শিলাতলে শয়ন করে আছেন, সখীরা সেবা কচ্চে। ভাল, এই লতার আড়াল থেকে এঁদের গোপনীয় কথাগুলি সব শুনি। (দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন।)

শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ।

সখীদ্বয়। (বাতাস করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক) সখি শকুন্তলে ? এই নলিনীপত্রের বাতাসে তোমার কিছু তৃপ্তি হচ্চে ত ?

শকু। (দুঃখিতান্তঃকরণে) প্রিয়সখীরা কি আমাকে বাতাস কচ্চো ?

সখীদ্বয়। (বিষণ্ণ অন্তঃকরণে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগি-লেন।)

রাজা। দেখ্‌চি এঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। (বিতর্ক পূর্ব্বক) এ কি গ্রীষ্মপ্রভাবে হয়েচে ? না আমার যা মনে আচে তাই হবে ? (মনের সহিত দেখিয়া) অথবা এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? স্তনেতে উশারানু-লেপন দেওয়া হয়েচে, মৃণালনির্ম্মিত এক গাছি মাত্র বলয় আচে, তাও শিথিল হয়ে পড়চে সুতরাং প্রিয়ার শরীর ক্লিষ্ট হলেও অতি-রমণীয় দেখাচ্চে। কন্দর্প ও গ্রীষ্ম এ উভয়ের সন্তাপ এক রূপ বটে কিন্তু গ্রীষ্ম প্রভাবে যুবতীরা যে এরূপ হয় এমন দেখা যায় নাই।

প্রিয়ং। (জনান্তিকে) সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধি শকুন্ত-লাকে উৎসুক দেখ্‌চি, তা কি অন্য কারণে এরূপ হয়েচে ?

অন। সখি! আমারও অন্তঃকরণে ঐ রকম আশঙ্কা হচ্চে। ভাল এঁকে জিজ্ঞাসাই করা যাক্ না? (প্রকাশে) সখি! তোমার শরীরে অত্যন্ত সন্তাপবৃদ্ধি দেক্‌চি, তা তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই।

রাজা। এ কথা বল্‌তে পারে কারণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল মৃণালনির্ম্মিত বলয় এঁর হাতে থেকে ম্লান ও শ্যামবর্ণ হয়েচে এবং এঁর দুঃসহ সন্তাপ প্রকাশ করে দিচ্চে।

শকু। (পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা শয্যা হইতে উঠিয়া) সখি! যা বল্‌তে চাও বল।

অন। সখি শকুন্তলে! আমরা কখন মদনগত বৃত্তান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নাই কিন্তু ইতিহাসে যেরূপ কামিজনের অবস্থা শুন্‌তে পাওয়া যায় তোমার ঠিক্ সেই রকম বোধ হচ্চে, তা বল কি জন্য তোমার এরূপ সন্তাপ হয়েচে। বিকারের কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে না জান্‌তে পাল্লে প্রতীকারের চেষ্টা কর্ত্তে পারা যায় না।

রাজা। আমি যা সন্দেহ কচ্চি অনসূয়াও তা বুঝ্‌তে পেরেচে।

শকু। আমার অত্যন্ত ক্লেশ হয়েচে। হঠাৎ বল্‌তে পাচ্চিনে।

প্রিয়। সখি শকুন্তলে! অনসূয়া ভাল কথা বল্‌চে, তুমি কেন আপনার কষ্ট গোপন কচ্চো? এ দিকে দিন দিন শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্চে, লাবণ্য কেবল তোমাকে ত্যাগ করে নাই।

রাজা। প্রিয়ংবদা ঠিক্ বলেচে। আহা! মুখপদ্ম ও কপোলদেশ ক্ষীণতর হয়েচে, বক্ষস্থলে স্তনদ্বয়ের আর তাদৃশ কাঠিন্য নাই, মধ্যদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েচে, অংসদ্বয় নত হয়েচে, শরীর পাণ্ডুবর্ণ দেখ্‌চি। যাতে পত্র শুষ্ক হয়ে যায় এরূপ বায়ুকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট মাধবীলতার ন্যায় এই শকুন্তলা মদন গ্লানি হেতু শোচনীয়া ও প্রিয়দর্শনা হয়েচেন।

শকু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তোমাদের কাছে বল্‌বো না ত আর কার কাছেই বা বল্‌বো? কিন্তু এখন আমি তোমাদের কেবল দুঃখের কারণ হবো।

সখীদ্বয়। সখি! এই জন্যেই পীড়াপীড়ি কচ্চি। দুঃখ যদি প্রণয়ি জনে বিভক্ত হয়,তা হলে তার বেদনা অসহ্য হয় না।

রাজা। সুখের সুখী দুখের দুখী, সখীরা জিজ্ঞাসা কর্চ্চে, এতে শকুন্তলা কখন আপন মনোদুঃখের কারণ গোপন কর্ত্তে পার্ব্বেন না। যদিও ইনি ভুয়োভুয়ঃ ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তথাপি এখন কি উত্তর দেন, তা শোন্‌বার জন্য ব্যগ্র ও কাতর হচ্চি।

শকু। যে অবধি সেই তপোবনরক্ষক রাজর্ষি আমার নয়নপথের পথিক হয়েচেন———(এই অর্দ্ধ কথা বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন)।

সখীদ্বয়। বল বল প্রিয়সখি!

শকু। সেই অবধি আমার অন্তঃকরণ তদ্গত হওয়াতে এরূপ অবস্থা হয়েচে।

সখীদ্বয়। ভাগ্যক্রমে অনুরূপ বরেতেই মন পড়েছে, অথবা মহানদী সাগর ছেড়ে কি কখন আর কোথাও গে থাকে?

রাজা। (আহ্লাদ পূর্ব্বক) যা শোন্‌বার তা শুন্‌লেম। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন দিন যেমন লোকের সন্তাপজনক ও সন্তাপনির্ব্বাপক হয়, সেইরূপ মদনই আমার সন্তাপ বৃদ্ধি করেচে, আবার মদনই আমার সন্তাপনির্ব্বাণ কর্‌চে।

শকু। তা যদি তোমাদের মত হয়, তা হলে এরূপ কর যেন সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া করেন, যদি না হয় ত, আমাকে মনে রেখো।

রাজা। এই কথায় সকল সংশয়ই দূর হলো। যা হোক্, মদনের কর্ম্মত এই, অতঃপর যা, তা যত্নসাধ্য। ইনি এরূপ অবস্থাতেও আমাকে সুখী কর্চ্চেন।

প্রিয়ং। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! এঁর মনোরথ অনেক দূর গে পড়েচে, ইনি এখন কালহরণ কর্ত্তে পার্চ্চেন না। যাঁর উপর এঁর মন পড়েচে, তিনি পুরুবংশের ভূষণস্বরূপ, অতএব এঁর ইচ্ছার পোষকতা করাই আমাদের উচিত।

অন। প্রিয়ংবদে! উপায় কি বল দেখি, যাতে করে শীঘ্র ও গোপনে সখীর মনোরথ পূর্ণ করা যায়?

প্রিয়ং। শীঘ্র হওয়া দুষ্কর নয়, কিন্তু গোপনে কি রূপে হবে, এইটীই ভাবনার বিষয়।

অন। কেন?

প্রিয়ং। সেই রাজর্ষিকেও শকুন্তলার উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করতে দেখেচি; তাতে বোধ হয়, এঁর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ মন আচে এবং যত দিন যাচ্চে, তত (বোধ হয় জাগরণ দ্বারা) তাঁহাকেও কৃশ হতে দেখ্‌চি।

রাজা। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইত! ঠিকই এই রকম হয়ে পড়িচি, কারণ রাত্রিতে অপাঙ্গদেশ হস্তের উপর ন্যস্ত থাকে, সুতরাং অন্তঃকরণের সন্তাপহেতু উষ্ণ নয়নজল অপাঙ্গদেশে পতিত হওয়াতে এই বলয়ের মণি বিবর্ণ হয়ে পড়েচে। এই বলয় জ্যাঘাতাঙ্কিত মণিবন্ধ হতে পুনঃ পুনঃ খুলে পড়্‌চে ও আমি পুনর্ব্বার যথাস্থানে উঠিয়ে দিচ্চি।

প্রিয়ং। (চিন্তা করিয়া) সখি! আমি বলি কি, এখন ইনি মদনলেখ্য প্রস্তুত করুন, আমি তা ফুলের ভিতর করে ঢেকে নে দেবতাসেবাচ্ছলে সেই রাজর্ষির হাতে দে আস্‌বো।

অন। সখি! এই সুন্দর বন্দোবস্ত আমার ত ভাল লাগ্‌চে, এখন শকুন্তলা কি বলেন?

শকু। প্রিয় সখীর কথা কি আর বিচার করে দেখ্‌তে হয়?

প্রিয়ং। তবে তুমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী ললিত পদাবলী-যুক্ত কোন একটী গীত রচনা কর।

শকু। আমি রচনা কর্‌চি, কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে।

রাজা। (হাস্য করিয়া) ভীরু! তুমি যা হতে অবজ্ঞার ভয় কর গো, এই সেই ব্যক্তি তোমার সঙ্গমের নিমিত্ত উৎসুক হয়ে দাঁড়ুয়ে আচে। যাচক ব্যক্তি লক্ষ্মীকে লাভ কর্ত্তে পারে না বটে; কিন্তু লক্ষ্মী

যার উপর কৃপা কর্ব্বেন মনে করেন, সে ব্যক্তিকে কি তিনি খুঁজে পান না? আরো করভোরু! তুমি প্রণয়ার্থিনী হয়ে যা হতে অশঙ্কনীয় অবজ্ঞা আশঙ্কা কর্‌চো, সেই ব্যক্তি তোমার সহিত প্রণয় প্রত্যাশায় এই উপস্থিত হয়েচে। কারণ রত্ন কখন কাকেও অন্বেষণ করে না, লোকে রত্নকেই অন্বেষণ করে থাকে।

সখীদ্বয়। অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! যাতে শরীরের নির্বৃতি হয়, এমন শারদীয় জ্যোৎস্নাকে কোন্ ব্যক্তি উত্তরীয় বসন দ্বারা আচ্ছাদন করে থাকে?

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আচ্ছা এখন গীত চিন্তায় মনোনিবেশ কর্‌লেম। (এই বলিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন)।

রাজা। এই সময় নির্নিমেষ চক্ষু দ্বারা প্রিয়াকে মনের সাধে দেখি। আহা! প্রিয়া গীত রচনা কর্চ্চেন, চিন্তা হেতু ভ্রূলতা উন্নত হয়েচে। কপোলদেশে লোমাঞ্চ হওয়াতে আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ হচ্চে।

শকু। সখি! আমি একটা গীত রচনা করেছি, কিন্তু লেখ্‌বার সামগ্রীত কিছু নিকটে নেই?

প্রিয়ং। কেন? শুকোদরের ন্যায় কোমল এই নলিনীপত্রে নখ দিয়া অক্ষর বিন্যাস কর।

শকু। (সেইরূপ করিয়া) সখি! শোন দিকি, অর্থ সঙ্গত হলো কি না?

সখীদ্বয়। বল, মনোযোগ কল্লেম।

শকু। (পাঠ করিতে লাগিলেন)——

নিষ্কৃপ! তবাধীন হৃদয় এখন।
দিবানিশি নিরন্তর দহিছে মদন॥
তোমার হৃদয় আমি জানি না কেমন।
তবাধীনী দাসী আমি, এই নিবেদন॥

রাজা। সম্মুখে উপস্থিত হবার এই সময়।

[সহসা সমীপবর্ত্তী হইয়া]

সুতনু ! তোমাকে তাপ দিতেছে মদন ।
আমাকে সে ভস্মসাৎ করিছে এখন ॥
দিবসেতে শশধর যত ম্লান হয় ।
সে রূপ কি হয়ে থাকে কুমুদ্বতীচয় ? ॥

সখীদ্বয় । (দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক উঠিয়া) আসুন আসুন, আপনি মনোরথের অবিলম্বিত ফল স্বরূপ । কুশল ত ? ।

শকু । (অভ্যর্থনার্থ উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন) ।

রাজা । না না, আয়াসে আবশ্যক নাই । তোমার গাত্রে শয্যার ফুলগুলি লীন হয়ে গেচে, মৃণালনির্ম্মিত বলয় মর্দ্দিত হয়েচে । তোমার এ শরীর সাতিশয় সন্তাপযুক্ত, সুতরাং ইহা কাহারো অভ্যর্থনা করবার উপযুক্ত নয় ।

শকু । (লজ্জার সহিত আত্মগত) হৃদয় ! তখন সেরূপ উন্মত্ত হয়েছিলে, এখন কিছু কর্চ্চো না যে ?

অন । মহাশয় ! অনুগ্রহ করে এই শিলাতলের এক পার্শ্বে উপবেশন করুন ।

রাজা । (উপবেশন করিয়া) শরীরসন্তাপে তোমাদের সখীর ত তাদৃশ অধিক কষ্ট হচ্চে না ?

প্রিয়ং । (হাসিয়া) এখন ঔষধ পাওয়া গেচে, উপশম হবে বৈ কি ।

শকুন্তলা (লজ্জিতা হইয়া থাকিলেন ।)

প্রিয়ং । মহাশয় ! আপনাদের উভয়ের পরস্পরানুরাগ প্রত্যক্ষ করেচি, তথাপি সখীস্নেহই এখন আমাকে জোর করে বলাচ্চে ।

রাজা । সখি ! বল্‌বে না ত কি ? কারণ যে কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয় তা না বল্লে মনে মনে ভারি কষ্ট হয়ে থাকে ।

প্রিয়ং । তবে মহাশয় শুনুন ।

রাজা । মন্ দিয়ে শুন্‌চি, বল ।

প্রিয়ং । রাজ্যের মধ্যে কারো ক্লেশ হলে রাজাকে সেই ক্লেশ দূর কর্ত্তে হয়, কেমন এই ত আপনাদের ধর্ম্ম ?

রাজা। এখন আমাকে কি কর্ত্তে হবে, তা বল।

প্রিয়ং। তা ভগবান্ মীনকেতন আপনাকেই উদ্দেশ করে আমাদের এই প্রিয়সখীকে এরূপ অবস্থায় ফেলেচে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করে এঁর জীবন রক্ষা করুন।

রাজা। সখি! আমাদের পরস্পর অনুরাগ উভয়েরই সমান দেখ্‌চি, সুতরাং এতে আমি অনুগৃহীত হলেম।

শকু। (প্রিয়ংবদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! রাজা অন্তঃপুরচারী রমণীগণের জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন, অতএব এঁকে বৃথা কেন উপরোধ কর্চ্চো?

রাজা। সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা রয়েচো, আমার হৃদয় অনন্যপরায়ণ, অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। চঞ্চলনয়নে! এ অবস্থার যদি তুমি বিপরীত ভাব, তা হলে একে আমি মদনবাণে মারা যাচ্চি,——আবার এতেও মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়।

অন। শুন্‌তে পাওয়া যায়, রাজাদের অনেক প্রেয়সী থাকে, তা যাতে আমাদের এই প্রিয়সখীর নিমিত্ত বন্ধুবান্ধবেরা শোক না করেন, তা কর্‌বেন।

রাজা। সখি! অধিক আর বল্‌বো কি? আমার যদিও বহু স্ত্রী থাকে, তথাপি সমুদ্ররসনা পৃথিবী ও এই তোমাদের সখী, এই উভয়ে আমার বংশের গৌরব স্বরূপ জান্‌বে।

সখীদ্বয়। সুখী হলেম।

শকুন্তলা। (হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

প্রিয়ং। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! দেখ দেখ, গ্রীষ্মকালের অবসানে মেঘের বাতাস্ গায় লাগ্‌লে যেমন ময়ূরী ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট হয়, আমাদের প্রিয়সখীও ঠিক্ সেই রকম হয়েচে।

শকু। সখি! ইতি পূর্ব্বে আমরা আড়ালে যে কিছু মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে কথা কয়েছি, তজ্জন্য লোকপালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সখীদ্বয়। (হাসিয়া) যে অমর্য্যাদার কথা করেচে, সেই গো ক্ষমা প্রার্থনা করুক্, আমাদের কি ক্ষতি?

শকু। মহারাজ ! এইটা আমাদের ক্ষমা কর্ত্তে হবে, আড়ালে কে না কি বলে।

রাজা। (একটু হাসিয়া) রম্ভোরু ! তুমি যদি আমাকে আপনার লোক বলে তোমার এই অঙ্গদ্বারা বিমর্দ্দিত শ্রান্তিনাশক এই কুসুম-শয্যার এক পার্শ্বে একটু স্থান দেও, তা হলে তোমার এই অপরাধ সহ্য কর্ত্তে পারি, নতুবা পারি নে।

প্রিয়ং। মহাশয় কি এতেই সন্তুষ্ট হবেন ? আর কিছু চান্ না ?

শকু। (কুপিতার ন্যায় হইয়া) আ মলো দুষ্ট ছুঁড়ি ! থাম। আমার এই অবস্থা, এখন আমার সঙ্গে বুজি তোমার পরিহাসের সময় ?

অন। (বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) প্রিয়ংবদে ! ঐ দেখ, ঐ মৃগশাবকটী যাচ্চে আর এ দিক্ ওদিক্ চাচ্চে, বোধ হয় ও মা-হারা হয়ে থাক্‌বে তাই খুঁজ্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্চে না, তা ভাই ! ওকে ওর মার সঙ্গে মিল্‌য়ে দে আসি।

প্রিয়ং। ও মৃগশাবকটী বড় চঞ্চল, তুমি একা ধর্ত্তে পার্‌বে না, তা চল আমিও তোমার সাহায্য কর্‌চি।

(এই বলিয়া সখীদ্বয়ের প্রস্থান।)

শকু। সখি ! এখানে আমার কেউ সহায় নেই, তোমরা আমাকে ফেলে যেও না।

সখীদ্বয়। (হাসিয়া) পৃথিবীনাথ যার সম্মুখে রয়েচেন সে আবার অসহায় ?

(সখীদ্বয় নিষ্ক্রান্ত হইল।)

শকু। কি ? সত্য সত্যই প্রিয়সখীরা গেলেন ?

রাজা। সুন্দরি ! উদ্বিগ্ন হবার আবশ্যক নাই, এই আমি তোমার সেবক, সখীর কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি, এখন কি কর্ত্তে হবে বল। সুন্দরি ! এখন কি আমি শ্রান্তিহর শীতল পদ্মপত্রের পাখা দিয়া শীতল বাতাস কর্‌ব ? অথবা যাতে তুমি সুখিনী হও এরূপ করে তোমার পাদপদ্ম দুখানি কোলে তুলে টিপে দেব ?

শকু (না না, আমি মাননীয় ব্যক্তির নিকট আত্মাকে অপরাধী কর্‌তে চাই না।

(এই বলিয়া অবস্থানুরূপ উঠিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন)।

রাজা। (পথ আগলাইয়া) সুন্দরি ! এখন অত্যন্ত রৌদ্রের সময়, আর তোমার এই শরীরাবস্থা, আবার পদ্মপত্রে তোমার স্তনাবরণ প্রস্তুত করা হয়েচে, তোমার অঙ্গও সাতিশয় কোমল অতএব তোমার গমনে সর্ব্বতোভাবে বাধা দেখ্‌চি, তুমি কি রূপে কুসুমশয্যা ত্যাগ করে এ রৌদ্রে যাবে ? (এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন)।

শকু। করেন কি ? করেন কি ? ছেড়ে দিউন, ছেড়ে দিউন, আমি স্বাধীন নই ; অথবা আমার সখীরা যা করে, আমি এতে কিছু কর্‌তে পারি নে।

রাজা। ভারি লজ্জা দিলে।

শকু। আমি আপনাকে বলচি নে, অদৃষ্টকেই তিরস্কার কর্‌চি।

রাজা। তোমার অদৃষ্টত প্রতিকূল নয়, তা কেন তিরস্কার কর্‌চো ?

শকু। কেন না তিরস্কার কর্‌বো ? অদৃষ্ট আমাকে স্বাধীন করে নি, অথচ পরগুণে আমাকে লোভী করেচে।

রাজা। (স্বগত) কুমারীরা কালক্ষেপ করে মনসিজ দ্বারা আপনারাই যে কেবল ক্লেশ পায় এমন নয় পরন্তু তারা মনসিজকেও বিলক্ষণ বাধা দে থাকে কারণ মনে মনে বিলক্ষণ উৎসুক্য থাক্‌তেও প্রিয় জনের প্রার্থনাতে প্রতিকূলাচরণ করে থাকে, আলিঙ্গনের সুখে অভিলাষিণী হয়েও অঙ্গদানে কাতর হয়।

শকু। (গমন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। (স্বগত) আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে ক্যান ছাড়ি (নিকটে গিয়া অঞ্চল ধরিলেন)।

শকু। পৌরব ! অবিনয়াচরণ কর্‌বেন না, অবিনয়াচরণ কর্‌বেন না ; চার্ দিকে ঋষিরা বেড়াচ্চেন।

রাজা। সুন্দরি ! গুরুজনের ভয় কর্‌বার আবশ্যক নেই। ভগবান্ কুলপতি কণ্ব তোমার স্বভাব জানেন, তিনি এ বিষয়ে দোষ দিবেন না

কারণ শোনা যায়, অনেকানেক ঋষিকন্যা গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা মনোনীত পতিকে বরণ করেচেন, পরে তাঁদের পিতা তা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে অনু-মোদন করেচেন। (চারি দিক্ অবলোকন করিয়া) একি? এ যে বাহিরে এসে পড়িচি। (শকুন্তলাকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া পূর্ব্বস্থানে গমন করিলেন)।

শকু। (দু চারি পা গিয়া ফিরিয়া অঙ্গভঙ্গের সহিত) পৌরব! মনোরথ পূর্ণ হলো না বটে কিন্তু সম্ভাষণ মাত্র পরিচিত এ অধিনীকে ভুলিবেন না।

রাজা। সুন্দরি! দিবাবসানে বৃক্ষের ছায়া যেমন দূরে গেলেও গোড়া ছাড়িয়া যায় না তেমনি তুমি দূরে যাচ্চো বটে কিন্তু আমার হৃদয়ছাড়া হচ্চো না।

শকু। (আস্তে আস্তে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) হায় হায়! এমন কথা শুনে আমার পা আর অগ্রসর হচ্চে না। যা হোক, এই পার্শ্বস্থ কুরুবকের আড়ালে থেকে দেখি, ইনি কি করেন। (এই বলিয়া সেই রূপে থাকিলেন)।

রাজা। প্রিয়ে! একমাত্র তোমার প্রতি আমার এত অনুরাগ, তথাপি তুমি আমাকে ছেড়ে কিরূপে গেলে? একটু অনুরোধ রক্ষাও কল্লে না? তোমার শরীর সদয়ে উপভোগ করবার যোগ্য ও কোমল তথাপি শিরীষ পুষ্পের বোঁটা যেমন কঠিন হয় সেই রূপ তোমারও অন্তঃকরণ কঠিন কেন হলো?

শকু। একথা শুনে আমার আর যাবার ক্ষমতা নেই।

রাজা। এক্ষণে প্রিয়াশূন্য এই লতামণ্ডপে থেকেই বা কি কর্‌বো? (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! এই আমার গমনের ব্যাঘাত হয়েচে। এই মৃণালবলয় শকুন্তলার হাত থেকে খুলে গেচে, এতে তাঁর গায় লিপ্ত উশীরের পরিমল গন্ধ পাওয়া যাচ্চে। আহা! আমার হৃদয়ের বেড়ির ন্যায় এই মৃণালবলয় এখানে পড়ে রয়েচে। (এই বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন)।

শকু। (হস্ত দেখিয়া) ওঃ, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিথিল হয়ে ঐ মৃণাল-বলয় পড়ে গেচে, জান্‌তে পারি নি।

রাজা। (মৃণালবলয় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া) আহা! কি সুখস্পর্শ! প্রিয়ে! তোমার এই লীলাভরণ তোমার সুকোমল হাত ছেড়ে এখানে পড়ে রয়েচে। এই মৃণাল বলয় অচেতন হয়েও এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাস দিচ্চে, কিন্তু তোমার কাচে আশ্বাস পেলেম না।

শকু। অতঃপর আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না। যা হোক্, এই ছলেই দেখা দিই।

(সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।)

রাজা। (দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক) আহা! এই যে আমার জীবিতেশ্বরী এসেচেন! চাতক পক্ষী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে একটু জল চেয়েচে! অমনি নূতন মেঘ উঠে তার মুখে জল ধারা নিক্ষেপ কল্লে!

শকু। (রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহাশয়! অর্দ্ধ পথে গে আমার মনে পড়্‌লো যে, হাত থেকে মৃণালবলয় পড়ে গেচে, সেই জন্যে ফিরে এলেম। আমার অন্তঃকরণ বলে দিচ্চে যে, ঐ মৃণালবলয় আপনি বেচেন, তা দিন, তা নইলে এ মুনিগণের নিকট সব প্রকাশ করবে।

রাজা। একটি স্বীকার কর যদি ত দিতে পারি।

শকু। কি স্বীকার?

রাজা। এই বালা আমি যথাস্থানে পর্‌য়ে দেবো।

শকু। কি করি, আচ্ছা দিউন্। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন।)

রাজা। এস, এই শিলাতলের এক পাশে বসি।

(উভয়ে ভ্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।)

রাজা। (শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিয়া) আহা কি সুখ স্পর্শ! অনঙ্গরূপ বৃক্ষ হরকোপানলে ভস্ম হয়েছিল, পরে দেবতারা অমৃত বর্ষণ করাতে এই হস্ত কি তার অঙ্কুর স্বরূপ উৎপন্ন হয়েচে!

শকু। (স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়াই যেন) নাথ! শীগ্‌গির শীগ্‌গির।

রাজা। (হর্ষ পূর্ব্বক আত্মগত) এখন বিশ্বাস হলো, কুলকামিনীরা স্বামীকেই নাথ বলে সম্বোধন করে থাকে। (প্রকাশে) সুন্দরি! এই

মৃণালবলয়ের সন্ধিস্থান দৃঢ় হয় নি, যদি তোমার মত হয় ত উত্তম করে প্রস্তুত করে দিই।

শকু। (হাসিয়া) আপনার ইচ্ছা।

রাজা। (ছলপূর্ব্বক বিলম্ব করিয়া মৃণালবলয় পরাইয়া দিয়া, সুন্দরি! দেখ, শুক্লপক্ষের নূতন নিশাকর, শোভার নিমিত্তই যেন আকাশ ত্যাগ করে মৃণালরূপে তোমার মনোহর হস্তের উভয় দিক্ আশ্রয় করেচে।

শকু। আমি ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে, বাতাস দ্বারা কর্ণোৎপল কম্পিত হওয়াতে আমার চোকে তার রেণু পড়েচে।

রাজা। (হাসিয়া) যদি অনুমতি কর, তা হলে আমি ফু দে তোমার চোক্ পরিষ্কার করে দিই।

শকু। তা হলে আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করা হয় বটে কিন্তু আপনাকে ততদূর বিশ্বাস হয় না।

রাজা। না না, এমন কথা বলো না, নূতন ভৃত্য কি কখন প্রভুর আজ্ঞার অতিরিক্ত কিছু কর্ত্তে পারে?

শকু। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

রাজা। (স্বগত) আমি এমন রমণীয় সময়ে আপনার কাজ ভুল্‌বো না।

(মুখ উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।)

শকু। (একটু নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।)

রাজা। আয়তলোচনে! আমা হতে অবিনয় আশঙ্কা কিছু করো না।

শকু। কিঞ্চিৎ দর্শন করিয়া লজ্জাবনম্র মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাজা। (অঙ্গুলি দ্বারা শকুন্তলার বদন উন্নত করিয়া স্বগত) আহা! প্রিয়ার এই অধরবিম্ব অদ্যাপি অনুচ্ছিষ্ট থাকাতে কি কোমলই রয়েছে, আমারও ইহা পান কর্ত্তে বিলক্ষণ ইচ্ছা হয়েছে বলেই বুঝি কম্পিত হয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কচ্চে।

শকু। আর্য্যপুত্রকে যেন কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় দেখ্‌চি।

রাজা। তোমার চোকের কাছে এই কর্ণোৎপলটী থাকাতে আমি ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে, (নয়নে ফুৎকার প্রদান)

শকু। হয়েছে, এতক্ষণের পর আমার চক্ষুটী প্রকৃতিস্থ হলো। কিন্তু আমি আর্য্যপুত্রের নিকট বড় লজ্জিত হচ্চি যে, আপ্‌নি আমার যেরূপ উপকার কল্লেন, আমি তার প্রত্যুপকার কত্তে পাল্লেম না।

রাজা। সুন্দরি! আর কি করে উপকার কর্ব্বে? তোমার যে সুগন্ধ বদন আঘ্রাণ কল্লেম, ইহাই আমার পরম লাভ। দেখ মধুকর কমলের সৌগন্ধ আঘ্রাণ করেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

শকু। (সহাস্যে) অসন্তুষ্ট হলেই বা কি কর্ত্তে পারে?

রাজা। এই রূপ করে। (চুম্বনোদ্যত হইলেন।)

শকু। বদন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

নেপথ্যে। চক্রবাকবধু! রাত্রি উপস্থিত, সহচর চক্রবাকের নিকট বিদায় লও।

শকু। (শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে) বোধ হয়, আর্য্যা গোতমী আমার সংবাদ লইবার জন্য এই দিকে আস্‌চেন, সন্দেহ নাই। আপনি ‍ক্ষণে এই গাছের আড়ালে গে দাঁড়ান।

রাজা। আচ্ছা।

(বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।)

পাত্রহস্তে গোতমীর প্রবেশ।

গোত। বৎসে! তোমার অমঙ্গল সংবাদ শুনে এই শান্তির জল নিয়ে এসেছি। (অবলোকন পূর্ব্বক শকুন্তলাকে তুলিয়া) এখানে কি কেবল দেবতাসহায়িনী হয়ে রয়েছ?

শকু। না, এই মাত্র অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা মালিনীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোত। (শকুন্তলার গাত্রে শান্তির জল প্রক্ষেপ করিয়া) বাছা

নির্ব্বিঘ্নে চির কাল বেঁচে থাক। (গায়ে হাত বুলাইয়া)কেমন এখন সন্তাপটা কি কতক কমেছে ?

শকু। হ্যাঁ অনেক বিশেষ হয়েছে।

গোত। তবে বেলা অবসান হয়ে এসেছে। চল কুটীরে যাই (

শকু। (কিঞ্চিৎ উঠিয়া স্বগত) হৃদয়! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হবার এমন উপায় পেয়েও যেমন বৃথা সময় নষ্ট করেছিলে, তেমনি এখন তার দুঃখ ভোগ কর।(কিঞ্চিৎ গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকাশে) তাপনাশক লতাগৃহ! তোমার নিকট এখন বিদায় লইলাম. কিন্তু পুনরায় যেন তোমাকে পরিভোগ করিতে পাই।

(গোতমী ও শকুন্তলার প্রস্থান।

রাজা। (পূর্ব্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রার্থনা সিদ্ধি বিষয়ে পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। আমি সেই পক্ষ্মলাক্ষীর বদনকমল অতি কষ্টে উন্নত করবামাত্রই প্রিয়া বারংবার অঙ্গুলি দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢাক্‌লেন, নিষেধ বাক্য দ্বারা বদনকে অবনত করাতে এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। লজ্জাতে মুখ স্কন্ধদেশে নিয়ে গেলেন, তথাপি আমি মুখ উন্নমিত কর্‌লাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমন সুযোগেও চুম্বন করতে পার্‌লাম না!! যা হৌক, এক্ষণে কোথায় যাই? অথবা এই প্রিয়া পরিভুক্ত লতামণ্ডপে ক্ষণকাল অবস্থান করি। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) আহা! এই সেই শিলাতে তাঁর দেহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট পুষ্পশয্যা নিক্ষিপ্ত রয়েচে। এই সেই পদ্মপত্রে তাঁর নখলিখিত মনোহর মন্মথলেখ পড়ে রয়েচে। এই সেই তাঁর হস্তবিগলিত মৃণালবলয়। এক্ষণে যদিও প্রিয়া এখানে নাই, তথাপি এসব দেখে আর এই বেতস গৃহ হতে অন্যত্র যেতে পা সরচে না! (চিন্তা করিয়া) হায়! তখন প্রিয়াকে পেয়ে বৃথা সময় নষ্ট করে কি কুকার্যই করিচি! কিন্তু এক্ষণে যদি প্রিয়াকে আর কখন নিকটে পাই তা হলে আর কখনই বৃথা সময় নষ্ট কর্‌বো না; কারণ অভিলষিত বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কি আশ্চর্য্য! আমার এই মূঢ়হৃদয় এখন

বিস্মিত হয়েই ক্লেশ বোধ কর্‌চে, কিন্তু প্রিয়ার সম্মুখে কেন এরূপ কাতর হয় নাই !

নেপথ্যে। মহারাজ! সায়ংকালীন সবন কর্ম্ম আরম্ভ হবামাত্র প্রজ্বলিত বহ্নিবিশিষ্ট বেদীর চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যাকালীন মেঘসদৃশ কপিশবর্ণ নিশাচরদিগের ভয়ানক ছায়া দেখা যাচ্চে।

রাজা। (শ্রবণ করিয়া সগর্ব্বে) তাপসগণ! ভয় নাই ভয় নাই। এই আমি এসেচি।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

চতুর্থ অঙ্ক।

পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সখীদ্বয়ের প্রবেশ।

অন। সখি প্রিয়ংবদে! যদিও গান্ধর্ব্ব বিবাহদ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলার মঙ্গল কর্ম্ম সমাধা হয়েছে এবং যদিও তিনি অনুরূপ স্বামীর হাতে পড়েছেন, তথাপি আমার মন এখনো স্থির হচ্চে না।

প্রিয়ং। কেন?

অন। যজ্ঞ শেষ হওয়াতে ঋষিরা আজ রাজাকে নগর গমনে অনুমতি করেছেন, তা রাজর্ষি সেখানে গিয়ে অন্তঃপুর কামিনীদের সহিত মিলিত হয়ে পাছে এসব কথা ভুলে যান?

প্রিয়ং। এতে তুমি খাটি থেকো। তেমন আকৃতি কি কখন গুণশূন্য হতে পারে? তবে এই ভাব্‌নার বিষয় যে, না জানি পিতা তীর্থযাত্রা হতে ফিরে এসে এ সব কথা শুনে কি বলে বসেন?

অন। যদি তুমি একথা জিজ্ঞাসা কল্লে, তা আমি বল্‌চি যে, এতে পিতার সম্পূর্ণ মত আছে।

প্রিয়ং। কিসে জান্‌লে?

অন। অনুরূপ বরে কন্যাদান কর্ত্তে হবে, এটীত তাত কণ্বের মুখ্য কল্প। তা যদি দৈব স্বয়ংই তাই ঘটিয়ে দ্যান, তা হলে তিনি ত বিনা আয়াসেই আপনাকে কৃতার্থ মনে কর্‌বেন।

প্রিয়ং। তা বটে। (পুষ্পপাত্র অবলোকন করিয়া) সখি! যে ফুলগুলি তোলা গেছে, এতে বলিকর্ম্ম পর্য্যাপ্ত হবে।

অন। প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতাসলকেও পূজা কর্ত্তে হবে। তা আরো কিছু ফুল তোলা যাক্।

প্রিয়ং। ভাল বলেচ।

(উভয়ে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন ।)

নেপথ্যে। এই আমি ব্রাহ্মণ অভ্যাগত।

অন (শ্রবণ করিয়া) সখি ! অতিথির কথার মত শোনা গেল না ?

প্রিয়ং। তা কুটীরে শকুন্তলা ত উপস্থিত আছে।

অন। উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু তার মন তার দেহে নাই। তা যে ফুল তোলা হয়েছে, এতেই ঢের হবে।

(উভয়ে গমন করিতে লাগিলেন।)

পুনরায় নেপথ্যে। কি ! আমি এই তপস্বী উপস্থিত, আমাকে তুই জানতে পাল্লিনে ? রে অতিথিপরিভাবিনি ! তুই অনন্যমনা হয়ে যাকে চিন্তা কচ্চিস্, তাকে বিশেষ স্মরণ করিয়ে দিলেও সে তোকে স্মরণ কর্‌বে না।

(উভয়ে শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।)

প্রিয়ং। হায় হায়! যা ভাব্‌লেম, তাই ঘট্‌লো। নিশ্চয়ই কোন পূজ্য ব্যক্তির নিকট অন্যমনস্কা শকুন্তলা অপরাধিনী হয়েছে।

অন। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি ! এ যে সে নয়। যাঁর মনে কল্লিই রাগ, সেই মহর্ষি দুর্ব্বাসা প্রিয়সখীকে সেইরূপ অভিশাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চল্লেন।

প্রিয়ং। অগ্নি ভিন্ন আর পোড়াতে কে পারে ? তা যাও, পায়ে ধরে ফেরাও। আমিও ওঁর জন্যে অর্ঘ্য ও পাদোদক প্রস্তুত করিগে।

অন। আচ্ছা।

(প্রস্থান।)

প্রিয়ং। (নাট্যদ্বারা পাদস্খলন প্রকাশ করিয়া) মনের আবেগে পায়েরো ঠিক নাই। হাত থেকে পুষ্প পাত্রটা পড়ে গেল।

(পুনরায় পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।)

অন। (প্রবেশ করিয়া) সখি! যেন মূর্ত্তিমান্ কোপ, কারু কি অনুনয় বিনয় শোনেন? তবু তাঁর রাগ কিছু পড়েছে।

প্রিয়ং। এই সেই মহর্ষিতে বিস্তর হয়েছে। তা বল দেখি, কেমন করে তাঁকে প্রসন্ন কল্লে?

অন। যখন কোন রূপে ফির্‌তে চাইলেন না, তখন আমি তাঁর পায়ে ধরে বল্লেম, ভগবন্! আপনার কন্যা সেই শকুন্তলা আপনার তপস্যার প্রভাব জানে না। তা এই তার প্রথমবারকার অপরাধ আপনাকে ক্ষমা কত্তে হবে।

প্রিয়ং। তার পর?

অন। তার পর তিনি বল্লেন যে, আমার বাক্য অন্যথা হবার নয়, কিন্তু কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাতে পাল্লে তাঁর শাপ নিবৃত্ত হবে। এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই চলে গেলেন।

প্রিয়ং। ভাল এখন আশ্বাস পাবার স্থল হলো। যখন সেই রাজর্ষি নগর গমন করেন, তখন আপনার নামাঙ্কিত একটী আংটী স্মরণার্থ শকুন্তলার হাতে আপ্‌নিই পরিয়ে দে গেছেন। তা সেই আংটীটীই এবিষয়ে দিব্য উপায় হবে।

অন। সখি! এস এখন দেবপূজা নির্ব্বাহ করা যাক গে।

(পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

প্রিয়ং। (দেখিয়া) অনসূয়ে! দেখ, শকুন্তলা বাম হাতে মাথা দিয়ে চিত্রার্পিতের মত ভর্ত্তৃগত চিন্তাতে আত্মজ্ঞান শূন্য হয়ে রয়েছে, তা আবার অতিথিকে জান্তে পার্‌বে!

অন। সখি! একথা কেবল আমাদের দুজনেরই মনে মনে থাক, কোমল স্বভাব প্রিয়সখীকে বলা হবে না।

প্রিয়ং। উষ্ণোদক দ্বারা নবমালিকে কে সেচন কর্‌বে?

(উভয়ের প্রস্থান।)

বিষ্কম্ভক।

(সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের প্রবেশ।)

শিষ্য। ভগবান্ কণ্ব প্রবাস হতে ফিরে এসে আমাকে সময় নিরূপণের জন্যে আদেশ করেচেন। তা বাইরে বেরিয়ে দেখি দেখি, রাত আর কত আছে? (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) ঈস্, রাত্রি যে প্রভাত হয়ে পড়েচে, নিশাকর অস্ত শিখরে পতিত হচ্চেন, তপন সহায় অরুণদেবও প্রকাশ পাচ্চেন। এই পৃথিবীতে যে কাহারই চিরদিন সমান থাকে না, তা এই তেজোদ্বয়ের উন্নতি ও অবনতিই যেন সকলকে বলে দিচ্চে। পতিবিরহে সেই কুমুদ্বতীর শোভা এক্ষণে মনে মনে অনুমান করে নিতে হচ্চে, দেখ্‌লে আর তেমন আমোদও হয় না। আহা! যারা সর্ব্বদাই পতিবিরহ সহ্য কচ্চে, তাদের ত কষ্টের অবধি নাই। "আর এই প্রভাতকালীন সন্ধ্যারাগ কর্কন্ধুফলপতিত তুষার কণাকে রঞ্জিত কচ্চে, ময়ূর সকল নিদ্রা পরিত্যাগ করে কুশাচ্ছাদিত কুটীরপটল পরিত্যাগ কচ্চে এবং এই হরিণগণ খুর কুট্টিত বেদিপ্রান্ত হতে উঠে নিজ দেহকে আয়ত করবার মানসে পশ্চাদ্ভাগ উন্নত কচ্চে। আর যে চন্দ্র ভূধরশ্রেষ্ঠ সুমেরু শিখরে পদার্পণ করে অন্ধকার রাশি বিনষ্ট করত বিষ্ণুর মধ্যম ধাম অর্থাৎ আকাশ আক্রমণ করেছিলেন, সেই চন্দ্র এখন আকাশ হতে পতিত হচ্চেন, আর তাঁর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা নাই। না হবেই বা কেন? যিনি হউন না কেন? নিতান্ত বাড়াবাড়ি হলেই শীঘ্র পতন হয়।

অনসূয়া। (অপটীক্ষেপে প্রবেশ করিয়া) কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কিরূপ ব্যবহার করা অনুচিত, তা যদিও বিষয়-বাসনা-বিমুখ ব্যক্তিরা বুঝ্‌তে না পারুক তথাপি এটি বেস্ জানা যাচ্চে যে, রাজা শকুন্তলার প্রতি অন্যায় আচরণ করচেন।

শিষ্য। যাই হোমের সময় হয়ে এলো গুরুকে বলি গে।

[শিষ্যের প্রস্থান।

অন। রাত্রি ত প্রভাত হলো, তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির উঠি। অথবা এত শীগ্‌গির উঠেই বা কি কর্‌বো? আমার প্রাতঃকালে অবশ্য কর্ত্তব্য কাজও হাত পা এগোয় না! কামের এখন মনস্কামনা

পূর্ণ হলো, কারণ সরলহৃদয়া প্রিয়সখীকে সেই অসত্যপ্রতিজ্ঞ রাজার হাতে সমর্পণ কল্লেন! (স্মরণ করিয়া) অথবা সে রাজারই বা দোষ কি? দুর্ব্বাসার শাপেই এ রকম হয়ে থাক্‌বে, তা না হলে তিনি তখন সে রকম কথাগুলি বলে এখন এত দিন গেল, একটী সংবাদমাত্রও পাঠালেন না! (চিন্তা করিয়া) তা এখন অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কটী কি পাঠিয়ে দেবো? অথবা আমরা তপস্বী, দুঃখিলোক, আমাদের কথা কে শুনবে? তাত কণ্ব প্রবাস হতে এসেচেন, তাঁর কাচেও একথা বল্‌তে পারিনে যে, শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত বিবাহ করেচেন ও গর্ভ হয়েচে, কারণ তাতে সখীর উপর দোষ পড়ে। তা এ বিষয়ে এখন কি উপায় করি।

প্রিয়ংবদা। (আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া) সখি! ত্বরা কর ত্বরা কর, শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে, আমোদ প্রমোদ কর সে।

অন। (বিস্ময় পূর্ব্বক) সখি! সে কি?

প্রিয়ং। বল্‌চি, শোনো। আমি এই মাত্র শয়নের কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য শকুন্তলার কাছে গিছলেম্।

অন। তার পর তার পর?

প্রিয়ং। তার পর দেখ্‌লেম, তাত কণ্ব লজ্জাবনত মুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করে বল্লেন, বৎসে! ভাগ্যক্রমে ধূমাকুলিত-লোচন হোতার আহুতি অগ্নিতেই পড়েচে। বৎসে! সুশিষ্য প্রতিপাদিতা বিদ্যার ন্যায় তুমি অশোচনীয়া হয়েচ, অতএব অদ্যই তোমাকে ঋষিদের সঙ্গে স্বামিগৃহে পাঠাব।

অন। সখি! তাত কণ্বের নিকট এ কথা কে বল্লে?

প্রিয়ং। তাত কণ্ব যখন অগ্নিশরণে প্রবেশ করেন, সেই সময় ছন্দোময়ী আকাশ বাণী হয়েছিল।

অন (বিস্ময় পূর্ব্বক) কিরূপ?

প্রিয়ং। তবে শোনো।

পৃথিবীর কল্যাণ কারণ তপোধন!।
দুষ্মন্ত রাজার সহ হইবে মিলন।।

গর্ভবতী তব কন্যা হয়েচে এখন।
শমী মধ্যে গূঢ় যথা থাকে হুতাশন ॥

অন। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! ভারি আহ্লাদের কথা! ভারি আহ্লাদের কথা! কিন্তু যেমন আহ্লাদ হচ্চে, তেমনি শকুন্তলা আজই যাবে বলে আবার উৎকণ্ঠাও জন্মাচ্চে।

প্রিয়ং। সখি! আমাদের উৎকণ্ঠা যে কোন রূপে দূর হবে, কিন্তু দুঃখিনী শকুন্তলা এখন সুখী হউক।

অন। সখি! ঐ আম্ গাছের ডালে একটা নারিকেলের কৌটা ঝুলোনো রয়েচে, আমি এই কাজের জন্য ঐ কৌটাতে পুষ্পরেণু রেকেচি। তুমি পদ্মের পাতায় করে ঐ রেণু পেড়ে লও, আমি গোরোচনা তীর্থ মৃত্তিকা দূর্ব্বা কিসলয় প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সংগ্রহ করিগে।

(প্রিয়ংবদা সেই রূপ করিতে লাগিলেন।)

[অনসূয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নেপথ্যে। গৌতমি! শার্ঙ্গরব শারদ্বত প্রভৃতিকে আদেশ কর, শকুন্তলাকে নে যাবার জন্য সকলে প্রস্তুত হোক।

প্রিয়ং। অনসূয়া! ত্বরা কর, ত্বরা কর। যে সকল ঋষিরা হস্তিনা পুরে যাবেন। এই তাঁদের ডাকা হচ্চে।

অন। (মঙ্গল সমালভন দ্রব্য হস্তে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) সখি! এসো যাই।

(গমন করিতে লাগিলেন)।

প্রিয়ং। (দেখিয়া) এই যে শকুন্তলা প্রাতঃকালেই স্নান করে বসে আছেন। তাপসীরা আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত নীবারধান্য পূর্ণ পাত্র হাতে করে দাঁড়্য়ে আচেন। তা চল নিকটে যাই।

(উভয়ে সেই রূপ করিলেন।)

অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট শকুন্তলা ও তাপসীগণের প্রবেশ।

শকু। আপনাদের নমস্কার করি।

প্রথমা তাপসী। বাছা! স্বামীর বহুমানসূচক দেবীশব্দ লাভ কর।

দ্বিতীয়া তাপসী। বীরপ্রসবিনী হও।

তৃতীয়া তাপসী। বৎসে! স্বামীর প্রীতিভাজন হও।

(গৌতমী ব্যতীত তাপসীরা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।)

সখীদ্বয়। (নিকটে গিয়া) সখি! সুখিনী হও।

শকু। সখীরা ভাল আছ ত? এইখানে বসো।

সখীদ্বয়। (উপবেশন করিয়া)।

সখি। এস, তোমার মাঙ্গলিক বেশ বিন্যাস করি।

শকু। তোমাদের এ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হলেও আজ্ আমার পক্ষে সৌভাগ্য বলে মান্‌তে হবে কারণ তোমরা যে পুনর্ব্বার আমার বেশ ভূষা পরিয়ে দেবে, তা আমার পক্ষে দুর্ল্লভ!

(এই বলিয়া নয়ন জল মোচন করিতে লাগিলেন।)

সখীদ্বয়। সখি! এই মাঙ্গলিক কার্য্যের সময় রোদন করা তোমার উচিত নয়। (এই বলিয়া নয়ন জল মুছিয়া দিয়া বেশভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন।)

প্রিয়ং। সখি! তোমার এরূপ অপরূপ রূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারেরই উপযুক্ত, সুতরাং আশ্রম সুলভ ভূষণ দ্বারা অবমানিত হচ্চে।

(আভরণ হস্তে ঋষিকুমারদ্বয় প্রবেশ করিয়া) এই অলঙ্কার দ্বারা শকুন্তলার বেশবিন্যাস কর।

(সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।)

গৌত। হারীত! বাছা! এ অলঙ্কার কোথায় পেলে?

প্রথম ঋষিকুমার। কেন? তাত কণ্বের প্রভাবে?

গৌত। একি তাঁর মানসিক সৃষ্টি?

দ্বিতীয়। না না, শুনুন। ভগবান্ আমাদের সকলকে আজ্ঞা কল্লেন যে, শকুন্তলার নিমিত্ত বৃক্ষ সকল থেকে পুষ্প চয়ন কর। তার পর, কোন কোন বৃক্ষ চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র দিলে, কোন কোন গাছ পায় পরাইবার জন্য আল্‌তা প্রদান কর্‌লে, কোন কোন বৃক্ষ থেকে বন দেবতারা কিসলয় সদৃশ কোমল হাত্ বাড়াইয়া অলঙ্কার দিলেন।

প্রিয়ং। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) তুমি স্বামিগৃহে যে রাজলক্ষ্মী ভোগ কর্‌বে, তা এই অলঙ্কার প্রাপ্তি দেখে জানা যাচ্চে।

শকু। লজ্জিতা হইলেন।

হারীত। ভগবান্ কণ্ব স্নান কর্‌বার জন্য মালিনী নদীতে অবতীর্ণ হয়েচেন, অতএব এখন তাঁর কাছে গে বৃক্ষদিগের এই সকল দানের বিষয় নিবেদন করিগে।

(নিষ্ক্রান্ত হইল।)

অন। সখি! কোথায় কি অলঙ্কার পরে, তাত আমি জানি নে, অতএব তোমাকে কিরূপে এখন অলঙ্কৃত করি! (চিন্তা করিয়া) দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) পটে যে রকম আঁকা থাকে, সেই রকম করে এখন তোমার শরীরে অলঙ্কার পরিয়ে দিই।

শকু। তোমাদের নৈপুণ্য আমি বিলক্ষণ জানি।

(সখীদ্বয় নাট্য দ্বারা অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন।)

(স্নানোত্তীর্ণ কণ্বের প্রবেশ)।

কণ্ব। (চিন্তা করিয়া)। আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে, এতে করে আমার অন্তঃকরণে যে কতদূর উৎকণ্ঠা হয়েছে, বল্‌তে পারি নে। বাষ্পভরে বাক্য রোধ হয়ে আস্‌চে। চিন্তাতে দৃষ্টি জড়ীভূত হয়েচে। আমি অরণ্যবাসী, স্নেহেতে আমারই এতদূর কাতরতা জন্মাচ্চে! না জানি, যারা গৃহস্থ, তারা কন্যার নূতন বিচ্ছেদে কতদূর মনস্তাপ পায়!

(দুই এক পা গমন করিতে লাগিলেন।)

সখীদ্বয়। সখি শকুন্তলে! তোমার ত অলঙ্কার পরান হয়েচে। এখন পট্টবস্ত্র যোড়াটি পরিধান কর।

শকু। (উঠিয়া পরিধান করিতে লাগিলেন।)

গৌতমী। বাছা! ঐ তোমার পিতা আনন্দ বাষ্প পূরিত চক্ষু-দ্বারা তোমাকে যেন আলিঙ্গন কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চেন, তা যেমন আচার ব্যবহার আচে তা কর।

শকু। (লজ্জা পূর্ব্বক) পিতঃ! নমস্কার করি।

কণ্ব। বৎসে! শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন, সেইরূপ তুমি স্বামীর প্রণয়িনী হও এবং সেই শর্ম্মিষ্ঠা যেমন পুরুনামক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও একটি সুসন্তান লাভ কর।

গৌত। বাছা! এ তোমাকে বর দিলেন, এ আশীর্ব্বাদ নয়।

কণ্ব। বৎসে! এই সদ্যোহুত হুতাশন প্রদক্ষিণ কর।

(সকলে শকুন্তলাকে অগ্নি প্রক্ষিণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।)

কণ্ব। (ঋক্‌বেদের ছন্দো দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।)

যে অগ্নি এই বেদীর সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার প্রান্ত-দেশে দর্ভ সকল বিস্তীর্ণ আছে, সেই যজ্ঞীয় বহ্নি হব্যগন্ধ দ্বারা তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া তোমাকে পবিত্র করুন।

শকু। (অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।)

কণ্ব। বৎসে! এক্ষণে যাত্রা কর। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) শার্ঙ্গরব শারদ্বত প্রভৃতি শিষ্যগণ কোথায়?

শিষ্যদ্বয়। (প্রবেশ করিয়া) ভগবন্! এই আমরা উপস্থিত আছি।

কণ্ব। বৎস! তোমাদের ভগিনীর পথপ্রদর্শক হও।

শিষ্যদ্বয়। এই দিক্‌দে, এই দিক্ দে এস।

(সকলে গমন করিতে লাগিলেন।)

কণ্ব। অহে বনদেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তপোবনজাত বৃক্ষ সকল! যে শকুন্তলা তোমাদের জল সেক না করে অগ্রে জলপান করেন না, যে শকুন্তলা ভুষণপ্রিয়া হয়েও স্নেহ বশত তোমাদের পুষ্প ছিঁড়ে নিতে প্রবৃত্ত হন না, তোমাদের প্রথম ফুল কোট্‌বার সময় উপস্থিত হলে যাঁর আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না, সেই শকুন্তলা এখন পতিগৃহে যাচ্চেন, তোমরা সকলে অনুমতি কর।

শার্ঙ্গরব। (কোকিল শব্দ শুনিয়াই যেন) ভগবন্! একত্র সহবাস হেতু পরম বন্ধু বৃক্ষেরা কোকিল শব্দ রূপ বাক্য দ্বারা শকুন্তলার গমনে অনুমতি দিচ্চে।

(আকাশে)।

শকুন্তলার পতি গৃহ গমনের পথ নলিনী পত্র দ্বারা হরিৎ বর্ণ সরোবরসমূহে রমণীয় হউক, ছায়াপ্রধান বৃক্ষসমূহ দ্বারা আতপ তাপ নিরাকৃত হউক, পথের ধূলি পদ্মের রেণুর ন্যায় কোমল হউক, পবন শান্ত ও অনুকূল হউক, পথে শকুন্তলার মঙ্গল হউক।

(সকলে বিস্ময় পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন।)

গৌতমী। বাছা! বন্ধুজনের ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষিণী তপোবন-দেবতারা তোমার গমনে অনুমতি দিচ্চেন, তা এঁদের প্রণাম কর।

শকু। (প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ গিয়া জনান্তিকে) সখি প্রিয়ংবদে! আমি আর্য্যপুত্রকে দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়েচি বটে, কিন্তু এই আশ্রম পরিত্যাগ কচ্চি বলে অতি কষ্টে পা এগুচ্চে!

প্রিয়ং। সখি! তুমি একাই যে কেবল তপোবন বিরহে কাতর হয়েচ, এমন নয়, তোমার সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে তপোবনেরও অবস্থা একবার দেখ। ঐ দেখ, মৃগীরা কুশের গ্রাস উদ্‌গীরণ কচ্চে, ময়ূরীরা নৃত্য পরিত্যাগ করেচে, লতা সকলে জীর্ণ পত্র পড়াতে বোধ হচ্চে যেন এরা চক্ষুর জল ত্যাগ কচ্চে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) পিতঃ! লতাভগিনী বনতোষিণীকে সম্ভাষণ করে আসি।

কণ্ব। বৎসে! তুমি যে ওকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসো, তা আমি বিলক্ষণ জানি। এই সে দক্ষিণ দিকে আচে, দেখ।

শকু। (নিকটে গিয়া লতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) লতাভগিনি! তুমি আম্র বৃক্ষের সঙ্গে যদিও মিলিত হয়ে আছ, তথাপি শাখা রূপ বাহু প্রসারণ করে আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর; আমি আজ হতে তোমা-

দের দূরবর্ত্তিনী হলেম। পিতঃ! তুমি আমার বিষয় যেমন চিন্তা কর্ত্তে, সেই রূপ এর বিষয়েও চিন্তা কর্‌বে।

কণ্ব। বৎসে! আমি অগ্রে তোমার জন্যই সাতিশয় চিন্তাকুল ছিলেম, তুমি ভাগ্যক্রমে আপনার সদৃশ ভর্ত্তা লাভ করেছ। এই নবমালিকাও এই সন্নিহিত আম্র বৃক্ষ আশ্রয় করেচে, এক্ষণে তোমার প্রতি ও এই লতার প্রতি উভয়ের প্রতিই নিশ্চিন্ত হয়েচি। এক্ষণে প্রস্থান কর।

শকু। (সখীদ্বয়ের নিকটে আসিয়া) প্রিয় সখি! আমি তোমা-দের দুজনের হাতে একে সমর্পণ করে গেলেম।

সখীদ্বয়। এই দুই সখীকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে? (রোদন করিতে লাগিল।)

কণ্ব। অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! রোদন কোরো না, কোথায় তোমরা শকুন্তলাকে সান্ত্বনা কর্‌বে, তা না হয়ে তোমরাই অবার কাঁদতে আরম্ভ কল্লে?

(সকলে গমন করিতে লাগিলেন)।

শকু। (দেখিয়া) পিতঃ! কুটীরের পার্শ্বচারিণী গর্ভভারমন্থরা এই মৃগীটী যখন প্রসব কর্‌বে, তখন আমাকে প্রিয় সংবাদ দেবার জন্য কোন এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিইও, একথা ভুলো না।

কণ্ব। বাছা! একথা ভুল্‌বো না।

শকু। (গতিরোধ প্রকাশ করিয়া)। ওমা! এ কে আমার কাপড় ধরে টান্‌চে? (ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন।)

কণ্ব। বৎসে! যার মুখ কুশ দ্বারা বিদ্ধ হলে তুমি ব্রণ শুকাইবার জন্য ইঙ্গুদীতৈল দিতে, তুমি এক এক মুষ্টি শ্যামাক ধান্য দে যাকে এত বড় করেচ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার পথ ছেড়ে দিচ্চে না।

শকু। বাছা! আমি সহবাস পরিত্যাগ কচ্চি বলে কি তুমি আমার সঙ্গে আস্‌চো? তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করেই মরে যাওয়াতে আমি যেমন তোমাকে এত দিন প্রতিপালন করেচি সেই রূপ

এখন আমার অবিদ্যমানে পিতা তোমার তত্ত্বাবধান কর্‌বেন। তবে এখন ফের, আর আমার সঙ্গে এসো না।

(এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।)

কণ্ব। বৎসে! আর রোদন করো না, স্থির হও, এদিকে পথ দেখে চল। অনবরত অশ্রুধারা পড়াতে তোমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়েছে; অতএব কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বাষ্পজল মুছ। কোন্ স্থান উচ্চ ও কোন্ স্থান নীচ তাহা না দেখিতে পাওয়াতে তোমার পদ প্রতিবারেই স্খলিত হচ্চে।

শিষ্যদ্বয়। ভগবন্! "স্নেহভাজন আত্মীয় ব্যক্তিকে কোন জলাশয়ের সমীপ পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে" এরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে, তবে এই ত সরোবরের তীর, এখানে আমাদের প্রতি মহাশয়ের যে আদেশ থাকে তাহা বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা হয়।

কণ্ব। তবে এস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় গিয়া সকলে উপবেশন করি।

(সকলে উপবেশন করিলেন।)

কণ্ব। মাননীয় রাজা দুষ্মন্তের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তির কিরূপ আদেশ করা ভাল দেখায়?

(এই বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

অন। সখি! আশ্রমে এমন জীব নাই যে তোমার বিচ্ছেদে দুঃখিত না হচ্চে; দেখ দেখি, চক্রবাকী পদ্মপত্রের অন্তরালে থেকে আপন প্রিয়কে বারম্বার ডাকুচে, কিন্তু চক্রবাক তাতে কোন উত্তর দেচ্চে না, কেবল মৃণাল মুখে করে তোমার দিকে চেয়ে রয়েচে।

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া আমার নাম করে তাঁহাকে এই কথা বলো,—

শার্ঙ্গ। ভগবান্ কি আজ্ঞা করুন।

কণ্ব। যে "আমরা বনবাসী তপস্বী, তপস্যা ব্যতীত আমাদের আর কিছুই সম্পত্তি নাই; মহারাজ মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন; আর, কোন বন্ধু বান্ধবের অনুমতি না লয়েই এই শকুন্তলার প্রতি স্নেহময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন; এই সকল বিবেচনা করিয়া, অপরাপর মহিলাগণের প্রতি মহারাজ যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, এই শকুন্তলাতেও তাহার কিয়দংশ দর্শাইবেন; কন্যার পিতা মাতা এই পর্য্যন্তই আশা করিতে পারে; তবে যদি ইহার অধিক কিছু হয়, তাহা কেবল তাহারই কপাল"।

শার্ঙ্গ। ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিলাম।

কণ্ব। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) বৎসে! তোমাকেও কিঞ্চিৎ উপদেশ দি; আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারও জানি।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কিছুই অজ্ঞাত নাই।

কণ্ব। বৎসে! তুমি এখান হতে পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে; দোষ দেখিয়া স্বামী তিরস্কার করিলেও কখন তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিবে না; দাসদাসীদিগের প্রতি ঔদার্য্য দেখাইবে; এবং ভোগ্য বস্তুর প্রতি নিতান্ত লালসা করিবে না। এইরূপ আচরণ কর্‌লেই নারীরা যথার্থ গৃহিণী হয়ে থাকে, নতুবা কুলের উৎপাতস্বরূপ হয়। গৌতমীই বা কি বলে দেখ।

গৌত। এই রকমই ত বৌদের উপদেশ দিতে হয়। বাছা! এ গুলি সব মনে রেখো, ভুলো না।

কণ্ব। বৎসে! আমাকে ও তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর এসে।

শকু। পিতঃ! এখান থেকেই কি সখীরাও ফিরে যাবে?

কণ্ব। বৎসে! এদের এখনও বিবাহ হয় নাই। অতএব এদের আর তোমার সঙ্গে সেখান পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবে।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) পিতঃ! কেমন করে এখন পিতার কোল ছেড়ে, মলয়পর্ব্বত হতে উন্মূলিত চন্দনলতার ন্যায়, বিদেশে গিয়ে বেঁচে থাকবো?

কণ্ব। বৎসে! তার জন্যে কেন এত কাতর হচ্চো? যখন তুমি গিয়ে মহাকুলোদ্ভব মহারাজের গৃহিণী হবে, ঐশ্বর্য্যের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিরন্তর ব্যাকুল থাকবে; এবং কিছু দিনের মধ্যেই দিবাকরের ন্যায় প্রভাবশালী এক সন্তান প্রসব করবে; তখন আর আমার বিচ্ছেদ হেতু ক্লেশ কিছুই জানতে পারবে না।

শকু। (পিতার পদদ্বয়ে পতিত হইয়া) পিতঃ! নমস্কার করি।

কণ্ব। বৎসে! আমি যে মঙ্গল ইচ্ছা করি, তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) সখীরা দুজনে এসে একেবারে আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি! যদি সেই রাজর্ষি প্রথমে তোমাকে চিনতে না পারেন, তা হলে তুমি এই তাঁহার নামাঙ্কিত আঙুটীটী দেখাইও।

শকু। তোমাদের এ কথায় আমার হৃদয় কেঁপে উঠলো।

সখীদ্বয়। সখি! ভয় কি? কিছু ভয় করো না; তবে, যে যাকে ভাল বাসে, তার অমঙ্গল কথাটাই মনে আগে এসে পড়ে।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! সূর্য্যদেব বহুদূর উঠে পড়েছেন; অতএব এখন শকুন্তলাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন।

শকু। (পুনর্ব্বার পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, আশ্রমের দিকে মুখ ফিরাইয়া) পিতঃ! কবে আর আমি তপোবন দেখতে পাবো?

কণ্ব। বৎসে! দিগন্তব্যাপি ধরণীমণ্ডলের সপত্নী হয়ে, মহারাজ দুষ্মন্তের ঔরসে অতুলপ্রতাপশালী তনয় প্রসব করে, এবং তাহার উপর সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে, স্বামির সহিত পুনর্ব্বার এই শান্তিময় আশ্রমে আসিবে।

গৌতমী। বাছা! তোমার যাবার বেলা বয়ে যাচ্চে, অতএব পিতাকে ফিরে যেতে বল।—অথবা, এ ত বারবার এইরূপ কতই বক্‌বে; অতএব ভগবান্ আপনিই নিবৃত্ত হউন্।

কণ্ব। বৎসে! আমার তপস্যার বেলা অতীত হয়ে যাচ্চে, আমি আর থাকতে পারি নে।

শকু। তপস্যার ব্যাপারে থেকে পিতা নিশ্চিন্ত হবেন, কিন্তু আমার এ ভাবনা আর ঘুচ্‌বে না।

কণ্ব। বৎসে! কেন আমায় আর অধিক কাতর কর? (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বৎসে! তুমি যে সকল নীবার ধান্য পূজার উপহার স্বরূপ কুটীর দ্বারে নিক্ষেপ কর্‌তে, এক্ষণে সেই সকল গুলি অঙ্কুরিত ও প্ররূঢ় দেখে, বল দেখি, কেমন করে তোমার বিচ্ছেদ-শোক শান্ত করে রাখ্‌বো?—তবে যাও, পথে তোমার কোন অমঙ্গল না হউক।

(এইরূপে শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত চলিয়া গেলেন।)

সখীদ্বয়। (অনেক ক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করুণস্বরে) হায়! হায়! শকুন্তলা গাছ পালার আড়াল্ পড়্‌লো, আর দেখ্‌তে পাচ্চি নে যে।

কণ্ব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাছা অনসূয়ে! বাছা প্রিয়ম্বদে! তোমাদের সখী চলে গেছেন, এখন তোমরা শোক কিঞ্চিৎ শান্ত করে আমার সঙ্গে চল।

(সকলে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।)

সখীদ্বয়। পিতঃ! শকুন্তলা না থাকায় তপোবন যেন শূন্য দেখ্‌চি।

কণ্ব। প্রগাঢ় স্নেহ থাকিলেই এইরূপ বোধ হয়। (চিন্তা করিতে করিতে দু এক পা গমন পূর্ব্বক) আঃ! শকুন্তলাকে পতিগৃহে

পাঠিয়ে দিয়ে আজ আমি সুস্থ হলেম। কারণ, কন্যা পরের গচ্ছিত ধন বই আর কিছুই নয়; সেই ধন তাহার অধিকারীর হস্তে পুনর্ব্বার সমর্পণ কর্‌লে মন যেমন প্রফুল্ল হয়, আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে আমারও অন্তরাত্মা সেইরূপ প্রসন্ন হয়েচে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

—:—

অভিজ্ঞান শকুন্তল

পঞ্চম অঙ্ক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। হায়! এখন আমার কিরূপ দশাই ঘটেচে। "রাজার অন্তঃ-পুরে থাকিলে ভৃত্যের এক গাছি যষ্টি ধরিতে হয়" বলিয়া পূর্ব্বে যে বেত্রযষ্টি ধারণ করেছি, এখন বার্দ্ধক্য দশায় গমনে সামর্থ্য না থাকাতেই সেই যষ্টি আমার চলিবার অবলম্বন দাঁড়িয়েচে।

যা হোক্, এখন অন্তঃপুরস্থিত মহারাজকে তাঁহার কর্ত্তব্য নিবেদন করিগে, এরূপ কার্য্যে কোন মতে বিলম্ব করা উচিত নয়। (দুই এক পা চলিয়া গিয়া) সে কাযটা কি হাঁ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ স্মরণ হয়েচে, কণ্ব মুনির শিষ্য তপস্বীরা মহারাজকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কচ্চেন। হায় কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধির কি চমৎকার গতি; যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বে একবার জ্বলে, এক বার নেবে, সেইরূপ বৃদ্ধের অন্তঃকরণেও ক্ষণেক জ্ঞানোদয় হয়, ক্ষণেক পরেই আবার জ্ঞান থাকে না।

(পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া) এই যে মহারাজ সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গ পালন করিয়া শান্তমনে নির্জ্জনে বসে আচেন; দেখে বোধ হচ্চে, যেন কোন মতঙ্গরাজ অনেক ক্ষণ হস্তিযূথ চরায়ে প্রখর রবির করে পরিতপ্ত হয়ে শীতল পর্ব্বত গুহায় বিশ্রাম করচে। একথা সত্য যে, ধর্ম্মকার্য্যে মহারাজের কাল বিলম্ব করা উচিত নয়; তবু এইমাত্র মহারাজ ধর্ম্মাসন হতে উঠ্‌লেন, এখনই গিয়ে কণ্ব শিষ্যদিগের আগমনের কথা নিবেদন করতে মনে কিছু ভয় হচ্চে। অথবা

লোকপালদের বিশ্রামের সময়ই বা কৈ?—সূর্যদেব প্রাতঃকালে একবার অশ্বদিগকে রথে যোজনা করিয়া সমস্ত দিন আকাশে ভ্রমণ করেন; বায়ু রাত্রিদিন বহন কর্‌চেন; অনন্ত নিরন্তর পৃথিবীর ভার ধারণ করেই আছেন; এইরূপ রাজাদেরও প্রজাপালন কার্য্যে অবকাশের লেশ নাই।

(এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল।)

অনন্তর রাজা, বিদূষক ও দাসদাসীপ্রভৃতি রাজপরিবারের প্রবেশ।

রাজা। (রাজ্যশাসনজনিত ক্লেশ প্রকাশ করিয়া) সকল প্রাণীই অভিমত বিষয় পেলেই সুখী হয়; কিন্তু রাজাদের কপালে চরিতার্থতা লাভ হলেও দুঃখ বই আর সুখ নাই। কারণ, প্রজাদিগের নিকট যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, তাহা হলে রাজ্যশাসনের নিমিত্ত যে একটা কৌতূহল থাকে তাহাই নিবৃত্ত হয়; প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌লে পর, আবার সেই প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকে, সেই ভাবনাই কষ্টদায়ক হয়। অতএব যেমন ছত্র স্বহস্তে ধারণ করে গেলে যে পরিমাণে সচ্ছন্দ হয়, পরিশ্রম তাহার অধিকগুণ হয়ে থাকে, সেইরূপ রাজ্যভোগে যতদূর কষ্ট পেতে হয়, সুখ তত দূর পাওয়া যায় না।

নেপথ্যে। স্তুতিপাঠকদ্বয় "মহারাজের জয় হৌক, মহারাজের জয় হৌক্" বলিয়া স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল।

প্রথম। মহারাজ! আপনি নিজ সুখে উপেক্ষা করিয়া প্রজাগণের মঙ্গলার্থ নিরন্তর ক্লেশ অনুভব কর্‌চেন; অথবা বিধাতা আপনার ন্যায় মহাপুরুষদিগকে এই উদ্দেশেই সৃষ্টি করেচেন; দেখুন তরুগণ মাথার উপর দিনকরের প্রখর কর সহ্য করেও শীতল ছায়া দিয়া আশ্রিত পথিকদিগের শরীরের উত্তাপ নিবারণ করে।

দ্বিতীয়। মহারাজ! আপনি বিধিমত দণ্ড করিয়া কুপথগামী ব্যক্তিদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত কর্‌চেন; প্রজাগণের মধ্যে পর-

স্পরের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেচ্চেন সকলকেই পিতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষন কর্‌চেন; এবং আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য জ্ঞাতি-দিগকে সমর্পণ করে, স্বয়ং প্রজাবর্গের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন কর্‌চেন।

রাজা। (শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি আশ্চর্য্য! রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করে এই এত পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এদের কথা শুনে আমার সে পরিশ্রম দূরে গেল, এখন বোধ হচ্চে যেন শরীর নূতন হয়ে উঠ্‌লো।

বিদূ। (হাসিয়া) হো হো! হেলো ষাঁড়ের শ্রম কখন ঘোচ্‌-বার নয়।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) নাও নাও, এখন আসনে বস।

(উভয়ের আসনে উপবেশন, পরিজনেরাও নিজ নিজ স্থানে বসিল।

নেপথ্যে বীণার ধ্বনি।

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া) বয়স্য! সঙ্গীতশালার দিকে একবার মন দিয়ে শোন দেখি, মধুরস্বরবিশিষ্ট অস্ফুট ও তাললয়শুদ্ধ গীত শোনা যাচ্চে, বুঝি দেবী হংসবতী (স-রি-গ-ম-প-ধ-নি) বর্ণ অভ্যাস কর্‌চেন।

রাজা। চুপ্ কর, শুন্‌তে দাও।

কঞ্চু। (দেখিয়া) মহারাজ আর কোন বিষয় ভাব্‌চেন, অতএব একটু অপেক্ষা করি।

(ইহা বলিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।)

নেপথ্যে গীত হইতে লাগিল।—

(রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।)

কেন, ভুলিলে তাহায়।
সহকারমঞ্জরীরে, ওহে শঠরায়॥
যখন আছিল তার, নূতন মধুভাণ্ডার,
তখন চুম্বন কত, করিতে হে তায়॥

পাইয়ে কমল কলি, রহিলে তাহারে ভুলি,
এই কি হে শঠ অলি, উচিত তোমায় ॥

রাজা। আহা! কি মধুর রাগবিশিষ্ট গীতটী।

বিদূ। বয়স্য! গান ত বটে, কিন্তু এর ভাবটা কি বুঝেচ?

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখে! আমি দেবী হংসবতীর সহিত একবার বই প্রণয় করি নাই, এই কথাই তিনি বল্‌চেন, আর কি? অতএব দেবীর নিকট আমি উচিত মত তিরস্কার পেয়েচি। সখে মাধব্য! তুমি যাও, আমার হয়ে দেবী হংসবতীকে বল গে যে "যথেষ্ট তিরস্কার হয়েচে"।

বিদূ। যে আজ্ঞা মহারাজ। (উঠিয়া)। বয়স্য! তুমি পরের হাত দিয়ে কুপিত ভালুকের ঝুঁটি ধল্লে; তা আমার ত ছাড়ান নাই, এবং উপায়ও নাই; কিন্তু আমি প্রণয়ের বিষয় কিছু বুঝি নে।

রাজা। সখে! যাও, নাগরিক লোকে যে রীতিতে মানিনীর মান ভঞ্জন করে, তুমিও সেইরূপ করো।

বিদূ। এই চল্লুম, আর কি করি।

(এই বলিয়া চলিয়া গেল।)

রাজা। (স্বগত) এরূপ গান শুনে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ না থাকতেও মন কেন এত ব্যাকুল হচ্চে? অথবা, নানা সুখভোগে থেকেও রমণীয় বস্তু দেখ্‌লে কিংবা মধুর গান শুন্‌লে লোকে যে নিতান্ত উৎসুক হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই বোধ হয়, যে, জন্মান্তরের প্রগাঢ় বন্ধুতা তাহাদের মনে হঠাৎ আসিয়া উদয় হয়।

(এইরূপ ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

কঞ্চু। (রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত-অরণ্যবাসী ঋষিগণ কণ্বমুনির আদেশ

গ্রহণ করে স্ত্রীসমভিব্যাহারে এসে উপস্থিত হয়েচেন, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা। (আদর প্রকাশ করিয়া) কি ? কণ্বের আদেশ লয়ে সস্ত্রীক তপস্বিগণ এসেচেন ?

কঞ্চু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

রাজা। তবে আমার আজ্ঞানুসারে সোমরাত পুরোহিতকে বলগে,—যে, তিনি বেদোক্ত বিধানে ঐ সকল আশ্রমবাসীদিগকে অভ্যর্থনা করে স্বয়ংই সঙ্গে লয়ে আসেন। আমিও এই তপস্বিগণের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার উপযুক্ত স্থানে গিয়া তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করি।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(চলিয়া গেল।)

রাজা। (উঠিয়া) বেত্রবতি ! অগ্নিগৃহের পথ দেখিয়ে দাও।

প্রতীহারী। এদিকে আসুন মহারাজ, এদিকে আসুন। (দু এক পা পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ ! এই অগ্নিগৃহের অলিন্দ-দেশ (বারাণ্ডা) ; নূতন ধৌত করাতে ইহার কি শোভাই হয়েচে ; ঐ দেখুন এক পার্শ্বে হোমধেনু রয়েচে ; অতএব মহারাজ ইহাতে উঠিয়া বসুন।

রাজা। (উঠিয়া, পরিজনের স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া) বেত্রবতি ! পূজনীয় কণ্ব কি জন্যে আমার কাছে ঋষিদের পাঠিয়েচেন ? তাদৃশ ব্রতশালী তপস্বীদের তপস্যার কি কোন বিঘ্ন জন্মেচে ? কিংবা কোন ব্যক্তি বা জন্তু তপোবনবাসী নিরীহ মৃগাদির উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচে ? অথবা কোন দুর্ব্বৃত্ত হতভাগ্য ফল ফুল প্রভৃতি নষ্ট করে তপোবনের তরুলতাদি ছিন্ন ভিন্ন করেচে ? এইরূপ মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক কর্‌চি, কিন্তু কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চি নে ; সুতরাং মন নিতান্ত ব্যাকুল হচ্চে।

প্রতী। মহারাজের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আশ্রমে কি এইরূপ বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে ? তা নয়, তবে আমার এই বোধ হচ্চে, যে, ঋষিরা মহারাজের রাজ্যশাসনে সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজকে অভ্যর্থনা কর্‌তে আস্‌চেন।

অনন্তর শকুন্তলাকে লইয়া গৌতমী ও দুই কণ্ব শিষ্যের প্রবেশ এবং তাহাদের অগ্রে অগ্রে পুরোহিত ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। এদিকে আসুন, মহাশয়েরা এদিকে আসুন।

শার্ঙ্গরব। সখে শারদ্বত! নরপতি দুষ্মন্ত যাহার যেরূপ মর্য্যাদা তাহার সেইরূপ সম্মান করে থাকেন, কখন কাহাকেও অনাদরের কথা কন না; আর দেখ, এখানে অতিনীচজাতীয় লোকও কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; তথাপি আমাদের না কি চিরকাল নির্জ্জনে থাকা অভ্যাস, এজন্য এই লোকাকীর্ণ ঘরটী যেন অগ্নিময় বোধ হচ্চে।

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! ঠিক বলেচ; রাজবাটীতে প্রবেশ করে অবধি তোমার এইরূপ মনে আতঙ্ক হয়েচে। আমার কিন্তু সেরূপ মনের কোন উদ্বেগ হয় নাই। যেমন স্নানোত্থিত ব্যক্তি তৈলাক্ত ব্যক্তিকে দেখ্‌লে অবজ্ঞা করে, শুচি লোকে অশুচি ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিতকে হেয় জ্ঞান করে, এবং স্বাধীন ব্যক্তি কারাবদ্ধকে অশ্রদ্ধা করে, সেইরূপ সাংসারিক সুখাশক্ত ব্যক্তিকে আমার অতি অপকৃষ্ট বলে বোধ হচ্চে।

পুরোহিত। এই জন্যেই আপনাদিগকে মহাত্মা বলিয়া থাকে।

শকুন্তলা। (দক্ষিণাক্ষি স্পন্দন দ্বারা অশুভ নিমিত্ত সূচনা করিয়া) ওমা! আমার ডানি চক্ষু নাচ্চে কেন?

গৌতমী। বাছা! তোমার অমঙ্গল দূরে যাক্, পতিগৃহের দেবতারা তোমার ভাল করুন।

(এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

পুরো। (রাজাকে দেখিয়া) ওহে ঋষিগণ! ঐ দেখুন চারি বর্ণ ও আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ আপনাদের আসবার পূর্ব্বেই আসন হতে উঠিয়া আপনাদের আগমন প্রতীক্ষা করে আচেন।

শাঙ্গ। হাঁ, মহাত্মন্ ! ইহাতে আমাদের অভিনন্দন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু এর জন্যে আমরা মহারাজকে অধিক প্রশংসা কর্‌তে পারি নে ; কারণ, যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ এবং পরোপকারব্রতে ব্রতী, তাঁহারা কখনই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হন না, বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্র হয়ে থাকেন ; ইহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ; দেখুন, তরুগণ ফলসমূহে আচ্ছন্ন হলে অধিকতর নত হয়েই থাকে, এবং নবজলধর নূতন জলে পরিপূরিত হলে নিতান্ত নম্রভাব অবলম্বন করে।

প্রতী। মহারাজ! ঋষিদের প্রফুল্ল মুখ দেখে বোধ হচ্চে এঁরা কোন বিশ্বাসসূচক কাযের জন্যেই এসেচেন।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) কে এ পরমসুন্দরী কামিনী, পক্ক পত্রের মাঝে কিসলয় যেমন শোভা পায় সেইরূপ তপস্বীদিগের মাঝে অবগুণ্ঠনে (ঘোম্‌টায়) বদনমণ্ডল ঢাকিয়া আস্‌চেন। কিন্তু এঁর রমণীয় শরীরলাবণ্য বসনে আবৃত হলেও অল্প অল্প ফুটে বেরোচ্চে ।

প্রতী। মহারাজ! আমি ভেবে কিছু ঠিক্ কর্‌তে পাচ্চি নে ; কিন্তু জান্‌তে বড় কৌতূহল হচ্চে ; মোদ্দা স্ত্রীলোকটী দেখ্‌তে পরম সুন্দরী বটে।

রাজা ! যাক্, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত নয়।

শকু। (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া, স্বগত) হৃদয় ! এত কাঁপ্‌চ কেন ? তোমার প্রতি আর্য্যপুত্রের যে সেই অনুরাগ আচে তাহা মনে করে ক্ষণেক স্থির হও।

পুরো। (রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের মঙ্গল হউক। মহারাজ ! এই সেই ঋষিগণ, ইহাঁদের সমুচিত পূজা করে এনেচি, মহারাজের উপর ইহাঁদের গুরু কণ্বমুনির কিছু আদেশ আচে, তাহা মহারাজ শ্রবণ করুন।

রাজা। আচ্ছা, অবধান করেচি।

শিষ্যদ্বয়। (হাত তুলিয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। মহাশয়ের সকলের চরণে প্রণাম।

শিষ্যদ্বয়। মহারাজের প্রিয় বস্তু লাভ হউক।

রাজা। মুনিগণের তপস্যাদি সব নিরাপদে চল্‌চে ত?

শিষ্যদ্বয়। মহারাজ ধার্ম্মিকদিগের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌তে ধর্ম্মকার্য্যের বিঘ্ন কি হবার যো আচে, দেখুন, দিনকরের তাপে অন্ধকার কি একদণ্ডও থাক্‌তে পারে?

রাজা। আজ আমার রাজ-নাম সার্থক বোধ হলো। কেমন, ভগবান্ কাশ্যপ কণ্ব কুশলী আচেন ত?

শার্ঙ্গ। সিদ্ধপুরুষদের কুশল চিরকালই তাঁহাদের আয়ত্ত। তিনি মহারাজের শারীরিক অনাময় জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক এই কথা বলেচেন,—

রাজা। ভগবান্ কণ্ব আমায় কি আজ্ঞা করেচেন্?

শার্ঙ্গ। "মহারাজ গান্ধর্ব্ববিধানে আমার কন্যা শকুন্তলার পাণি-গ্রহণ করেচেন, শুনিয়া আমি পরিতুষ্ট হয়েচি, কারণ, মহারাজ মান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন প্রধান, আর আমার শকুন্তলাও মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মক্রিয়া স্বরূপ; অতএব সমান গুণশালী বর ও কন্যাকে পরস্পর মিলন করাইয়া প্রজাপতি কোন অংশেই নিন্দার কার্য্য করেন নাই। অতএব এক্ষণে এই গর্ব্ভবতী সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মকার্য্য করণের জন্য মহারাজ গ্রহণ করুন।"

গৌত। আর্য্য! আমার কিছু বল্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কিন্তু বল্‌বার যো পাচ্চি নে।

রাজা। আর্য্যে! কি বল্‌বেন বলুন।

গৌত। আমাদের মেয়ে এ কর্ম্মে এর কোন গুরুজনকে জিজ্ঞাসা করে নি, তুমিও তোমার কোন বন্ধুলোককে জিজ্ঞাসা কর নাই; এমন স্থলে দুজনে মিলে যে কর্ম্ম করেচো তাতে কারও কাকে কিছু বল্‌বার কথা নাই।

শকু। (আত্মগত) আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন দেখি।

রাজা। (শুনিয়া আশঙ্কিত মনে) এ আবার কি হলো?

শকু। এ কথা শুনে আমার গায় যেন আগুণ ঢেলে দিলে।

শার্ঙ্গ। "কি, হলো" আবার কি? মহাশয়েরা ত লোকাচার সক-

লই জানেন। কন্যা যদি বিবাহের পর অধিককাল পিতার বাড়ী থাকে, তা হলে, সে সাধ্বী হলেও লোকে সন্দেহ করে: অতএব কন্যার স্বামী তাহাকে ভাল বাসুক আর না বাসুক, তাকে স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

রাজা। এঁকে কি আমি পূর্ব্বে বিবাহ করেছিলাম?

শকু। (বিষণ্ণভাবে আত্মগত) হৃদয়! তুমি যে ভয় কচ্ছিলে তা এখন সত্তি হলো।

শার্ঙ্গ। এক কর্ম্ম করে ফেলে পরে যদি তার উপরে বিরক্তি ধরে তা হলে কি ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হওয়া রাজার উচিত?

রাজা। কোথায় এসব কথা আপনি পাচ্চেন?

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই এইরূপ অহঙ্কার বেড়ে থাকে।

রাজা। বড় তিরস্কার কচ্চেন।

গৌত। (শকুন্তলার প্রতি) বাছা! ক্ষণেক চুপ করে থাক ত, লজ্জা করো না, আমি তোমার মুখের ঘোম্‌টা খুলে দি, তা হলে তোমার স্বামী তোমাকে দেখে চিন্‌তে পার্‌বেন এখন।

(এই বলিয়া শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন।)

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) আহা কি রমণীয় রূপলাবণ্য! ভ্রমর যেমন প্রাতঃকালে শিশিরগর্ভ কুন্দ পুষ্পে বস্‌তেও পারে না, আর ছেড়ে যেতেও পারে না, সেইরূপ আমিও এই মনোবিমোহন স্বয়ং উপস্থিত রূপ দেখে, বিবাহ করেচি কি করি নে বলে মনে মনে সন্দেহ হওয়াতে ত্যাগ কর্‌তেও পাচ্চি নে, আর হঠাৎ গ্রহণ কর্‌তেও পাচ্চি নে।

(এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।)

প্রতী। (স্বগত) উঃ! মহারাজের কি চমৎকার ধর্ম্মভয়! আর কেউ হলে, এমন রমণীয় রূপ দেখে, কি এতক্ষণ বিচার কর্‌তো?

শার্ঙ্গ। রাজন্ ! চুপ করে রৈলে যে ?

রাজা। ঋষিগণ! অনেক ভেবে দেকুচি, কিন্তু ইহাঁকে যে কখন বিবাহ করেচি এমনটা মনে হচ্চে না ; অতএব এরূপ সসত্ত্বা নারীকে গ্রহণ করে, কেমন করে ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক প্রদান করি ?—

শকু। (মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ওমা ! সে কি কথা ! বিবাহেই সন্দেহ ; হায় ! যেমন বড় আশা করেছিলুম, তেমনিই এখন তাহা ভেঙ্গে গেল।

শার্ঙ্গ। না, তা কর্‌তে ; বল্‌চি নে কিন্তু যা হোক্ আমাদের গুরুকে ভালরূপ অপমান কর্‌লে ; দেখ, তুমি তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেচ, তিনি তাতে কিছু না বলে কন্যাকে তোমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েচেন ; চোরিত ধন চোরকে ফিরে দিলে যেমন হয়, মুনিরও তাই ঘটেচে।

শার। শার্ঙ্গরব ! তুমি এখন থাম। শকুন্তলে ! আমাদের যা বল্‌বার তা বলেচি। ইনি ত এইরূপ কথা বল্‌চেন ; এখন এঁর যাতে প্রত্যয় হয় এমন কথা বল্‌তে পার ত বল।

শকু। (স্বগত) তেমন প্রণয়ের যখন এমন দশা ঘট্‌লো, তখন আর স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কি করি, অথবা আমার জীবন ত এখন শোচনীয়ই হয়েচে এরূপ নিশ্চয় করে কিছু বলি। (প্রকাশ্যে) আর্য্য-পুত্র ! (এই কথা অর্দ্ধেক বলিয়াই) অথবা বিবাহে যখন সন্দেহ তখন আর আর্য্যপুত্র বলে ডাকা কেমন করে হতে পারে। পৌরব ! পূর্ব্বে আশ্রমে বসে স্বভাবতঃ সরলহৃদয়া এই অধীনীকে সেই সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রতারণা করে, এখন এই রকম কথা বলে প্রত্যাখ্যান করা কি তোমার উচিত হচ্চে ?

রাজা। (হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া) রাম ! রাম ! যেরূপ কোন নদীর কূল ভাঙ্গিয়া জলে পড়িলে তাহার নির্ম্মল জল আবিল ও তীরবর্ত্তী বৃক্ষ পতিত হয়, সেইরূপ তুমি আমার নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দিতে ও আমাকে পতিত কর্‌তে চেস্টা কর্‌চো ?

শকু। ভাল, যদি আমাকে যথার্থই পরনারী মনে করে ভস্ম

পাচ্চো, এবং এই সব কথা বল্‌চো, তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দেখিয়ে তোমার সেই ভয় দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (যে স্থানে অঙ্গুরীয় পরিহিত ছিল সেই স্থান স্পর্শ করিয়া) ওমা! কি হলো! আমার আঙ্গুলে যে আঙুটী নেই।

(এই বলিয়া বিষণ্ণবদনে গৌতমীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

গৌত। বাছা! শক্রাবতারে যখন তুমি শচীতীর্থের জল বন্দনা কর, নিশ্চয়ই তখন তোমার আঙ্গুল থেকে আঙুটীটী পড়ে গিয়েচে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) "স্ত্রীজাতি যে প্রত্যুৎপন্নমতি" তাহা এই জন্যই বলে থাকে।

শকু। এটী বিধাতারই কর্ম্ম। ভাল, তোমাকে আর এক কথা বলি।

রাজা। এখন শোনা যাক।

শকু। এক দিন নবমালিকা-মণ্ডপে জলপূর্ণ নলিনীপত্র-নির্ম্মিত একটী পাত্র তোমার হাতে ছিল।

রাজা। বল, শুন্‌চি।

শকু। সেই সময় আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামক হরিণ-শাবক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তুমি দয়ার্দ্র চিত্তে হরিণ-শাবকই আগে পান করুক বলিয়া তাহাকে জলপান করিতে দিলে, কিন্তু তোমাকে অপরিচিত দেখিয়া সে জল পান করিতে এলো না, পরে যখন সেই জলপাত্র আমি হাতে নিলাম তখন সে আসিয়া পান করিল, ইহাতে তুমি হাসিয়া বলিলে, সকলেই স্বজাতীয়কে বিশ্বাস করে, যে হেতু, তোমরা দুজনেই বনবাসী।

রাজা। নারীগণ আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইরূপ নানাবিধ শ্রবণমধুর মিথ্যা বাক্য বলে বিষয়ীলোকের মন হরণ করে।

গৌত। মহাভাগ! আপনার এমন কথা বলা উচিত হয় না, এ নারী জন্মাবধি তপোবনে থেকে মানুষ হয়েচে, এ মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা কিছুই জানে না।

রাজা। তাপসবৃদ্ধে! অজ্ঞান পশুপক্ষিদিগের স্ত্রীজাতির মধ্যেও এইরূপ স্বভাব-শিক্ষিত চাতুরী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আর যাদের জ্ঞান আছে তাদের ত কথাই নাই। দেখ কোকিলারা অন্য পক্ষি দ্বারা যে তাহাদের শাবকদিগকে উড়িবার ক্ষমতা হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপালন করে লয়, তাহা তাহাদিগকে কে শিখাইয়া দেয়?

শকু। (সক্রোধে) অনার্য্য! আপনার মনের মত সকলকে দেখ্‌চ, কোন্ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় বৃথা ধর্ম্মাভিমানী তোমার তুল্য হতে যাবে?

রাজা। (আত্মগত) জন্মাবধি বনে বাস হেতু ইহাঁর ক্রোধের সময় বিভ্রম বিলাসাদি কিছুই দেখা যাচ্চে না। তথাহি, ইহাঁর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হয়েচে, কিন্তু কটাক্ষপাত হচ্চে না; বাক্য গুলি অতি-নিষ্ঠুর, কিন্তু নাগরের প্রতি কোন অনুরাগ প্রকাশ কচ্চে না; বিম্বানুকারী অধর শীতার্ত্ত হয়েই যেন কাঁপ্‌চে; এবং ভ্রূদ্বয় অতি-শয় বক্রতা হেতু যেন একবারে দুইভাগে ভগ্ন হয়েচে।

আরও, আমাকে সন্দিগ্ধচিত্ত দেখে ইহাঁর ক্রোধ অকপটই হয়েচে; তথাহি, আমি এইরূপ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত ও পূর্ব্বকৃত প্রণয় অস্বীকার করিয়া নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে ইনি ক্রোধলোহিতনয়নে কুটিল ভ্রূদ্বয় ভগ্ন করিয়া যেন কামের ধনুকই ভগ্ন করেচেন।

(প্রকাশ্যে) ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ দেখি নে।

শকু। তোমরাই প্রমাণ; তোমরাই লোকাচার ও ধর্ম্মাচার সক-লই জান। চিরদিন লজ্জার বশীভূত মহিলারা কিছুই জানে না। বেশ্ ভেবেচ যা হোক্, আমি স্বেচ্ছাচারিণী বেশ্যা এসেচি।

গৌত। বাছা! তুমি পুরুবংশীয়দের উপর বিশ্বাস করে এই মুখ-মধু ও হৃদয়বিষ ব্যক্তির হাতে পড়েচো।

(শকুন্তলা অঞ্চলে বদন ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

শার্ঙ্গ। এইরূপ নিজকৃত অনিবারিত চপলতা দেখে গা জ্বলে যাচ্চে। অতএব বিরলে প্রণয় কর্‌তে হলে ভালরূপ পরীক্ষা করে করা উচিত। কারণ, পরস্পরের হৃদয় না জেনে প্রণয় কর্‌লেই এই-রূপ মিত্রতা শত্রুতা হয়ে দাঁড়ায়।

রাজা। মহাশয়েরা এঁর কথায় বিশ্বাস করেই কেন আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার কচ্চেন?

শার্ঙ্গ। (অসূয়া প্রকাশ করিয়া) শুন্‌লে তোমরা, নিকৃষ্ট উত্তর শুন্‌লে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি কখন চাতুরী কাকে বলে জানে না, তার কথা প্রামাণিক হলো না; আর যাহারা বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় পরকে ঠকাতে শিক্ষা করে, তাদেরই কথা প্রামাণিক।

রাজা। ওহে সত্যবাদী মহাশয়গণ! ভাল স্বীকার কর্‌লাম, আমরা এই প্রকারই বটে। কিন্তু একটা স্ত্রীলোককে ঠকিয়ে আমাদের কি লাভ?

শার্ঙ্গ। "নিপাত যাবে" এই লাভ।

রাজা। পৌরবেরা নিপাত যাবে এ কথা বড় শ্রদ্ধেয় হলো না।

শার্ঙ্গ। রাজন্! আর উত্তর প্রত্যুত্তরে কায নেই, আমরা গুরুর আজ্ঞা সম্পন্ন করেচি, এখন চল্‌লাম। এই শকুন্তলা তোমার ধর্ম্মপত্নী, ইহাকে হয় গ্রহণ কর, না হয় ত্যাগ কর; কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। গৌতমি! তুমি আগে চল।

(এইরূপে তিন জনে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন।)

শকু। এই শঠ ত আমাকে প্রত্যাখ্যান কল্লে, তোমরাও কি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করে চল্লে?

(এই বলিয়া গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।)

গৌত। (দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া, দেখিয়া) বাছা শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদ্‌দে কাঁদ্‌দে আমাদের পেচোন পেচোন আস্‌চে। আহা! স্বামী প্রত্যাখ্যান কর্‌লে, এখন এ কি করে, এর ত কোন দোষ নেই।

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে নিরস্ত হইয়া) আঃ দোষৈকদর্শিনি ! দুষ্টে! কি তুই স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিস্ ?

(শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে ! শোন তুমি, রাজা যেরূপ বল্‌চেন, যদি তুমি সেইরূপই হও (অর্থাৎ গণিকা হও) তা হলে তোমার পিতার তোমাকে লয়ে আর কি প্রয়োজন ? আর যদি তুমি আপনাকে পতিব্রতা বলে জান, তবে পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার কর্ত্তব্য। এখন এখানে থাক, আমরা চল্‌লাম।

রাজা। ওহে তপোধন ! এই সকল কথা বলে আর ইহাঁকে মিছে বঞ্চনা কর কেন ? কারণ, শশাঙ্ক কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন, এবং দিবাকর কমলিনীকেই প্রস্ফুটিত করে থাকেন। এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা পরকীয় নারীস্পর্শে পরাঙ্‌মুখ।

শার্ঙ্গ। ভাল, যদি অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত হয়ে, অথবা অন্যস্ত্রীতে আসঙ্গবশতঃ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়ে থাকেন, তাই বলে কি অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করা উচিত ?

রাজা। মহাশয়কেই এবিষয়ের পাপ পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি ; আমিই অজ্ঞান হয়েচি, অথবা ইনিই মিথ্যা বল্‌চেন—এরূপ সন্দেহ স্থলে আমি কি দারপরিত্যাগ করি, অথবা পরস্ত্রীগ্রহণ হেতু পাতকী হই ? এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল আপনিই বলুন।

পুরোহিত। (বিবেচনা করিয়া) ভাল, যদি এমন করা যায়।

রাজা। কি আজ্ঞা করেন বলুন।

পুরো। প্রসব পর্য্যন্ত ইনি আমাদের বাটীতে থাকুন।

রাজা। তা হলে কি হবে ?

পুরো। প্রামাণিক দৈবজ্ঞেরা এরূপ বলেচেন, যে মহারাজ প্রথমেই এক চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত সন্তান লাভ কর্‌বেন ; মুনিদৌহিত্র যদি সেইরূপ হন্, তবে ইহাঁকে অভিনন্দন করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা-বেন, অন্যথা ইহাঁর পিতার নিকট গমন ত স্থিরই রইলো।

রাজা। মহাশয়ের যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

পুরো। (উঠিয়া) বৎসে! এদিকে এসো, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমায় স্থান দাও।

(এইরূপে রোদন করিতে করিতে গোতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও পুরোহিতের সহিত চলিয়া গেলেন।)

রাজা দুর্ব্বাসামুনির শাপে উপহিতস্মৃতি হইয়াও শকুন্তলার বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

রাজা। (কর্ণপাত করিয়া) কি হলো!

পুরো। (প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে) মহারাজ! বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেচে।

রাজা। কিরূপ?

পুরো। মহারাজ! কণ্বশিষ্যগণ চলে গেলে পর সেই বালা নিজ হত ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা। তার পর কি হলো?

পুরো। তার পর সেই স্ত্রীদেহাকৃতি অপ্সরস্তীর্থের নিকট একটা জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লয়ে অন্তর্দ্ধান কর্‌লে।

(সকলে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল।)

রাজা। ভগবন্! আগেই আমরা এ বিষয় প্রত্যাখ্যান করেচি, এখন কেন আপনি বৃথা তর্ক বিতর্ক কর্‌চেন? বিশ্রাম করুন গে।

পুরো। মহারাজের জয় হোক।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।)

রাজা। বেত্রবতি! অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল হয়েচে, অতএব শয়নের গৃহে লয়ে চল।

প্রতী। এদিকে আসুন মহারাজ, এদিকে আসুন।

(প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।)

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) প্রত্যাখ্যাতা মুনিতনয়াকে যে কখন বিবাহ করেচি এরূপ কিছুই মনে হচ্চে না, কিন্তু মন যেরূপ ব্যাকুল হচ্চে তাতে যেন কতক বিশ্বাস জন্মাচ্চে।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

—০—

পঞ্চমাঙ্কের অংশ,

অঙ্কাবতার।

অনন্তর নগরের প্রধান রক্ষক রাজার শ্যালক
এবং দুই রক্ষীপুরুষ ধীবরের বাহুদ্বয়
পশ্চাৎ বদ্ধ করিয়া প্রবেশ করিল।

রক্ষিদ্বয়। (ধীবরকে তাড়না করিয়া) অরে বেটা চোর! তুই এই ণির উপর রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় কোথায় পেয়েচিস্ বল্।

ধীবর। (ভয়ের আকার প্রকাশ করিয়া) মশায়রা মোর প্রতি একটু প্রসন্ন হোন্। মোয় একটু অনুগ্রহ করুন। মুই এমন দুষ্কর্ম্ম কখন করি নে।

প্রথম রক্ষী। তবে কি সুব্রাহ্মণ দেখে রাজা তোমায় এই অঙ্গুরীয়টী দান করেচেন?

ধীব। শুনুন্ আগে, মুই জেলে, শক্রাবতারের ভিতরে মোর ঘর।

দ্বিতীয় রক্ষী। অরে বেটা চোর! আমরা কি তোর ঘরবাড়ী ও জাতি কুটুম্ব জিজ্ঞেস্ কচ্চি?

শ্যাল। সূচক! ও সব আগা গোড়া বলুক্, ওকে আর বল্‌বার সময় বাধা দিও না।

রক্ষিদ্বয়। মহাশয় যেমন আজ্ঞা কচ্চেন, বল্‌রে বেটা বল্।

ধীব। সেই মুই যা বলেচি, মুই জেলে, জাল, বড়্‌শি, ছীপ, আদি করে মাচ ধর্‌বার যন্ত্র নিয়ে মাগ্ ছেলেকে খাওয়া দি, ও কায়কেলেশে দিন গুজরান্ করি।

শ্যাল। (হাসিয়া) আহা! বড় শুদ্ধ জীবনবৃত্তি কিন্তু তোর।

ধীব। মশায়! এমন কতা কবেন না। যা যার জাত্‌ব্যবসা, তা নিন্দের হলেও ছেড়ে দেওয়া যায় না: যেমন দেখুন, বড় ছিরিত্তির বামুন দয়ালু হলেও তাকে যগ্গিতে পশু মাত্তে হয়ই হয়।

শ্যাল। তার পর, তার পর।

ধীব। এমনি করে মুই নিত্তি মাচ ধরি, একদিন একটা বড় রুই মাচ পেলুম, সেই মাচটা দাগা দাগা করে কাট্‌তে গিয়ে দেকি, যে তার পেটের ভেতোর এই আংটীটা রয়েছে, ও এই মাণিকটে ঝক্‌ মক্‌ কচ্চে, তার পর বেচ্‌বার জন্যে এই খানে দশজনকে দেকাচ্চি অমনি মশায়রা এসে গাঁক্‌ করে ধল্লেন্‌। এই ত মুই জানি, এখন মশায়রা মারুন আর কাটুন যা করুন।

শ্যাল। (অঙ্গুরীয় আঘ্রাণ করিয়া) জালুক! মাচের পেটের ভিতর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই; কারণ, অঙ্গুরীয় থেকে আমিষের গন্ধ বেরোচ্চে; অতএব ও যা বল্লে, সেই কথাই সত্য মনে কর্‌তে হবে, তবে এস বরাবর রাজার বাড়ীই যাই।

রক্ষিদ্বয়। চল্‌রে বেটা গাঁট্‌কাটা! চল্‌।

(সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।)

শ্যাল। সূচক! এই ফটকের কাচে তোমরা সাবধান হয়ে এই বেটাকে ধরে রাক, এবং যতক্ষণ আমি রাজবাটী থেকে ফিরে না আসি, ততক্ষণ আমার অপেক্ষায় বসে থাক।

রক্ষিদ্বয়। স্বামির অনুগ্রহ পাবার জন্যে আপনি যান্‌।

(শ্যাল ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান করিল।)

প্রথম। ভাই জালুক! শ্যালক অনেক ক্ষণ দেরি কর্‌চেন না?

দ্বিতীয়। ওহে ভাই! রাজার অবসর না হলে তাঁর কাচে যাবার যো নেই।

প্রথম। ভাই জালুক! এই বেটা গাঁট্‌কাটাকে যমের বাড়ী পাটাতে আমার হাত নিস্‌পিস্‌ কচ্চে।

ধীব। মিনি অপরাদে মোকে মারা মশায়ের উচিত হয় না।

দ্বিতীয়। (দেখিয়া) এই আমাদের স্বামী, রাজার শাসনপত্র হাতে করে এই মুখেই আস্‌চেন্‌, এখন এই বেটা ছেলে পিলের মুখ দেখুক্‌ অথবা শেয়াল শকুনির মুখে পড়ুক।

শ্যাল। শীগ্‌গির শীগ্‌গির এই জেলে বেটাকে—

(এই কথা অৰ্দ্ধেক বলিতে বলিতেই)

ধীব। হায়! হায়! গেলুম।

(এই বলিয়া বিষাদ প্রকাশ করিল।)

শ্যাল। ছেড়ে দাও। এই অঙ্গুরীয়ের প্রাপ্তির কথা সব ঠিক হয়েচে মহারাজও সমুদায় বল্লেন।

প্রথম। মহাশয় যেমন আজ্ঞা কল্লেন; এ বেটা যমের বাড়ী গিয়ে ফের ফিরে এলো।

(এই কথা বলিয়া ধীবরকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।)

ধীব। (শ্যালককে প্রণাম করিয়া) মশায়! আজ্‌কের দিনে মশার হতেই মোর পরাণ টা বাঁচ্‌লো।

(এই বলিয়া পাদদ্বয়ে পতিত হইল।)

শ্যাল। ওঠ্‌ ওঠ্‌, এই নে, মহারাজ তোকে অঙ্গুরীয়ের সমান মূল্য পারিতোষিক দিয়েচেন, এই ধর্‌।

(ধীবরকে অর্থ প্রদান।)

ধীব। (সহর্ষ প্রণাম পূৰ্ব্বক গ্রহণ করিয়া) মুই বড় অনুগৃহীত হলেম্‌।

দ্বিতীয়। রাজা মহাশয় এত অনুগ্রহ করেচেন, যে এ বেটাকে শূল থেকে নামিয়ে হাতির কাঁদে চড়িয়েচেন।

প্রথম। শ্যালক মহাশয়! পারিতোষিক দেখে বোধ হচ্চে, যে,

এই মহামূল্য অঙ্গুরীয়টী মহারাজের বড় প্রিয় সামগ্রী হবে।

শ্যাল। এটী মহামূল্য বলেই রাজার বড় প্রিয়, এমন বোধ হচ্চে না।

রক্ষিদ্বয়। তবে কি ?

শ্যাল। এই অঙ্গুরীয় দেখে বোধ হয় মহারাজের কোন প্রিয় জনের কথা মনে পড়েচে, কারণ, এটী পেয়ে তিনি স্বভাবতঃ অতি গম্ভীর হয়েও অনেক ক্ষণ ধরে ব্যাকুলমনা হয়ে ছিলেন।

প্রথম। মহাশয় এখন মহারাজের তোষ ও বিষাদ দুইই জম্মে দেচেন।

দ্বিতীয়। এই বেটা জেলের জন্যেই এসব ঘটলো।

(এই বলিয়া ধীবরের প্রতি সক্রোধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।)

ধীব। এর অদ্দেক মশায়দের মদের কড়ি হোক্।

শ্যাল। ধীবর! তুমি এখন আমাদের পরম মিত্র হলে, কিন্তু প্রথম মিত্রতা কর্‌তে গেলে মদকে সাক্ষী রেখে কর্‌তে হয়, অতএব এস শুঁড়ির দোকানেই যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

অঙ্কাবতার সমাপ্ত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(আকাশযানে মিশ্রকেশীর প্রবেশ।)

মিশ্র। পর্য্যায়করণীয় অপ্সরস্তীর্থের কর্ত্তব্য ত এক্ষণে সব সম্পন্ন হলো, তবে যতক্ষণ সাধু ব্যক্তির স্নানের বেলা না হয় তত ক্ষণ এই রাজর্ষি দুষ্মন্তের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করি ; মেনকার সম্পর্কে শকুন্তলা আমার তনয়াস্বরূপ হয়েচে, মেনকাও তার কন্যার জন্য এই কর্‌তে পূর্ব্বে আমাকে বলে ছিল। (চারিদিকে দেখিয়া) এমন রমণীয় বসন্তোৎসবের দিন উপস্থিত হলেও রাজ-পরিবারে কোন উৎসবের আয়োজন দেখ্‌চি নে কেন? যদিও সমুদায় বৃত্তান্ত প্রণিধান দ্বারা জান্‌তে পারি, তথাপি সখী মেনকা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্‌তে বলেচে, তার কথাটা রাখা উচিত ; অতএব এই সকল উদ্যানপালকের পাশে থেকে তিরস্করিণী (অদৃশ্যকারিণী) বিদ্যা প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে সমুদায় জ্ঞাত হই।

এই বলিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিবার আকার প্রকাশ করিয়া এক পার্শে দণ্ডায়মান হইলেন।)

অনন্তর চূতাঙ্কুর দেখিতে দেখিতে এক জন চেটী ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন চেটীর প্রবেশ।

প্রথমা। একি! বসন্তকাল যে হয়েচে দেখ্‌চি। ঈষৎ লোহিত ও

হরিদ্বর্ণ বৃন্তে সংলগ্ন এবং বসন্তকালের জীবিত স্বরূপ আনন্দদায়ক এই চূতাঙ্কুরের যথোচিত সম্মান করা আমার উচিত।

দ্বিতীয়া। পরভৃতিকে! একলা দাঁড়িয়ে কি বক্‌চিস?

প্রথমা। মধুকরিকে! চূতকলিকা দেখ্‌লে পরভৃতিকা ত উন্মত্তাই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়া। (সহর্ষ, সত্বর আসিয়া) বসন্ত কাল এসেচে নাকি?

• প্রথমা। মধুকরিকে! মত্ততার উদ্রেক হেতু তোমারও এ গান কর্‌বার সময়।

দ্বিতীয়া। সখি! আমায় ধর দেখি, আমি খুঁড়িয়ে এই চূতমুকুলটী পাড়ি, ইহাতে কামদেবের পূজা কর্‌বো এখন।

প্রথমা। যদি এমন করিস্‌ তবে আমারও পূজার অর্দ্ধেক ফল হয়।

দ্বিতীয়া। সখি! সে কথা না বল্লেও ত হবে, কারণ, আমাদের দুজনের একই শরীর, কেবল বিধাতা দুই ভাগ করেচে বৈত নয়। (সখীকে অবলম্বন করিয়া, চূতমুকুল পাড়িয়া) ওলো সখি! দেখ, চূতমুকুল এখনও ফুটে নি, তবুও ভাঙ্‌তেই কেমন একটা মিষ্ট গন্ধ বেরুলো। (কপোতাকার হস্ত * করিয়া) ভগবান্‌ কামদেবের চরণে প্রণাম। হে চূতমুকুল! আমি তোমাকে ধনুর্দ্ধারী কামদেবের চরণে সমর্পণ করিতেছি, তুমি প্রবাসী পথিকগণের বিরহিণী কামিনীদিগের উপর লক্ষ করিয়া পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণ মধ্যে একটী পরিগণিত হও।

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করিয়া সক্রোধে) রে রে অনভিজ্ঞে! কি করিস্‌! কি করিস্‌! মহারাজ বসন্তোৎসব নিষেধ করে দেচেন, তবুও তোরা চূতকলিকা ভাঙ্‌চিস্‌?

উভয়ে। (ভীত হইয়া) মহাশয়! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন. আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানি নে।

---

* দুই হস্ত কুলাইয়া পরস্পর সংলগ্ন করিলে এবং হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ ঠিক সর্পের মুখের ন্যায় দেখাইলে, কপোত হস্ত কহা যায়। ভয়কালে কিম্বা কোন বিজ্ঞাপনের সময় লোকে হস্তদ্বয় এইরূপ করিয়া থাকে।

কঞ্চু। তোরা কি মহারাজের শাসন শুনিস্ নে? কি? বসন্ত কালের তরুলতাদি এবং কোকিলাদি বিহঙ্গমগণ যে শাসন শিরোধার্য্য করেচে? তার সাক্ষ্য দেখ্, সহকার বৃক্ষের কলিকা অনেক দিন হলো বেরিয়েচে, কিন্তু তাতে পরাগ হচ্চে না; কুরুবকের কুসুম হবার উপক্রম হলেও কলিকাবস্থাই রয়েচে; শীত ঋতুর অপগম হলেও কোকিলদিগের কণ্ঠস্বর মধুররূপে বেরোচ্চে না; বোধ করি কন্দর্পও শঙ্কাপ্রযুক্ত তূণীর হতে অর্দ্ধাকৃষ্ট শর পুনঃ সংহার কচ্চেন।

মিশ্র। রাজর্ষি যেরূপ মহাপ্রভাব তাতে এরূপ হবে তার আর সন্দেহ কি?

প্রথমা। আর্য্য! দিন কত হলো মহারাজের শ্যালক মিত্রাবসু এই প্রমদবনে চিত্রকর্ম্ম কর্‌বার জন্যে মহারাজের শ্রীচরণে আমাদিগকে পাঠিয়ে দেচেন, অতএব আমরা আগন্তুক, আমরা এ সংবাদ আগে শুনি নে।

কঞ্চু। তবে খবর্‌দার আর এমন কর্ম্ম করিস্ নে।

উভয়ে। (সকৌতূহলে) আর্য্য! যদি আমাদের শোন্‌বার কোন বাধা না থাকে তবে বলুন না, কেন স্বামী বসন্তোৎসব কর্‌তে নিষেধ করেচেন?

মিশ্র। রাজারা প্রায়ই উৎসবপ্রিয় হয়ে থাকে, অতএব কোন গুরুতর কারণ থাক্‌বে।

কঞ্চু। (স্বগত) এ বিষয় ত প্রচার হয়ে পড়েচে, তবে বলি নে কেন। (প্রকাশ্যে) শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করাতে যে একটা লোকাপবাদ হয়েচে তাহা কি তোমরা শোন নাই?

উভয়ে। আর্য্য! মিত্রাবসুর মুখে আংটী পাওয়া পর্য্যন্ত শুনেচি।

কঞ্চু। তবে আর অল্পই বল্‌তে হবে। সেই অঙ্গুরীয় দেখেই মহারাজের স্মরণ হলো যে তপোবনে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করেচেন এবং এখন অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রত্যাখ্যান করেচেন, সেই অবধিই মনে বড় অনুতাপ জন্মেচে। দেখ, এখন রমণীয় রমণীয় ভোগ্যবস্তু দেখ্‌লে বিরক্ত হন, মন্ত্রিদিগের সঙ্গে আর

পূর্ব্বের মত আলাপ ও পরামর্শ করেন না, শয্যায় শুয়ে এপাশ ও-পাশ করেই রাত্রি অতিবাহিত করেন, এক দণ্ডও চক্ষু মুদ্রিত করেন না, অন্তঃপুরিকাগণ আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে সমানুরাগ-বশতঃ উচিত উত্তর দিতে যাবেন, না শকুন্তলার নামই বলে ফেলেন, সুতরাং মহিষীগণের নিকট নিতান্ত লজ্জা পেয়ে অনেক ক্ষণ ধরে মুখ অবনত করে থাকেন।

মিশ্র। এ সকলই আমার পক্ষে প্রিয়।

কঞ্চু। এই মনোদুঃখ হেতুই মহারাজ উৎসব কর্‌তে একে-বারে বারণ করেচেন।

উভয়ে। হাঁ হতে পারে।

নেপথ্যে। এদিকে আসুন মহারাজ, এদিকে আসুন।

কঞ্চু। (কর্ণপাত করিয়া) অয়ে! মহারাজ এই দিকেই আস্‌চেন, অতএব তোমরা আপনার আপনার কাযে যাও।

উভয়ে। যে আজ্ঞা মহাশয়।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিল।)

অনন্তর অনুতাপ-সময়োচিত পরিচ্ছদ
পরিধান করিয়া রাজা, বিদূষক
ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

কঞ্চু। (রাজাকে দেখিয়া) আহা! স্বভাবতঃ মনোহর আকৃতির রমণীয়তা সকল অবস্থায়ই সমান থাকে। দেখ, এত যে মনোবেদনা হয়েচে, তবুও মহারাজ কেমন প্রিয়দর্শন রয়েচেন। তথাহি, সমুদায় অঙ্গের আভরণ পরিত্যাগ করেচেন, কেবল মাত্র বামহস্তে একগাছি সুবর্ণময় বলয় শিথিল ভাবে রয়েচে, উষ্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধর রক্তবর্ণ হয়েচে, এবং সমস্ত রাত্রি ভাবনা ও জাগরণে নেত্রদ্বয় লোহিত-বর্ণ হয়েচে; কিন্তু এরূপ অলৌকিক তেজঃপুঞ্জ যে, শাণদ্বারা দ্বিগু-ণিততেজ মণির ন্যায় মহারাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে পারা যাচ্চে না।

মিশ্র। (রাজাকে দেখিয়া) শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানহেতু অপমানিতা হয়েও যে ইহাঁর জন্যে দুঃখ করে তা অন্যায় নয়।

রাজা। (শকুন্তলাকে ধ্যান করিতে করিতে মন্দ মন্দ পরিক্রমণ করিয়া) হায়! কুরঙ্গনয়না তখন এত করে জাগরিত কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন এই পোড়া হৃদয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হলো না, এখন এই অনুতাপ দুঃখ ভোগ কর্‌তেই জাগরিত হলো!

মিশ্র। আহা! তপস্বিনী শকুন্তলার এইরূপ ভাগ্য।

বিদূষক। (পরোক্ষে) হুঁ, আবার সেই শকুন্তলা-ভূতে পেয়েচে, কি ওষুধ দিয়ে সারাব তা ভেবে উঠ্‌তে পাচ্চি নে।

কঞ্চু। (রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া) মহারাজের জয় হোক্। প্রমদ-বনের সমস্ত স্থান পর্য্যবেক্ষণ করে এসেচি, এখন মহারাজের যে খানে ইচ্ছা বসুন ও আরাম করুন।

রাজা। বেত্রবতি! আমার কথানুসারে অমাত্য পিশুনকে * বল গে যে "আজি অনেক দিনের পর স্মরণ হওয়াতে আমি ধর্ম্মাসনে বসিতে পারিব না, তিনি যে সকল পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বেন সেই গুলি একখান পত্রে লিখিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দেন"।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(চলিয়া গেল।)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! তুমিও নিজের কাযে যাও।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(চলিয়া গেল।)

বিদূ। এখন ত সব নির্জ্জন হলো, তবে এই শীত ঋতুর অপগম হেতু রমণীয়তর প্রমদবনে আত্মবিনোদন করুন।

---

* যে অমাত্য সমস্ত রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য রাজার সমীপে বিবরণ করিয়া বলে, তাহাকে অমাত্যপিশুন অর্থাৎ সূচক অমাত্য বলে।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বয়স্য ! লোকে বলে যে অনর্থ অতি অল্প ছিদ্র পেলেই একেবারে অনেক এসে পড়ে তাহা কুত্রাপি মিথ্যা দেখা যায় না। দেখ, যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে আমি মুনিতনয়াকে একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম, সেই অজ্ঞানান্ধকার যেমনই আমার অন্তর থেকে অন্তর হলো, অমনিই ভাই ! কন্দর্প আমাকে প্রহার কর্‌বার জন্য ধনুকে বাণ যোগ কর্‌লে। আরও দেখ, অঙ্গুলিমুদ্রা দেখে যেমনই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব মনে পড়্‌লো, এবং অকারণে প্রিয়তমার প্রত্যাখ্যান করেচি বলে যেমনই অনুতাপে শোক কচ্চি ও প্রিয়ার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হচ্চি, অমনিই কোথায় থেকে বসন্তকাল কালস্বরূপ এসে উপস্থিত হলো।

বিদূ। বয়স্য ! আপনি খানিক থামুন ত, আমি এই লাঠী গাচটা দিয়ে কন্দর্পবাণ উচ্ছন্ন করি।

(এই বলিয়া দণ্ডকাষ্ঠ উত্তোলন করিয়া চূতমুকুল পাড়িবার চেষ্টা করিল।)

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) থাক্, থাক্ তোমার ব্রহ্মতেজঃ যত তা দেখা গেচে। সখে ! এখন বল দেখি কোথায় বসে প্রিয়ার কিয়-দংশে অনুরূপ কোন লতা দেখে চিত্তবিনোদন করি ?

বিদূ। কেন, আপনার পার্শ্বপরিচারিকা চিত্রকরী মেধাবিনীকে ত বলেচেন যে, " আমি মাধবীলতাগৃহে এই সময়টা কাটাব, সেখানে আমার স্বহস্তলিখিত শকুন্তলার সেই চিত্রটা নিয়ে এসো "।

রাজা। এখন এইরূপেই হৃদয়কে আশ্বাস দিতে হলো ; তবে মাধবীলতাগৃহ কোথায় সেখানে চল।

বিদূ। এ দিকে আসুন মহাশয় এ দিকে আসুন।

(উভয়ে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

(মিশ্রকেশী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন।)

বিদূ। এই সেই মণিময়-শিলাপট্টবিশিষ্ট মাধবীলতা-মণ্ডপ, এ স্থান কেমন নির্জ্জন ও অতি রমণীয়, দেখুন, এই লতাগৃহ যেন আপনার উপহার স্বরূপ হচ্চে, এবং এখানকার শীতল ও স্বাভাবিক বায়ু যেন আপনাকে আগ্‌বাড়িয়ে নেচ্চে; অতএব এর ভিতর প্রবেশ করে বসুন গে।

(উভয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।)

মিশ্র। এই লতা আশ্রয় করে প্রিয়সখীর চিত্র দেখি। তার পর তার স্বামীর যে কিরূপ অনুরাগ তা তাকে গিয়ে বল্‌বো।

(এই বলিয়া একটী লতা আশ্রয় করিয়া রহিলেন।)

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে! প্রিয়া শকুন্তলাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন যা যা ঘটেছিল তা সব এখন মনে পড়্‌চে। এবং সে সব কথা তোমাকেও বলে ছিলাম। যখন আমি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করি তখন তুমি আমার কাছে ছেলে না বটে, কিন্তু পুর্ব্বেও কখন একবার প্রিয়ার নামও আমার কাছে কর নাই কেন? আমি যেমন ভুলে গেছিলাম তুমিও কি সেই রূপ ভুলে গেছিলে?

মিশ্র। এই হেতুই রাজাদের ক্ষণমাত্রও সহৃদয় বন্ধু ছাড়া থাকা উচিত নয়।

বিদূ। ভুল্‌বো কেন? কিন্তু আপনি তখন সব কথা বলে শেষকালে বল্‌লেন, যে "সখে! আমি যা যা বল্‌লাম, সকলিই পরিহাস করে বল্‌চি, এর একটাও সত্য নয়"; আমিও মূর্খ কি না, আমিও সেই কথা সত্য মনে কর্‌লাম। অথবা সকলিই ভবিতব্যতার বলে ঘটেচে।

মিশ্র। হাঁ তা বটে।

রাজা। (ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া) সখে! আমাকে রক্ষা কর।

বিদূ: সে কি? আপনার এমন করা উচিত হয় না, আপনার

ন্যায় সৎপুরুষেরা কখনই শোকের বশীভূত হন না। প্রবল বায়ুতেও পর্ব্বত কখন কম্পিত হয় না।

রাজা। বয়স্য! যখন আমি তোমার সখীকে প্রত্যাখ্যান কর্‌লাম, সে সময় তাঁহার সেই কাতরতা মনে করে আমিও নিতান্ত অধৈর্য্য হয়ে পড়্‌চি। দেখ, আমি প্রত্যাখ্যান কর্‌লে, প্রিয়তমা নিজ বন্ধুজনের অনুগমন কর্‌তে চেষ্টা পেলেন, কিন্তু যখন গুরুসদৃশ গুরু-শিষ্য "থাক" বলিয়া তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করলেন, তখন তিনি নিষ্ঠুরহৃদয় আমার প্রতি বারম্বার সজলনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন, সেই সব বিষয় মনে পড়িয়া বিষবিশিষ্ট শল্যের ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ কর্‌চে।

মিশ্র। আহা! ইহাঁর শকুন্তলা-বিয়োগদুঃখ হেতু কাতরতা দেখে আমারও হৃদয় শোকার্ত্ত হচ্চে।

বিদূ। সখে! আমার মনে বড় একটা সন্দেহ আছে যে আকাশ-বাসী কে তাঁহাকে নিয়ে গেল?

রাজা। বয়স্য! সেই পতিব্রতা কামিনীকে আর কে স্পর্শ কর্‌তে সাহসী হতে পারে? মেনকা তোমার সখীর জননী একথা তাঁহার সখীদের মুখে শুনেছিলাম, অতএব হয় তিনিই স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন সহচরী প্রিয়াকে নিয়ে গেছেন এরূপ আমার মনে আশঙ্কা হচ্চে।

মিশ্র। কি আশ্চর্য্য! ইহাঁর মন এত শোকান্ধ হয়েচে, তবুও জ্ঞানের কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই।

বিদূ। সখে! যদি এমন হয়, তবে আপনি এখন আশ্বাসিত হউন, কালে তাঁহার সঙ্গে আপনার সমাগম অবশ্যই হবে।

রাজা। কেমন করে?

বিদূ। পিতা মাতা কন্যাকে কখনই চিরকাল ভর্ত্তৃবিয়োগদুঃখে কাতর দেখ্‌তে পার্‌বেন না।

রাজা। বয়স্য! শকুন্তলার সহিত প্রথম সমাগম কি স্বপ্নেই দেখ্‌লাম, কি ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় দেখ্‌তে পেলাম, কি সকলিই আমার

মতিভ্রমে ঐরূপ দেখ্‌চি? অথবা আমার যতটুকু পুণ্য ছিল সেই পরিমাণেই ফল ভোগ হয়েচে, এখন সেই পুণ্যের ক্ষয়হেতু শকুন্তলা আমার নিকট হতে একেবারে অতীত হয়েচেন, আর পুনর্ব্বার ফিরে আস্‌বার কোন আশা নাই ; অতএব আমার সমুদায় মনোরথ এককালে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর হতেই যেন অধোভাগে পতিত হয়েচে।

বিদূ। সখে! না না এমন নয় ; যে বিষয় অবশ্যই ঘট্‌বে তা যে কেমন করে কোথা দে এসে পড়ে তা বলা যায় না ; তার সাক্ষ্য দেখুন, এই আঙ্‌টীটী পাবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল ? কিন্তু কোথা থেকে এসে জুট্‌লো।

রাজা। (অঙ্গুরীয় দেখিয়া) হায়! সেই দুর্ল্লভ স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়ে এই অঙ্গুরীয়ের কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়েচে! হে অঙ্গুরীয়! তোমার সুকৃত অতিশয় অল্প, তাহা অল্পকালভোগ্য ফলেই জানা গেচে ; তা না হলে তুমি প্রিয়ার সেই লোহিতবর্ণ-নখমণ্ডিত অঙ্গুলীতে স্থান পেয়েও কেন আবার ভ্রষ্ট হবে ?

মিশ্র। যদি এই অঙ্গুরীয়টী অন্যের হাতে পড়্‌তো তবে শোকের বিষয় হতো। সখি! তুমি অনেক দূরে রহিয়াছ, আমিই কেবল এখানে একাকিনী কর্ণসুখ অনুভব কচ্চি।

বিদূ। সখে! এই আঙ্‌টীটী আপনি কি উদ্দেশে তাঁহার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন ?

মিশ্র। এই কথা জান্‌তে আমারও বড় কৌতূহল হচ্চে।

রাজা। বয়স্য! শোন। যখন আমি তপোবন হতে নগরে ফিরে আসি, তখন প্রিয়া সজলনয়নে আমাকে বল্‌লেন, " আর্য্যপুত্র আবার কত দিনে আমাকে মনে কর্‌বেন "।

বিদূ। তার পর, তার পর ?

রাজা। তার পর এই অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিতে দিতে আমি এই কথা বল্‌লাম।

বিদূ। কি বল্‌লেন ?

রাজা। প্রিয়ে! এই অঙ্গুরীয়তে আমার যে নাম অঙ্কিত দেখচ

ইহা প্রতিদিন এক একটী করিয়া গণনা করো, যে দিন অক্ষর গুলি শেষ হবে, সেই দিন আমার অন্তঃপুরবাসী লোক তোমার নিকট আসিয়া পৌঁছিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। কিন্তু নিষ্ঠুরহৃদয় আমি মোহান্ধ হয়ে তাহা করি নে।

মিশ্র। আহা! কি রমণীয় সময়েই বিধি বিবাদী হয়েচেন!

বিদূ। সখে! আঙুটীটী বড়শীর ন্যায় রুই মাচের পেটের ভিতর গেল কেমন করে?

রাজা। যখন তোমার সখী শচীতীর্থের জল বন্দনা করেন সেই সময় তাঁহার হাত থেকে গঙ্গাজলে পড়ে গেছেল।

বিদূ। হাঁ হতে পারে।

মিশ্র। এই কারণেই এই অধর্ম্মভীরু রাজর্ষির নিরপরাধা শকুন্তলার পরিণয় বিষয়ে সন্দেহ হয়ে ছিল, অথবা এমন প্রকার প্রণয় কখনই কোন অভিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; তবে কেমন করে এটা ঘট্‌লো?

রাজা। তবে এই অঙ্গুরীয়কে এখন আমি যথেষ্ট ভৎর্সনা করি।

বিদূ। সখে! আমিও তবে এই লাঠীগাচটাকে তিরস্কার করি, বলি আমি এমন সরল লোক, তুই আমার বন্ধু হয়ে এত বাঁকা হলি কেন?

রাজা। (বিদূষকের কথা না শুনিয়াই) রে অঙ্গুরীয়! তুই প্রিয়ার সেই কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুলিবিশিষ্ট করতল পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে জলে নিমগ্ন হলি? অথবা অচেতন পদার্থ গুণাগুণ বিচারে সমর্থ হয় না;—আমিই বা কেন চেতন হয়েও প্রিয়াকে অবজ্ঞা কর্‌লাম?

মিশ্র। আমার যা বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছেলো তা আপনিই বলে ফেল্‌লেন।

বিদূ। সখে! আমি বড় ক্ষিদেয় মারা পড়্‌লুম।

রাজা। (সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া) প্রিয়ে! তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করাতে আমার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হচ্চে, তুমি একবার দয়া করে দেখা দিয়ে আমার হৃদয় শীতল কর এসে।

চেটী। (চিত্রফলক হস্তে লইয়া পঠাক্ষেপ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া) স্বামিন্‌! এই চিত্রফলকে স্বামিনী রয়েচেন।

(এই বলিয়া চিত্র দেখাইল।)

রাজা। (দেখিয়া) অহো ! চিত্রলিখিত হয়েও প্রিয়ার কি রমণীয় রূপলাবণ্য শোভা পাচ্চে ! তথাহি, নয়নযুগল অপাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভ্রূলতা লীলাহেতু কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, দন্তপঙ্ক্তির মধ্যে বিকীর্ণ হাস্য-কিরণে অধর যেন জ্যোৎস্নাময় হয়েচে, এবং ওষ্ঠ পরিপক্ক বদরীর ন্যায় পাটলবর্ণ ধারণ করেচে; প্রিয়ার এই সেই রমণীয় বদনমণ্ডল চিত্রলিখিত হলেও বিভ্রম বিলাসাদি হেতু লাবণ্যসলিলে মগ্ন হয়েই আমার সহিত যেন আলাপ কর্‌চে।

বিদূ। (দেখিয়া) সাধু বয়স্য ! সাধু ! আপনি স্বামিনীর অতি মধুর ভাব ভঙ্গি বর্ণন করেচেন; নিভৃত স্থান সকল হতে আমার চক্ষু যেন স্খলিত হচ্চে, আর অধিক কি বল্‌বো, আমার বোধ হচ্চে যেন এই চিত্র জীবন্ত, এই ভেবেই ইহাঁর সহিত আলাপ কর্‌তে বড় কৌতূহল হচ্চে।

মিশ্র। অহো ! রাজর্ষির কি চমৎকার চিত্রকর্ম্মনিপুণতা ! ঠিক বোধ হচ্চে যেন প্রিয়সখী আমার সম্মুখে রয়েচে।

রাজা। যে যে স্থান চিত্রে লিখিলে ভাল দেখায় না, চিত্রকরেরা সেই সেই স্থান অন্য প্রকারে চিত্রিত করে থাকে, আমি সে রূপ সমুদায় করেও সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর প্রকৃত রূপলাবণ্য কিঞ্চিন্মাত্র চিত্রে বিন্যস্ত করেচি। দেখ, চিত্রফলক সমতল হলেও চিত্রকর্ম্মের গুণে স্তনদ্বয় উন্নত বলে বোধ হচ্চে, নাভি যেন নিম্ন হয়ে গেচে, ত্রিবলি উচ্চ নীচ দেখাচ্চে, এবং রঙ্গতৈল দেওয়া হেতু সর্ব্বাঙ্গে মাধুরী ও কোমলতা শোভা পাচ্চে; অতএব প্রেয়সী আমার দিকে যেন প্রণয়সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্চেন, এবং সস্মিতবদনে আমাকে যেন কিছু বল্‌চেন।

মিশ্র। পশ্চাত্তাপ হেতু স্নেহ যেমন প্রবলতর হয়েচে, একথা তার অনুরূপই বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায় ! আগে স্বয়ং সমীপে উপস্থিত প্রিয়াকে অবজ্ঞা করে এখন চিত্রলিখিত প্রতিকৃতিকেই বহু

সমাদর কর্‌তে হলো। সখে! সলিলপূর্ণা স্রোতস্বতীকে পথে ফেলে এসে এক্ষণে মরীচিকায় প্রণয় কর্‌তে হলো?

বিদূ। সখে! তিনটী আকৃতি দেখ্‌তে পাচ্চি, সকলেই পরম সুন্দর, তবে এর মধ্যে কোন্‌টী শকুন্তলা?

মিশ্র। এ ব্যক্তি সখীর রূপলাবণ্যের বিষয় কিছুই জানে না, এর নেত্রদ্বয় নিষ্ফল, যেহেতু সখীকে কখন প্রত্যক্ষ করে নি।

রাজা। তোমার কাকে বোধ হয়?

বিদূ। (বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে কামিনীর কেশপাশ-বন্ধনের শিথিলতা প্রযুক্ত কুসুম সকল ভ্রষ্ট হয়েচে, বদনমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দৃষ্ট হচ্চে, বাহুলতাদ্বয় ঈষৎ ঝুলে পড়েচে, বসনের নীবিবন্ধ কিঞ্চিৎ আল্‌গা হয়েচে, এবং যাঁহাকে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় বোধ হচ্চে, আর যিনি জলসেকহেতু স্নিগ্ধতর-পল্লব বাল চূতবৃক্ষের পার্শ্বে চিত্রিত রয়েচেন, বোধ হয় এই রমণীই শকুন্তলা, এবং আর দুইজন ইহাঁর সখী।

রাজা। সখে! তুমি খুব সূক্ষ্মদর্শী, এস্থলে আমারও সাত্ত্বিক-ভাবের চিহ্ন রয়েচে। দেখ, ঘর্ম্মাক্ত অঙ্গুলি স্পর্শে একটা মলিন বর্ণ রেখা চিত্রের প্রান্ত ভাগে দেখা যাচ্চে, এবং কপোলস্থল হতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়া এই স্থানের রঙ্‌ উচ্ছ্বসিত হয়েচে (কেঁপে উঠেচে)।

(চেটীর প্রতি)

চতুরিকে! এই চিত্রটীর সকল অংশ লেখা হয় নাই, অর্দ্ধেক মাত্র লেখা হয়েচে, অতএব তুমি যাও তুলি নিয়ে এসো গে।

চেটী। আর্য্য মাধব্য! এই চিত্রফলক খানি আপনি ধরুন দেখি, আমি যাই।

রাজা। আমিই ধর্‌চি।

(চিত্রফলক নিজ হস্তে গ্রহণ।)

(চেটীর প্রস্থান।)

বিদূ! সখে! এতে আর কি কি আঁকবেন?

মিশ্র। যে যে স্থান প্রিয়সখীর মনোনীত, বোধ করি, সেই সেই স্থান লিখ্‌তে ইচ্ছা কচ্চেন।

রাজা। সখে! শোন তবে, স্রোতস্বতী মালিনীর বালুকাময় পুলিনে হংসমিথুন সকল বিলীন হয়ে আছে তাহা লিখ্‌তে হবে, এবং সেই নদীর পার্শ্বে গৌরীগুরু হিমালয়ের চমরীবেষ্টিত পবিত্র প্রত্যন্তশৈল সকল আঁকতে হবে, আর শাখা-লম্বিতবল্কল তরুগণের মূলদেশে হরিণী কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে আপন বাম নয়ন কণ্ডূয়ন কর্‌চে তাহাও লিখ্‌তে ইচ্ছা আছে।

বিদূ। (স্বগত) যে কথা বল্‌চেন তাতে বোধ হচ্চে, যে চিত্রফলকটী লম্বশ্মশ্রু বল্কলধারী তপস্বীদের আকৃতিতে পুরে ফেল্‌বেন।

রাজা। বয়স্য! শকুন্তলার আর একটী সাধের অলঙ্কার লিখ্‌তে ভুলে গিচি।

বিদূ। কি সে?

মিশ্র। বনবাসের এবং কুমারীদশার উপযুক্ত অলঙ্কারই হইবে।

রাজা। সখে! প্রিয়ার কর্ণে সমর্পিত এবং কপোলদেশে লম্বমান কেশর শিরীষ পুষ্প লেখা হয় নাই, আর প্রেয়সীর স্তনদ্বয় মধ্যে শরৎ কালীন চন্দ্রের কিরণতুল্য রমণীয় ও শুভ্রকান্তি মৃণালসূত্র বিন্যস্ত করা হয় নাই।

বিদূ। সখে! স্বামিনী রক্তপদ্ম-সদৃশ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া যেন অতি চকিতার ন্যায় রয়েচেন কেন? (মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) হাঁ এই বেটা পুষ্পরস-চোর দুষ্ট মধুকর ইহাঁর বদনকমলে বস্‌তে চাচ্চে।

রাজা। এ বেটা নির্ল্লজ্জকে বারণ কর।

বিদূ। সখে! আপনি দুর্ব্বিনীতদের শাসনকর্ত্তা, আপনিই একে বারণ কর্‌তে পারেন।

রাজা। বটে। ওহে কুসুমলতাদের প্রিয় অতিথি! এখানে বস্‌বার জন্য এত কষ্ট পাচ্চ কেন? ঐ দেখ, তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত মধুকরী

তৃষ্ণাতুর হয়েও কুসুমের উপর বসে তোমার অপেক্ষা কচ্চে, সে তোমা ব্যতীত একা কখন মধুপান কর্‌বে না।

মিশ্র। খুব বারণ করা হলো যা হোক্‌।

বিদূ। সখে! ভ্রমর জাতি বড় দুষ্ট, বারণ কর্‌লেও মানে না।

রাজা। (সক্রোধে) রে দুষ্ট! তুই আমার শাসন মান্‌লি নে? তবে শোন্‌, রতিসময়ে আমি নবীন কিসলয়সদৃশ লোভনীয় যে বিম্বাধর সদয়ভাবে চুম্বন করেছি, তুই যদি প্রিয়ার সেই অধর দংশন করিস্‌, তবে তোরে এখনিই কমলগর্ভ রূপ কারাগারে অর্পণ কর্‌বো।

বিদূ। সখে! আপনি এমন তীক্ষ্ণদণ্ডধর, তবে কেন না ভয় পাবে? (ঈষৎ হাসিয়া আত্মগত) ইনি ত ক্ষেপেচেন, আমিও এঁর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে দাড়িয়েচি।

রাজা। বারণ কর্‌লেও রৈলো যে।

মিশ্র। আহা! দয়িতাবিরহে ধীর ব্যক্তিকেও বিকৃত করে ফেলে।

বিদূ। (প্রকাশ্যে) সখে! এ যে চিত্র।

রাজা। কি! চিত্র!

মিশ্র। আমিও এই মাত্র মনে ভাব্‌ছিলাম যে ইনি মনে যেরূপ কল্পনা কর্‌চেন কাযেও তাই কর্‌তে উদ্যত।

রাজা। ছি! ছি! কি দোষৈকদর্শিতাই প্রকাশ কল্লে? তন্ময় হৃদয়ে প্রিয়াকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন আমি দর্শন সুখ অনুভব কচ্ছিলাম, এমন সময় তুমি চিত্র বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রিয়াকে পুনর্ব্বার চিত্রলিখিতা করে তুল্লে।

(এই বলিয়া নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।)

মিশ্র। বিরহীদিগের এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহার আদ্যোপান্ত অসংলগ্ন দেখা যাচ্চে।

রাজা। বয়স্য! কেমন করে এমন অনবরত দুঃখ অনুভব করি? সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকি বলে স্বপ্নেও যে প্রিয়ার সহিত সমাগম

হবে তার আশা নাই, এবং এই অবিশ্রান্ত অশ্রুজল চিত্রলিখিতা প্রিয়াকেও দেখ্‌তে দেচ্চে না।

মিশ্র। প্রত্যাখ্যান করে যে দুঃখ হয়েছেল, তাহা প্রিয়সখীর সখীজনের সমক্ষে সম্যক্ রূপে মার্জন কল্লে।

চতুরিকা। (প্রবেশ করিয়া) স্বামীর জয় হোক্। স্বামীর জয় হোক্। স্বামিন্! তুলি ও বর্ণপাত্র নিয়ে আমি এইদিকে আস্‌ছিলুম।

রাজা। তার পর কি হলো?

চেটী। পিঙ্গলিকা তাই দেখে বসুমতীকে বলে দিলে তিনি তাই শুনে "আমিই আর্য্যপুত্রের নিকট এইগুলি নিয়ে যাচ্চি" বলে জোর করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েচেন।

বিদূ। তুমি কেমন করে খালাস পেলে?

চেটী। পিঙ্গলিকা যখন দেবীর লতাসংলগ্ন উত্তরীয় অঞ্চল খুলে দিতে লাগ্‌লো, সেইতক্কে আমিও লুকুলুম।

রাজা। বয়স্য! দেবী এলেন বলে, তিনি বড় মানিনী ও গর্ব্বিতা; অতএব তুমি এই চিত্রটী রাখ।

বিদূ। কেবল চিত্র কেন, আপনাকেও রক্ষা কর্‌তে বল্‌চেন না কেন? (চিত্রফলক গ্রহণ করিয়া উঠিয়া) যদি আপনি অন্তঃপুরের কূটস্বরূপ দেবীর হাত থেকে মুক্ত হন, তবে মেঘচ্ছন্ন প্রাসাদে গিয়ে আমায় ডাক্‌বেন, আমি এই চিত্রটী সেইখানে লুকিয়ে রাখ্‌বো, সেখানে পায়রা ছাড়া আর কেহই দেখ্‌তে পাবে না।

(এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।)

মিশ্র। অহো! অন্যস্ত্রীতে নিতান্ত আসক্ত হয়েও স্থিরসৌহৃদ প্রযুক্ত ইনি প্রথমসম্ভূত প্রণয় রক্ষা কর্‌চেন।

প্রতীহারী। (এক খানি পত্র হস্তে প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা। বেত্রবতি! তুমি আস্‌তে আস্‌তে দেবীকে দেখ্‌তে পাও নি কি?

প্রতী। আজ্ঞা হ্যাঁ মহারাজ! দেখেছি, কিন্তু দেবী আমাকে পত্র হস্তে আস্‌তে দেখে ফিরে গেলেন।

রাজা। দেবী কায বোঝেন, এজন্য যাতে আমার কাযের ক্ষতি হয় এমন করেন না।

প্রতী। মহারাজ! অমাত্য নিবেদন কচ্চেন, যে, "আজি প্রভূত রাজ্যকার্য্য উপস্থিত হওয়াতে আমি একটীই পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লাম, সেইটী পত্রে লিখে মহারাজের নিকট প্রেরণ কর্‌চি, মহারাজ প্রত্যক্ষ কর্‌বেন"।

রাজা। পত্রখানা এই দিকে দেখাও।

(প্রতীহারী পত্র সমর্পণ করিল।

রাজা! (পাঠ করিতে লাগিলেন) "মহারাজের শ্রীচরণে বিজ্ঞাপন এই—ধনবৃদ্ধি নামে এক বণিক জলপথে বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, উক্ত বণিক নৌকা ডুবি হইয়া মরিয়াছে; তাহার কোন সন্তানাদি নাই; কিন্তু অনেক কোটি ধন আছে; অতএব এক্ষণে ঐ ধন রাজস্ব হয়ে দাঁড়াচ্চে; ইহা শুনিয়া মহারাজের যেরূপ অভি-রুচি, করিতে আজ্ঞা হয়"। (বিষন্ন মনে) সন্তান না হওয়া, কি কষ্টের বিষয়! বেত্রবতি! এ ব্যক্তি ধনবান্ ছিল, অতএব এর অনেক নারী থাক্‌তে পারে, তবে একবার অনুসন্ধান করে দেখ দেখি, ঐ সকল নারীর মধ্যে কেহ গর্ব্ভবতী আছে কি না।

প্রতী। বণিকের স্ত্রীর মধ্যে অযোধ্যাবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যার দিন কত হলো পুংসবন হয়েছে এমন শোনা যাচ্চে।

রাজা। সেই গর্ভস্থিত সন্তান পিতার সমুদায় ধনের অধিকারী হবে, অমাত্যকে এই কথা বল গে।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(চলিয়া গেল।)

রাজা। ফেরো একবার।

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) এই এসেচি।

রাজা। সন্তান থাকুক আর না থাকুক সে কথায় কোন প্রয়োজন নাই, তুমি সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করে দাও গে যে, প্রজাদিগের যে যে প্রিয় বন্ধু বিয়োগ হবে, দুষ্মন্ত তাহাদিগের সেই সেই বন্ধুর কার্য্য করবে, কিন্তু যে স্থলে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা সে সব স্থলে নহে।

প্রতী। যে আজ্ঞা, এইরূপই ঘোষণা করবো। (নিষ্ক্রমণ করিয়া, পুনঃ প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! সমুচিত সময়ে বৃষ্টি হলে লোকে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করে, মহাজনেরা মহারাজের শাসনও সেইরূপ অভিনন্দন করে গ্রহণ করেচে।

রাজা। (দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! সন্তান সন্ততি না হলে এইরূপই কুলক্রমাগত যাবতীয় সম্পত্তি মূলপুরুষের পরলোকে পরের হাতে গিয়া পড়ে, আমারও মৃত্যু হলে পুরুবংশের রাজলক্ষ্মীরও এইরূপ অবস্থা দাঁড়াবে।

প্রতী। এমন অমঙ্গল না হোক।

রাজা। আমায় ধিক্, আমি আপন মঙ্গল উপস্থিত পেয়েও অপমান করলাম।

মিশ্র। নিশ্চয়ই প্রিয়সখীকে মনে করে আত্মনিন্দা কচ্চেন।

রাজা। হায়! পুত্ররূপে গর্ভে আত্মা সংস্থাপিত করেও, আমি কুলস্থিতির একমাত্র কারণ ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করলাম। সময়ে বীজ বপন করাতে ভবিষ্যতে প্রচুরফলদায়িনী বসুমতীকে ত্যাগ করলে লোকের যেরূপ অবস্থা হয় আমারও সেইরূপ ঘটেচে।

মিশ্র। এক্ষণে আপনার ধর্ম্মপত্নী আর পরিত্যক্তা থাকবে না।

চেটী। (জনান্তিকে) আর্য্যে! অমাত্য এমন সময় এই পত্রখানা পাঠিয়ে কি ভাল কায করেচেন? দেখুন দেখি, স্বামী চক্ষের জলে ভেসে যাচ্চেন;—অথবা যা হবার তা হয়েচে, এখন ইনি যে আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক শোক ত্যাগ করেন এমন বোধ হয় না, অতএব যান, মেঘচ্ছন্ন ঘরে আর্য্য মাধব্য আচেন, তাঁকে নিয়ে আসুন গে, তিনিই এ শোক নির্ব্বাণ করতে সমর্থ।

প্রতী। বেশ কথা বলেচো।

(চলিয়া গেল।)

রাজা। অহো! দুষ্মন্তের পিতৃলোকদের এখন এক অঞ্জলি জল পাওয়া সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়ে উঠেছে; কারণ, " এই দুষ্মন্ত পরলোক গমন কর্‌লে পুরুবংশে কে আর আমাদিগকে বেদোক্তবিধানে তর্পণাদি কর্‌বে " এই ভেবেই আমার পিতৃলোক, পুত্রহীন আমি তর্পণকালীন জলদান কর্‌লে, সেই জল স্বকীয় অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া পান কচ্চেন।

মিশ্র। হায়! হায়! কুলপ্রদীপ থাক্‌তে রাজর্ষি ব্যবধান হেতুই অন্ধকার দেখ্‌চেন।

চেটী। স্বামিন্‌! আর দুঃখ কর্‌বেন না, এখন আপনার কিসের বয়স্‌, আর কোন দেবীর গর্ব্ভে আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করে পিতৃ-লোকের ঋণ হতে মুক্ত হবেন। (স্বগত) আমার কথা ত শুন্‌চেন না, উচিত ওষুধেও রোগীর আতঙ্ক হয়ে থাকে।

রাজা। (শোকের ভাব প্রকাশ করিয়া) হায়! যেমন আর্য্যবর্জ্জিত দেশে সরস্বতীর স্রোত বিলীন হয়, সেইরূপ প্রথমাবধিই সন্তান সন্ততিতে পবিত্র এই পুরুবংশীয়দের মহৎ বংশ তনয়বিহীন অনার্য্য এই আমাতেই আসিয়া শেষ হইল! এ কি অল্প দুঃখের কথা! উঃ!!!

(এই বলিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন।)

চেটী। (সসম্ভ্রমে) স্বামিন্‌! শান্ত হউন, শান্ত হউন।

মিশ্র। এখনই কি গিয়ে সুস্থির কর্‌বো?—না তা কর্‌তে হবে না; দেবজননী যখন শকুন্তলাকে নানামতে আশ্বাস দেন তখন তাঁর মুখ থেকে শুনেচি, যে, দেবতারা যজ্ঞীয় ভাগ পাবার নিমিত্ত সমুৎসুক হয়ে এরূপ উপায় করে দেবেন, যাতে তাহার ভর্ত্তা অতি অল্পদিনের মধ্যেই আসিয়া তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া অভিনন্দন কর্‌বেন। অতএব আমার আর এখানে থেকে বিলম্ব করা উচিত হয় না, যাই; এই সকল কথা বলে প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিই গে।

(এই বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত * গমনে প্রস্থান করিলেন।)

নেপথ্যে। হাঁ হাঁ—ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!—অবধ্য!—মেরো না, মেরো না।

রাজা। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কর্ণপাত করিয়া) অয়ে! মাধব্যের মত চীৎকার শুন্‌চি যে?

চেটী। হয় ত পিঙ্গলিকা প্রভৃতি চেটিকারা সেই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ আর্য্য মাধব্যকে চিত্রফলক হাতে ধরে ফেলেচে।

রাজা। চতুরিকে! শীঘ্র যাও, আমার কথানুসারে দেবীকে বিলক্ষণ রূপ তিরস্কার করে বল গে, যে, তিনি তাঁহার এমন অশান্ত পরিচারিকাদিগকে নিষেধ করেন না কেন।

(চেটী প্রস্থান করিল।)

নেপথ্যে। পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ।

রাজা। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে চেঁচাচ্চে। কে এখানে আছিস্ রে?

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করিয়া) কি আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। দেখে এস দেখি, মাধব্য ব্রাহ্মণ এমন করে কাঁদ্‌চে কেন।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা দেখ্‌চি।

(এই বলিয়া নির্গত হইয়া সসম্ভ্রমে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল।)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! কোন মহৎভয় হয় নি ত?

কঞ্চু। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে এত কাঁপ্‌চো কেন? একেই ত জরাবশতঃ কম্প আছে, আবার এখন বায়ুতে যেমন অশ্বত্থ কাঁপে, তেমনি তোমার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষরূপ কাঁপ্‌চে।

কঞ্চু। মহারাজ! আপনার বন্ধুকে রক্ষা করুন।

রাজা। কার হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে হবে?

কঞ্চু। ভয়ঙ্কর বিপদ্ থেকে।

---

* নিম্ন ভুমি হইতে আকাশমার্গে গমন করাকে উদ্‌ভ্রান্ত গমন বলা যায়।

রাজা। আঃ! স্পষ্ট করেই বল না।

কঞ্চু। যে ঐ আপনার মেঘচ্ছন্ন নামে দিক্ দেখ্‌বার জন্যে একটা প্রাসাদ আচে।

রাজা। সেখানে কি হয়েচে?

কঞ্চু। গৃহনিবাসী নীলকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে বিশ্রাম করে যে প্রাসাদের অগ্রভাগে উঠে থাকে, সেই অগ্রভাগ থেকে কোন অদৃশ্য ভূত কি পিশাচ আপনার সখাকে মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে গেচে।

রাজা। (হঠাৎ উঠিয়া) আঃ! আমার বাড়ীও ভূত প্রেতের উপদ্রব! অথবা রাজত্বে অনেক বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে; নিজেরই প্রমাদ-বশতঃ যে দিন দিন কতই পাপ জন্মাচ্চে তাই জান্‌তে পারা যায় না, তাতে আবার প্রজাদের মধ্যে কে কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌চে তাহা সম্যক্‌রূপ জানা কার সাধ্য?

নেপথ্য। দৌড়ে এসো গো, দৌড়ে এসো।

রাজা। (শুনিয়া, দ্রুতগতি অবলম্বন করিয়া) সখে! ভয় নেই, ভয় নেই।

নেপথ্যে। আর ভয় নেই কেমন করে? এই এক বেটা কে আমার ঘাড় মট্‌কে আক্ ভাঙ্গবার মত হাড় গোড় গুড়মুড় কর্‌তে চাচ্চে।

রাজা। (দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ধনুক—ধনুক নিয়ে এসো।

প্রতীহারী। (ধনুক হস্তে প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্। এই ধনুক, এই শর, এবং এই হস্তাবারক, গ্রহণ করুন।

(রাজা শরবিশিষ্ট ধনুক গ্রহণ করিলেন।)

নেপথ্যে। ব্যাঘ্র যেমন বন্য পশুকে বধ করে, সেইরূপ এই আমিও নরকণ্ঠশোণিত পান করিতে অভিলাষী হয়ে তোমাকে বধ করি, বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের ভয় অপনয়নার্থ ধনুর্ধারী দুষ্মন্ত তোমাকে পরিত্রাণ করুন।

রাজা। (সক্রোধে) কি; আমাকেই উদ্দেশ করে বল্‌চে। আঃ!

কৌণপাপসদ! দাঁড়া দাঁড়া, এই তোরে যমালয়ে পাঠাই। (ধনুকে শরসন্ধান করিয়া) পার্ব্বতায়ন! সোপানমার্গ দেখিয়ে দাও।

কঞ্চু। এদিকে আসুন, মহারাজ এদিকে আসুন।

(সকলে সত্বর গমন করিতে লাগিল।)

রাজা। (চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কৈ, কিছুই নেই ত?

নেপথ্যে। সখে! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্চি, আপনি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না। বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মত আমার আর প্রাণের আশা নেই।

রাজা। রে তিরস্করিণীবিদ্যাবলে অহঙ্কৃত রাক্ষস! আমার অস্ত্রও কি তোরে দেখ্‌তে পাবে না? থাম্‌ তুই, বয়স্য কাছে আছে বলে যে তোরে মার্‌বো না এমন মনেও করিস্‌ নে। এই সেই অদৃশ্যভেদী বাণ সন্ধান করি, যে বাণ, হংস যেমন দুগ্ধ জলমিশ্রিত হলেও কেবল দুগ্ধই পান করে আর জল পড়ে থাকে, সেইরূপ তোরে বধ কর্‌বে এবং ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর্‌বে।

(এই বলিয়া বাণসন্ধান করিতে উপক্রম করিলেন।)

অনন্তর মাতলি ও বিদূষকের প্রবেশ।

মাতলি। আয়ুষ্মন্‌ দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদিগকে আপনার শরের লক্ষ্য করে স্থির করেছেন, এই শরাসন তাহাদের উদ্দেশেই আকর্ষণ করুন গে। বন্ধুজনের উপর সাধুব্যক্তিদের প্রসাদসৌম্য দৃষ্টিই পড়ে থাকে, নিদারুণ শর কখনই পড়ে না।

রাজা। (সসম্ভ্রমে শর উপসংহার করিয়া) অয়ে! মাতলি নাকি? দেবরাজসারথে! কেমন মঙ্গল ত?

বিদূ। ওগো মনস্বিন্‌! এ আমাকে পশুর ন্যায় মার্‌তে যাচ্ছেলো, আর আপনি একে স্বাগত জিজ্ঞাসা করে অভিনন্দন কচ্চেন যে।

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আয়ুষ্মন্‌! যে জন্য দেবরাজ আমাকে আপনার সকাশে পাঠিয়ে দেচেন তাহা শ্রবণ করুন।

রাজা। অবধান করেচি, বল।

মাত। বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, কালনেমির পুত্র দুর্জয় নামে কত গুলি দানব আছে।

রাজা। হাঁ আছে, নারদের মুখে পূর্ব্বে শুনে ছিলাম।

মাত। আপনার সখা শতক্রতু সেই দুর্জয় দানবের বধ করিতে না পারিয়া আপনাকে তাহাদের সংহারক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সহস্রকিরণ রবি যে নিশাকালীন অন্ধকার নাশ কর্‌তে পারেন না, নিশানাথ তাহা দূরীকৃত করিয়া থাকেন। অতএব আপনি এই দণ্ডেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক বিজয়লাভার্থ যাত্রা করুন।

রাজা। দেবরাজের এই সমাদরে অনুগৃহীত হলেম। এখন জিজ্ঞাসা করি, মাধব্যের উপর এমন ব্যবহারটা করার কারণ কি?

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তাও বল্‌চি। আমি এসে দেখ্‌লাম, আয়ুষ্মান্ কোন কারণে নিতান্ত দুঃখিত ও বিকৃতভাবাপন্ন রয়েচেন, এই দেখে আপনাকে রাগাইবার জন্যে ঐরূপ করেচি। কারণ, ইন্ধন কাষ্ঠ পরিচালিত করে দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, ভুজঙ্গমকে বিরক্ত কর্‌লেও ফণা তোলে, এবং তেজস্বী ব্যক্তি সংক্ষোভিত (রোষিত), হলেই প্রায় সচরাচর নিজ তেজ প্রাপ্ত হয়।

রাজা। উপযুক্ত কায করেচ।

(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! দেবরাজের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা যায় না, অতএব যাও, আমার কথানুসারে অমাত্য পিশুনকে এই সকল বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে বলো গে, "তোমার বুদ্ধি আমার সহায়তা ব্যতিরেকে একাকী প্রজাপালন করুক। কারণ, আমার এই শরবিশিষ্ট ধনুক অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হলো।"

বিদূ। বয়স্য যেমন আজ্ঞা কর্‌চেন।

(এই বলিয়া চলিয়া গেল।)

মাত। আয়ুষ্মান্! রথে আরোহণ করুন।

রাজা। রথারোহণ করিলেন।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

সপ্তম অঙ্ক।

আকাশমার্গে রথারূঢ় রাজা ও
মাতলির প্রবেশ।

রাজা। মাতলে! দেবরাজের অনুমতি যথাবিহিত অনুষ্ঠান করলে তিনি যত পরিমাণে সমাদর করেন আমি আপনাকে সেই পরিমাণ সম্মানের অনুপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করি।

মাতলি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আয়ুষ্মন! আপনি যেরূপ অসন্তুষ্ট দেবরাজও সেইরূপ অসন্তুষ্ট জানবেন। কারণ, আপনি ইন্দ্রের উপকার করে তৎকৃত সমাদর দেখে নিজকৃত উপকার অতি সামান্য জ্ঞান করেন, আবার দেবরাজও নিজকৃত সমাদর আপনার কৃত কীর্ত্তিকর কার্য্যের কোন অংশেই উপযুক্ত মনে করেন না।

রাজা। মাতলে! এমন কথা বলো না। দেবরাজ বিদায় দিবার সময় আমায় যেরূপ সম্মান করেন, তাহা মনোরথেরও অগোচর। সমস্ত দেবমণ্ডলীর সমক্ষে আমাকে আসনের অর্দ্ধভাগে বসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জয়ন্তকে নিতান্ত লোলুপ দেখিয়া সস্মিতবদনে নিজ বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুমে বিলেপিত মন্দারমালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন।

মাত। আয়ুষ্মান্ দেবরাজের নিকট হতে কি না পেতে পারেন? দেখুন, আপনার নতপর্ব্ব শর এবং নরসিংহরূপী নারায়ণের নখ এই উভয়ই ত্রৈলোক্যের দানবরূপ কণ্টক উদ্ধৃত করে নিরন্তর সুখপরায়ণ দেবরাজের পরম উপকার করেচেন।

রাজা। সে সব কেবল দেবরাজেরই মহিমা। দেখ, নিযুক্ত ব্যক্তিরা যে গুরুতর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করে সে কেবল প্রভুদের কৃত সম্মানের গুণেই হইয়া থাকে। যদি সহস্রকিরণ সূর্য্য অরুণকে সমাদর করে আপনার অগ্রে স্থান দান না করতেন, তা হলে কি অন্ধকারদমনে তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিত?

মাত। আপনার উচিত মত কথা হলো। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) আয়ুষ্মন্! এ দিকে দেখুন, আপনার যশঃসৌভাগ্য স্বর্গপৃষ্ঠে দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সকল দেবতারা সুরসুন্দরীদিগের অঙ্গরাগাবশিষ্ট বর্ণ (রঙ্) দ্বারা আপনার চরিতঘটিত পদাবলী চিন্তা করিয়া গীতাকারে বন্ধন পূর্ব্বক কল্পতরুসমুৎপন্ন বসনে লিখিতেছেন।

রাজা। মাতলে! সে দিন স্বর্গে আরোহণ করবার সময় অসুরবধে ঔৎসুক্যবশতঃ আমি এই স্থানটী লক্ষ্য করি নে; অতএব এটী আকাশপথের মধ্যে কোন্ স্থান

মাত। যে স্থানে আকাশবাহিনী গঙ্গা প্রবহমান হইতেছেন, যেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে, যেথায় রাশিচক্রে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পতিত হয়, এবং যে স্থলে পার্থিব ধূলির নাম মাত্রও নাই, সেই এই বামনরূপী নারায়ণের দ্বিতীয় পাদক্ষেপ হেতু পবিত্রীকৃত প্রবহনামক স্থির বায়ুর মার্গ।

রাজা। মাতলে! এই কারণেই আমার সর্ব্বশরীর ও অন্তরাত্মা প্রসন্ন হচ্চে। (রথচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আমরা মেঘপদবীতে অবতীর্ণ হয়েচি বোধ হচ্চে।

মাত। আয়ুষ্মন্! কেমন করে বোধ কচ্চেন্?

রাজা। চাতকগণ জলকণপানার্থ পর্ব্বতবিবর হতে নির্গত হচ্চে, অশ্বগণ ক্ষণপ্রভার আভায় রঞ্জিত হয়েচে, এবং চক্রাঘাত হেতু নিঃসৃত বিন্দু বিন্দু জলকণাতে চক্রনেমিসকল সিক্ত হয়েচে; এই সব দেখে বোধ হচ্চে যে আমরা বারিগর্ভ মেঘোপরি গমন করিতেছি।

মাত। আজ্ঞা হাঁ, তাই বটে; ক্ষণকাল মধ্যেই আয়ুষ্মান্ আপনার অধিকারে গিয়া উত্তীর্ণ হবেন।

রাজা। (নিম্নদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) মাতলে ! বেগে অবতরণ হেতু মনুষ্যলোকে কি চমৎকার ব্যাপার প্রত্যক্ষ হচ্চে। দেখ, মেদিনী যেন পর্ব্বতশিখর হতে নিম্নে নামিতেছে এবং পর্ব্বত গুলি যেন ক্রমশঃ উন্নত হচ্চে, পূর্ব্বে তরুগণ যেন পত্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে লীন ছিল, এক্ষণে তাহাদের স্কন্ধদেশ প্রকাশ হওয়াতে তাহারা যেন পত্রমধ্য হতেই বেরোচ্চে, নদীগণের যে সকল স্থল অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, পূর্ব্বে তথায় জল দেখিতে না পাওয়াতে বিচ্ছিন্ন বোধ হচ্ছেলো, এক্ষণে যত নিকট-বর্ত্তী হওয়া যাচ্চে ততই ঐ সকল নদী সংযুক্ত হয়ে আসচে, অতএব কেহ যেন ভূলোককে তুলিয়া লইয়া আমার পার্শ্বে আনিতেছে এরূপ বোধ হচ্চে।

মাত। আয়ুষ্মন্ ! উত্তম বোধ করেচেন। (আদর পূর্ব্বক দেখিয়া) আহা ! পৃথিবীর কি উদার ও রমণীয় শোভাই হয়েচে।

রাজা। মাতলে ! এই যে পূর্ব্বপশ্চিমসাগরবিস্তীর্ণ সুবর্ণকণাবাহি-নির্ঝরবিশিষ্ট সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভমান শৈল প্রতীয়মান হচ্চে, এর নাম কি ?

মাত। আয়ুষ্মন্ ! ইহার নাম হেমকূট পর্ব্বত, ইহা কিংপুরুষদের বাসভুমি, এবং তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান। যে কশ্যপ প্রজাপতি স্বয়ম্ভুতনয় মরীচি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সুরাসুরজনক মহাত্মা পত্নীসহিত এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন।

রাজা। (আদর প্রকাশ করিয়া) অতএব প্রজাপতি-দর্শনরূপ মঙ্গল অতিক্রম করে যাওয়া উচিত নয়, ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে যাইতে বাসনা হচ্চে।

মাত। আয়ুষ্মন্ ! উত্তম কথা। (রথাবতরণের আকার প্রকাশ করিয়া) এই আমরা পর্ব্বতে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েচি।

রাজা। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) মাতলে ! তোমার রথের চক্রনেমির কোন শব্দ শুনা গেল না, বিন্দুমাত্রও ধূলি উড়িতে দেখা গেল না, ভূতলের সহিত সংযোগ না থাকাতে উচ্চ নীচ গতিও নাই, অতএব তোমার রথ অবতীর্ণ হলেও অবতীর্ণ হয়েচে বলে বোধ হচ্চে না।

মাত। দেবরাজ এবং আয়ুষ্মানের মধ্যে এইমাত্রই প্রভেদ।

রাজা। মাতলে! কোন্ স্থানে ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম?

মাত। (হস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন, যে তপোধনের শরীর বল্মীকে অর্দ্ধেক নিমগ্ন হয়েচে, সর্পের ত্বক্ যাঁহার যজ্ঞোপবীত সদৃশ হয়েচে, যিনি কণ্ঠলগ্ন পুরাতন লতাপ্রতানে চারিদিকে জড়িত হয়ে নিতান্ত ক্লেশ পাচ্চেন, যাঁহার জটাভার অংসস্থলে পড়িয়া আলুলায়িত হচ্চে, এবং তাহার অভ্যন্তরে বিহঙ্গমগণ আসিয়া নীড় নির্ম্মাণ করেচে, এবং যিনি স্থাণুর (মুড়োগাছের) ন্যায় অচলভাবে সূর্য্যবিম্বাভিমুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আছেন, ঐ ঋষি যে স্থলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন, তথায় ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম।

রাজা। (দেখিয়া) ঐ কষ্টতপা তপোধনকে নমস্কার।

মাত। (রথরশ্মি সংযত করিয়া) এই আমরা প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করিতেছি, এখানে কল্পবৃক্ষ সকল অদিতির যত্নে প্রতিপালিত।

রাজা। আহা! এই স্থানটী স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক আরামস্থান। আমার বোধ হচ্চে যেন অমৃতহ্রদেই অবগাহন কচ্চি।

মাত। (রথ থামাইয়া) আয়ুষ্মান্ এইখানে অবতরণ করুন।

রাজা। (অবতরণ করিয়া) তুমিও কি এখন অবতরণ কর্‌বে?

মাত। অভিলষিত নির্দ্দেশ করিয়া রথ রুদ্ধ করেচি, অতএব আমিও অবতরণ কর্‌চি। (অবতরণ করিয়া) আয়ুষ্মন্! এই দিক দিয়ে আসুন, মাননীয় মুনিগণের আশ্রমস্থল অবলোকন করুন।

রাজা। দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় দেখে বিস্ময়ান্বিত হয়েচি। দেখ, কল্পতরু-পরিপূরিত বনে বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবন-ধারণ, কনক-পদ্ম-পরাগে কপিশবর্ণ সলিলে স্নানক্রিয়াসম্পাদন, রত্নময় শিলাগৃহে বসিয়া ধ্যান, এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সমক্ষে সংযম;—অতএব অন্যান্য তপোধনেরা যে বস্তু লাভের আশায় কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন, এখানে এই সকল ঋষিগণ সেই সকল বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যবর্ত্তী হয়েও তপস্যা কচ্চেন।

মাত। মহাত্মাদিগের মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর উন্নত বস্তুলাভেরই

প্রার্থনা করিয়া থাকে। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-করিয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক) বৃদ্ধশাকল্য! ভগবান্ মারীচ এক্ষণে কি কর্ম্মে আচেন? (শুনিয়া) কি বল্লে, দাক্ষায়ণী পতিব্রতাপুণ্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে অন্যান্যমুনিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ঐ বিষয় শোনাচ্চেন, অতএব এসময় ক্ষণেক অপেক্ষা কর্তে হবে। (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আয়ুষ্মান্ এই অশোক-তরুর ছায়ায় ক্ষণকাল উপবেশন করুন, আমি দেবরাজগুরুকে আপনার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করি গে।

রাজা। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

(এই বলিয়া অশোকতরুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।)

মাত। আয়ুষ্মন্! আমি চল্লাম।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিল।)

রাজা। (শুভসূচক নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া) হে বাহো! তোমার কেন আর বৃথা স্পন্দন হচ্চে, আমার মনোরথ-সিদ্ধির আর অণুমাত্রও আশা নাই: আমি সকলমঙ্গলাকর বস্তু পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করেচি, এখন কেবল দুঃখই নিরন্তর বর্ত্তমান রয়েচে।

নেপথ্যে। অত চঞ্চল হইও না, অত চঞ্চল হইও না, যেখানে সেখানেই নিজের স্বভাব দেখাতে যাও যে।

রাজা। (কর্ণপাত করিয়া) এখানে ত কোন প্রকার অবিনয়ের কর্ম্ম হবার সম্ভাবনা নাই, তবে এ কাকে নিষেধ কচ্চে? (যে দিক্ দিয়া শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে) অয়ে! দুই জন তাপসী কর্ত্তৃক অনুগম্যমান তরুণব্যক্তি-সদৃশ-বলশালী এই বালকটী কে? (ইহার ত সাহস মন্দ নয়!) একটী সিংহশিশুর সহিত খেলা করিবার জন্য তাহার জননীর ক্রোড় থেকে অর্দ্ধেক স্তনপান

হতে না হতেই হাত দিয়া টানিয়া আন্‌চে; অত্যন্ত মর্দ্দন করা প্রযুক্ত সিংহশিশুর কেশর গুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেচে।

দুই জন তাপসী সমভিব্যাহারে একটী সিংহশিশুর কেশরাকর্ষণ করিতে করিতে বালকের প্রবেশ।

বাল। ওরে সিংহের বাচ্ছা! হাঁ কর, তোর কটা দাঁত আচে গুণ্‌বো।

প্রথমা। ওরে অবিনীত! আমরা যে সকল আশ্রমের প্রাণীকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভাল বাসি, তুই তাদের বিরক্ত কচ্চিস্ কেন? ওমা! এর রাগ যে ক্রমেই বাড়্‌তে লাগলো; ঋষিরা তোর যে সর্ব্বদমন নাম দিয়েচে তা ঠিকই হয়েচে।

রাজা। এই বালকটী দেখে আমার মনে ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহের উদ্রেক হচ্চে কেন? (চিন্তা করিয়া) আমার সন্তান নাই বলিয়াই নিশ্চয় এইরূপ বাৎসল্য ভাবের উদয় হচ্চে।

দ্বিতীয়া। এখনি সিংহী এসে তোকে ধর্‌বে, যদি তার বাচ্ছাকে ছেড়ে না দিস্।

বাল। (ঈষৎ হাসিয়া) উঃ! বড়ই ভয় পেলুম।

(এই বলিয়া অধর দেখাইল।)

রাজা। (সবিস্ময়ে) এই বালকটী কোন তেজস্বী মহাপুরুষের ঔরসে জন্মেচে ইহা নিশ্চয় বোধ হচ্চে; যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গাবস্থায় থাকিয়া শেষে কাষ্ঠ পেলেই প্রবল হয়ে উঠে, এটীও সেইরূপ এখন স্ফুলিঙ্গ মাত্র আছে, কালে প্রবলবলশালী হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমা। সর্ব্বদমন! এই সিংহের বাচ্ছাটীকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে আর একটী খেলানা দিচ্চি।

বাল। কৈ? দাও।

(এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল।)

রাজা। (বালকের হস্ত দেখিয়া) কি! চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ সকল

দেখা যাচ্চে যে। আহা! প্রাতঃকালীন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত নবীন উষার সংসর্গে প্রস্ফুটিত কমলের একটী মাত্র পত্র যেমন শোভা পায়, এই বালকের অন্তরালসংঘটিত–অঙ্গুলিবিশিষ্ট হাত খানি প্রলোভনীয় বস্তু প্রার্থনায় প্রসারিত হওয়াতে সেইরূপ মনোহর শোভা ধারণ করেচে।

দ্বিতীয়া। সুব্রতে! একে ছেড়ে দাও, এ কেবল কথায় থাম্‌বার ছেলে নয়, যাও, আমার কুটীরে সংকোচন ঋষিকুমারের যে রঙকরা মাটীর ময়ূরটী আচে, তাই একে এনে দাও।

প্রথমা। আচ্ছা।

(চলিয়া গেল।)

বাল। ততক্ষণ এইটে নিয়ে খেলা করি।

তাপসী। (দেখিয়া হাসিতে হাসিতে) ছাড়, একে ছাড়।

রাজা। এর চপলতাও আমার প্রীতিকর হচ্চে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! যাহারা এইরূপ বালকের অকারণ হাস্য-কালে ঈষদুত্থিত দন্তমুকুলগুলি দর্শন করে, অর্দ্ধোচ্চরিত অপরিস্ফুট শ্রবণমধুর বাক্য গুলি শুনিতে পায়, এবং ক্রোড়ে আসিবার জন্য ব্যাকুল তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া তাহার শরীরলগ্ন ধূলিতে আপনারা ধূষরিত হয়, হায়! সেই ব্যক্তিরাই ধন্য।

তাপসী। (অঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জন করিয়া) কি! আমাকে মান্‌চিস্ নে? এখানে কে ঋষিকুমার আচিস্ রে? (রাজাকে দেখিতে পাইয়া) ভদ্র! এই দিকে একবার এস ত এই কঠিনহস্তগ্রহ বালকের হাত থেকে এই সিংহের বাচ্ছাটাকে ছাড়িয়ে দাও সে ত।

রাজা। (নিকটে গিয়া ঈষৎহাস্য করিয়া) ওহে ঋষিকুমার! কালসর্পে যেরূপ চন্দনতরু দূষিত করে, তুমিও সেইরূপ আশ্রমবিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া কেন তোমার সংযমশালী সত্ত্বগুণাশ্রয় জন্মদাতার নাম কলঙ্কিত কচ্চো?

তাপসী। ভদ্র! এটী ঋষিকুমার নয়।

রাজা। ইহার আকার ও কার্য্য দেখিয়াই আমার বোধ হয়েছিল যে এ কখন ঋষিকুমার নহে, কিন্তু আশ্রমে আচে বলিয়াই আমার এরূপ অনুমান হয়েছিল।

(তাপসীর প্রার্থনানুসারে বালকের হস্ত হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া, বালকের অঙ্গস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া, স্বগত) কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির এই কুলাঙ্কুরকে ক্রোড়ে লইয়া আমারই এতাদৃশ সুখ জন্মাচ্চে, কিন্তু এই বালকটী যাহার ঔরসে জন্মিয়াছে সে ক্রোড়ে করিয়া যে কিরূপ সুখভোগ করে তাহা বলা যায় না।

তাপসী। (রাজা ও বালক উভয়কে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

রাজা। আর্য্যে! আপনার বিস্ময়ের কারণ কি?

তাপসী। আপনার এবং ইহার আকার ঠিক এক দেখেই আমার বিস্ময় জন্মেচে, এবং এ এত চঞ্চল হয়েও, আপনি অপরিচিত, আপনার কথায় স্থির হলো!

রাজা। (বালককে সোহাগ করিয়া) আর্য্যে! আপনি বল্লেন এ ঋষিকুমার নয়, তবে এ কোন্ বংশে জন্মেচে?

তাপসী। পৌরব বংশে।

রাজা। (স্বগত) আমার সঙ্গে সমান বংশ হলো। এই জন্যই ইনি বালককে আমার অনুরূপ বলে মনে কচ্চেন। বৃদ্ধকালে পুরুবংশীয়দের এরূপ কুলব্রত আচে, যে, তাঁহারা প্রথম বয়সে পৃথিবীপালনের নিমিত্ত সুধাধবলিত সৌধমধ্যে বাস করিয়া চরম বয়সে নিরন্তর যতিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তরুমূল আশ্রয় করেন। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! নরলোকে কেমন করে আপন ইচ্ছায় এস্থলে আসিয়াছে?

তাপসী। আপনি যা বল্লেন তা বটে, কিন্তু এই বালকের মা অপ্সরাসম্পর্কে এখানে এসে এই দেবগুরু ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমে ইহাকে প্রসব করেচে।

রাজা। (স্বগত) হায়! এটীও একটী আশাকর বিষয়। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! ইহার জননী কোন্ রাজর্ষির পত্নী আপনি কি জানেন?

তাপসী। কে সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগী পাপাত্মার নাম উচ্চারণ করবে ?

রাজা। (স্বগত) কি! একথা ত আমাকেই লক্ষ্য করে বল্‌চে। হোক্, এর মার নাম কি জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) অথবা পরনারীর কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়।

তাপসী। (মৃণ্ময় ময়ূর হস্তে প্রবেশ করিয়া) সর্ব্বদমন! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ।

বাল। (চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) কৈ আমার মা কৈ ?

(তাপসীদ্বয় হাসিয়া উঠিল।)

প্রথমা। এ মাকে বড় ভাল বাসে বলে, নামসাদৃশ্যে প্রতারিত হয়েচে।

দ্বিতীয়া। না না তা নয়, বলি এই ময়ূরটী কেমন সুন্দর তাই দেখ্‌তে বল্‌চি।

রাজা। (স্বগত) এর মার নাম কি শকুন্তলা ? অথবা এক নামের অনেক থাক্‌তে পারে। মরীচিকার ন্যায় কেবল নামশ্রবণ আমার বিষাদের কারণ হচ্চে।

বাল। দিদি! এ ময়ূরটী বেশ্ দেখ্‌তে, আমার বড় পচন্দ হয়েচে।

(এই বলিয়া ঐ ক্রীড়াদ্রব্য গ্রহণ করিল।)

প্রথমা। (দেখিয়া সোদ্বেগহৃদয়ে) ওলো! এর হাতে যে রক্ষা-কাণ্ড * দেখ্‌তে পাচ্চি নে!

রাজা। আর্য্যে! এত উদ্বেগের প্রয়োজন নাই, সিংহশাবককে মর্দ্দন কর্‌বার সময় মাটীতে এই পড়ে গেচে।

(এই বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।)

---

* এক প্রকার রক্ষনাল, ইহা বালকদের হস্তে বন্ধন করিয়া দিলে তাহাদের কোন আপদ থাকে না; সর্ব্বদা রক্ষা করে বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।

উভয়ে। না না, ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। (দেখিয়া) কি ! তুলে নিলেন যে !

(বিস্ময় হেতু বক্ষঃস্থলে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। আপনারা আমাকে নিতে বারণ কচ্চেন কেন ?

প্রথমা। মহাভাগ ! শুনুন তবে। ভগবান্ মহর্ষি মারীচ এই বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে এর হাতে এই অপরাজিতা নামক মহাপ্রভাব সুর-মহৌষধি পরিয়ে দিয়েচেন, যদি কখন ইহা মাটীতে পড়ে, তা হলে এর মা বাপ অথবা এ নিজে ছাড়া আর কেহই নিতে পার্বে না।

রাজা। যদি নেয় ?

প্রথমা। তা হলে এই ঔষধি সাপ হয়ে তাকে কাম্ড়ায়।

রাজা। আপনারা এরূপ আর কোন খানে দেখেচেন ?

উভয়ে। অনেক বার।

রাজা। (সহর্ষ আত্মগত) তবে কেন এখন পূর্ণ মনোরথকে অভিনন্দন না করি।

(এই বলিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন।)

দ্বিতীয়া। সুব্রতে ! এস এই কথা নিয়মকার্য্যে ব্যাপৃতা শকুন্তলাকে বলি গে।

(উভয়ে প্রস্থান করিল।)

বাল। আমাকে ছাড়, আমাকে ছাড়, আমি মার কাছে যাব।

রাজা। বৎস ! আমার সঙ্গে গিয়েই মাকে আনন্দিত কর্বে।

বাল। আমার বাপ দুষ্মন্ত, তুমি নও।

রাজা। এইরূপ বিবাদই আমার বিশ্বাস জন্মে দেচ্চে।

একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ।

শকু। (মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া) সর্ব্বদমনের হাতের ঔষধি

বিকারকালেও কোন প্রকারে বিকৃত হয় নি শুনেও আমার এই পোড়া কপালে আশা হচ্চে না, অথবা মিশ্রকেশী যা বলেচে তা হলে এ সম্ভব হতেও পারে।

(এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।)

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া, হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হৃদয়ে) অয়ে ! এই কি সেই প্রাণেশ্বরী শকুন্তলা ? ধূষরবর্ণ বসনযুগল পরিধান, নিয়ম পালন হেতু বদনসুধাকরের মালিন্য, পৃষ্ঠদেশে লম্বিত একমাত্র বেণী, এই সকল বিশুদ্ধ চরিত্রের লক্ষণ ধারণ করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরহৃদয় এই হতভাগ্যের বিরহরূপ ব্রত বহুকাল অবধি পালন করিতেছেন।

শকু। (পশ্চাত্তাপ হেতু বিবর্ণ রাজাকে দেখিয়া মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া) এ ব্যক্তি আর্য্যপুত্র না হবে, তবে কে আমার রক্ষা-মঙ্গলধারী পুত্রকে অঙ্গস্পর্শে দূষিত কচ্চে ?

বাল। (মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া) মা ! কে এ আমাকে ছেলে বলে স্নেহপূর্ব্বক আলিঙ্গন কচ্চে ?

রাজা। প্রিয়ে ! তোমার প্রতি আমি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলাম তাহার পরিণাম আজি অনুকূল হয়েচে। অতএব এখন তুমি আমাকে পরিচিত বলে গ্রহণ কর এই আমার ইচ্ছা।

শকু। (স্বগত) হৃদয় ! শান্ত হও, শান্ত হও ; বিধাতা আমাকে এত কাল মেরে রেখে আজি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দয়া প্রকাশ করেচেন, ইনি আর্য্যপুত্র বটেন।

রাজা। প্রিয়ে ! সুমুখি ! তোমার কথা মনে পড়ে আমার মনের অন্ধকার দূরীকৃত হয়েচে ; চন্দ্রগ্রহণের পর যেমন শশীর সহিত রোহিণীর যোগ হয়ে থাকে, আজি সেইরূপ আমার ভাগ্যবলে তোমাকে আমার সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিতেছি।

শকু। (সহর্ষ) আর্য্যপুত্রের জয় হোক্, আর্য্যপুত্রের—

(এই কথা অর্দ্ধেক বলিতে না বলিতে কণ্ঠ বাষ্পবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।)

রাজা। প্রিয়ে! বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হওয়াতে তোমার মুখ থেকে জয়শব্দ না বেরুলেও, তোমার বদনমণ্ডলের সংস্কারাভাবহেতু পাটল-বর্ণ ওষ্ঠদ্বয় দেখেই আমি জয়লাভ করেচি।

বাল। মা! এ কে মা?

শকু। বাছা! পোড়া কপালকেই জিজ্ঞাসা কর।

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। সুতনু! আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলে তোমার মনে যে দুঃখ হয়েচে তাহা হৃদয় থেকে দূর কর; প্রিয়ে! সে সময় আমার মনে কেমন এক প্রবল মোহ উপস্থিত হয়েছিল তাহা বল্‌তে পারি নে: অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদের শুভ কর্ম্মে প্রায় এইরূপ আচ-রণই হয়ে থাকে; অন্ধের মস্তকে একগাছি মালা দিলে সে সর্প আশঙ্কা করে দূরে নিক্ষেপ করে।

(এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন।)

শকু। আর্য্যপুত্র! ওঠ ওঠ, সে সময় নিশ্চয়ই সকল সুখের প্রতি-বন্ধকস্বরূপ আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ভোগ ছিল, (তখনও শেষ হয় নি), সেই জন্যেই আর্য্যপুত্র এত সদয়হৃদয় হয়েও আমার প্রতি তত নির্দ্দয় হয়ে ছেলেন।

রাজা। গাত্রোত্থান করিলেন।

শকু। আর্য্যপুত্র! কেমন করে এই চিরদুঃখিনীকে আপনার মনে পড়্‌লো?

রাজা। প্রিয়ে! এই খেদ যখন মন থেকে একেবারে অপনীত হবে তখন সুস্থির হয়ে তোমাকে সে কথা বল্‌বো। সুতনু! তোমার অধরপীড়াদায়ক যে অশ্রুজলবিন্দু পূর্ব্বে আমি মোহপ্রযুক্ত উপেক্ষা করেছিলাম, কান্তে! আজি সেই তোমার কুটিলপক্ষ্মলগ্ন নয়নজলবিন্দু মার্জ্জন করিয়া মনের সকল দুঃখ দূর করি।

(এই বলিয়া শকুন্তলার নয়নজল মুছাইয়া দিলেন।)

শকু। (অশ্রুজল মোচন করাতে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইয়া) আর্য্য-পুত্র ! সেই এই আঙটী নয় ?

রাজা। হাঁ সেই বটে, এক আশ্চর্য্য ঘটনায় এটা পেয়ে আমার সব মনে পড়েচে।

শকু। এইটেই সকল সর্ব্বনাশ করেচে, আর্য্যপুত্রের প্রত্যয় করে দেবার সময় এটা আমার দুর্ল্লভ হয়েছেল।

রাজা। তবে, লতা যেরূপ বসন্ত ঋতুর সমাগমে কুসুম ধারণ করে তেমনি তুমিও আমার সমাগমের চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টা গ্রহণ কর।

শকু। ওকে আর আমার বিশ্বাস নেই, আর্য্যপুত্রই উহা ধারণ করুণ।

মাতলির প্রবেশ।

মাত। সৌভাগ্যক্রমে আয়ুষ্মান্ ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগম হেতু এবং পুত্রমুখদর্শন প্রযুক্ত বৃদ্ধিশালী হয়েচেন।

রাজা। বন্ধুজনের সাহায্যে এই ব্যাপার সম্পাদিত হয়েচে বলেই আমার সমুদায় মনোরথ সফল হয়েচে। মাতলে ! দেবরাজ এ বিষয় কি জান্‌তে পেরেচেন ?

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঈশ্বরদিগের কোন্ বিষয় অজ্ঞাত আছে ? আসুন, ভগবান্ মারীচ আপনাকে দেখ্‌তে চাচ্চেন।

রাজা। প্রিয়ে ! সন্তানটীকে ধর, তোমাকে অগ্রে লয়ে ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছা করি।

শকু। আর্য্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের নিকট যেতে লজ্জা কর্‌চে।

রাজা। মঙ্গলসময়ে এরূপ আচরণ দূষণীয় নহে, অতএব এস।

(সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অদিতির সহিত আসনো-
পবিষ্ট মারীচের প্রবেশ।

মারীচ। (রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি ! এই নরপতির নাম দুষ্মন্ত,

ইনি ধরাতলের অধিপতি এবং তোমার পুত্রের রণস্থলে অগ্রগামী বীর, ইহাঁর শরাসনেই ইন্দ্রের নিশিত বজ্রের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সুতরাং উহা এক্ষণে বাসবের আভরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েচে।

অদিতি। ইহাঁর আকৃতি দেখিয়া ইনি যে প্রবলপ্রভাবশালী তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়।

মাত। আয়ুষ্মন্! এই সুরাসুরগণের জনকজননী সস্নেহ দৃষ্টিতে নিজ পুত্রের ন্যায় আপনাকে অবলোকন করিতেছেন, অতএব আপনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া উহাঁদের নিকট গমন করুন।

রাজা। মাতলে! যাহাঁদিগকে দ্বাদশমূর্ত্তিধারী তেজোময় অংশু-মালীর উৎপত্তির নিদান বলিয়া থাকে, ত্রিভুবনের অধীশ্বর যজ্ঞভাগা-ধিকারী দেবরাজ যাহাঁদিগের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, পুরাতন পুরুষোত্তম বামনরূপ ধারণ করিবার জন্য যাহাঁদের দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং জগৎস্রষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে যাহাঁরা এক পুরুষমাত্র অন্তর, এই কি সেই মরীচি এবং দক্ষপ্রজাপতির ঔরসজাত যুগলমূর্ত্তি?

মাত। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) বাসবকিঙ্কর দুষ্মন্ত আপনাদিগের দুজনকে প্রণাম কর্‌চে।

মারীচ। বৎস! চিরজীবী হয়ে পৃথিবী পালন কর।

অদিতি। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণ বিনষ্ট হউক।

(শকুন্তলা পুত্রটী লইয়া উভয়ের চরণে প্রণিপাত করিলেন।)

মারীচ। বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্রটী জয়ন্তের অনুরূপ, অতএব তোমাকে আর কোন আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে না, তবে তুমি ইন্দ্রাণীর ন্যায় চিরসুখভাগিনী হও।

অদিতি। বাছা! তুমি স্বামীর বল্লভমত হও, এবং এই পুত্রটী দীর্ঘায়ু হয়ে মাতৃকুল ও পিতৃকুল অলঙ্কৃত করুক। এই খানে বস এসে।

(সকলে প্রজাপতির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।)

মারীচ। (প্রত্যেককে নির্দ্দেশ করিয়া) (বৎস!) পতিপরায়ণা সাধ্বী শকুন্তলা, সদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্র এবং তুমি এই তিন জনে একত্রিত হওয়াতে যেন শ্রদ্ধা, ধন এবং শুভদৈব এই তিনটীই মিলিত হয়েচে।

রাজা। ভগবন্! অগ্রে অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি এবং পশ্চাৎ আপনাদের শ্রীচরণ-দর্শনলাভ,——আপনাদের এই অনুগ্রহ আমার বড় অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হচ্চে। কারণ, অগ্রে তরুলতাদির কুসুম প্রকাশিত হয়, তার পর ফল ফলে এবং প্রথমে মেঘের উদয় হয়, তার পর বৃষ্টি পড়ে কারণ ও কার্য্যের এইরূপই গতি; কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহ লাভ হবার পূর্ব্বেই আমার অভীষ্ট লাভ হয়েচে।

মাত। আয়ুষ্মন্! বিশ্বগুরু মহাত্মারা প্রসন্ন হলে এইরূপই হয়ে থাকে।

রাজা। ভগবন্! আপনাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এই শকুন্তলাকে আমি গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করেছিলাম; কিছুদিনের পর ইহার বন্ধুগণ ইহাকে আমার সমীপে আনিলে আমি স্মৃতিলোপ হেতু চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলাম; এজন্য আপনাদের সগোত্র মহর্ষি কণ্বের নিকট অতিশয় অপরাধী হইয়াছি: অনন্তর অঙ্গুরীয় দর্শন করে ইহার পরিণয়বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসিল, অতএব এই ব্যাপার অত্যন্ত চমৎকারজনক বলিয়া আমার বোধ হচ্চে। যেমন একটা হস্তী কোন ব্যক্তির সমক্ষ দিয়া চলিয়া গেলে পশ্চাৎ উহার "হস্তী, কি অন্য কোন জন্তু" বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং তৎপরে পদচিহ্ন দেখিয়া হস্তী বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, আমারও সেইরূপ অবিকল মনের বিকলতা জন্মেছিল।

মারীচ। বৎস! এ বিষয়ে তুমি নিজে অপরাধী হয়েচ বলে মনে করো না, তোমার এরূপ মোহ হবার সম্পূর্ণ কারণ আছে, তাহা শুন।

রাজা। অবধান করেচি।

মারীচ। মেনকা যখন অপ্সরস্তীর্থ হইতে প্রত্যাখ্যান-কাতরা শকুন্তলাকে লইয়া দাক্ষায়ণীর নিকট এসেছিল, তখন ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া আমি সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেম; দুর্ব্বাসার

শাপবলেই তুমি যথার্থ ভর্ত্তা হয়েও এই নিরপরাধা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে; এবং অঙ্গুরীয় দর্শন হলেই সেই শাপের অবসান হইবে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম।

রাজা। (উল্লসিতচিত্তে আত্মগত) এতদিনে সাধ্বী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করাতে যে অপবাদ জন্মেছিল তাহা হতে মুক্ত হলাম।

শকু। (স্বগত) আর্য্যপুত্র আমাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করেন নি এ আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু, কৈ আমাকে কেউ শাপ দিয়েছিল এমন টা ত কিছুই মনে হচ্চে না, অথবা যখন আমি শূন্যহৃদয়া ছিলুম তখনই দুর্ব্বাসা এই শাপ দিয়ে থাক্‌বেন, কারণ, সখীরা অতি যত্নপূর্ব্বক বলে দেছেলো যে, " সখি! যদি রাজা তোমাকে চিনিতে না পারেন, তা হলে এই আংটীটী দেখিও "।

মারীচ। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) বৎসে! তুমি এখন সমুদায় অবগত হলে, অতএব তোমার ভর্ত্তার প্রতি আর ক্রোধ করিও না। দেখ, তোমার ভর্ত্তা দুর্ব্বাসার শাপ হেতুই সমুদায় বিস্মৃত হইয়া তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে অন্ধকার ইহাঁর মন হইতে দূরীভূত হইয়াছে। দর্পণ যদি মলিনতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িতে পায় না, কিন্তু পরিষ্কৃত হইলে অনায়াসে প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

রাজা। ভগবন্! যথার্থ বলিয়াছেন।

মারীচ। বৎস! আমরা বিধিপূর্ব্বক যাহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেছি, সেই এই শকুন্তলার তনয়টীকে কি তুমি অভিনন্দন করেচ?

রাজা। ভগবন্! এই পুত্র হইতেই আমার বংশরক্ষা হইবে।

(এই বলিয়া হস্ত দ্বারা বালককে গ্রহণ করিলেন।)

মারীচ। ভবিষ্যতে এই পুত্র সার্ব্বভৌম হইবে ইহা তুমি নিশ্চয় জেনো। দেখ, এই বালক (আকাশ গমন-হেতু) অনুদ্‌ঘাতগতিশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিবে, এবং যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুপক্ষের বিনাশ সাধন করিবে। এই

তপোবনের সমস্ত প্রাণিগণকে বল পূর্ব্বক পরাভব করে বলিয়া আমরা ইহাকে "সর্ব্বদমন" নামে ডাকিয়া থাকি, কিন্তু ইহার পর মানব-গণের ভরণপোষণ করিয়া "ভরত" নাম ধারণ করিবে।

রাজা। ভগবান্ যাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করেছেন, তাহাতে সকলই সম্ভবে।

অদিতি। কণ্বমুনিকে তাঁহার কন্যার এই সমুদায় মনোরথসিদ্ধির কথা বিস্তার পূর্ব্বক শোনান উচিত, এবং আমার পরিচর্য্যাকারিণী মেনকা নিকটেই আছে।

শকু। (আত্মগত) ভগবতী আমার মনের কথা বলেচেন।

মারীচ। মাননীয় কণ্ব তপঃপ্রভাবে এ সমুদায়ই বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেচেন।

রাজা। এই জন্যই মহর্ষি আমার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই।

মারীচ। তথাপি তাঁহার কন্যা পুত্র সহিত স্বামি কর্ত্তৃক পরি-গৃহীত হয়েচে, এই প্রিয় সংবাদ কণ্বের নিকট পাঠান আমাদের কর্ত্তব্য। এখানে কে আছ হে?

শিষ্য। (প্রবেশ করিয়া) ভগবন্! এই আমি আছি।

মারীচ। বৎস গালব! আমার কথানুসারে এই দণ্ডেই আকাশ পথে গমন করিয়া মাননীয় কণ্বকে এই প্রিয়সংবাদ দাও গে, যে, "দুর্ব্বাসার শাপ অবসান হওয়াতে দুষ্মন্ত সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুত্রবতী শকুন্তলাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন"।

শিষ্য। যে আজ্ঞা গুরুদেব।

(চলিয়া গেল)।

মারীচ। (রাজার প্রতি) বৎস! তুমিও স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয় সুহৃৎ বাসবের রথে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার রাজ-ধানীর অভিমুখে প্রস্থান কর।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবান্ যেরূপ অনুমতি করেন।

মারীচ। সম্প্রতি পুরন্দর তোমার রাজ্যমধ্যে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করুক, এবং তুমিও সর্ব্বদা যজ্ঞ করিয়া তাহার প্রীতি

উৎপাদন কর ; এইরূপ পরস্পর উভয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ হেতু প্রশংসনীয় কার্য্যকলাপ শত শত যুগ সম্পাদন করিয়া উভয়েই জয়শালী হও।

রাজা। ভগবন্! যতদূর পারি মঙ্গল কার্য্য সাধনে চেষ্টা করিব।

মারীচ। বৎস! তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিব?

রাজা। যদি এর পরও প্রিয়কার্য্য থাকে তবে এই হউক—

(ভরত মুনির বাক্য)

পৃথিবীপতি প্রজাগণের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হউন, বেদসম্পার্কে মহতী বাণী কখন পরিহীন না হউক, এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ শঙ্কর ভক্তের শক্তি অবগত হইয়া আমার পুনঃসংসারে জন্ম নিবারণ করুন।

(সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান
শকুন্তল নামক নাটক সমাপ্ত।